

পতিব্রতা সতী—শৈব্যা

BURMAN PRESS, CALCUTTA.

হরিশ্চন্দ্র

পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক।

"হরিশ্চন্দ্র" রচয়িতার

অন্যান্য গ্রন্থ।

অনন্ত-মাহাত্ম্য	১৷৷০
মগধ-বিজয়	১৷০
কল্কি-অবতার	১৷০
বৃষকেতু	১৲
ধ্রুব-চরিত্র	১৲
পুত্র-পরিচয়	১৷০
সতী-মদালসা	১৷০
নহুষ-উদ্ধার	১৷৷০
মরুত্ত-যজ্ঞ	১৷০

পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং।
৭নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, জোড়াসাঁকো,
কলিকাতা।

হরিশ্চন্দ্র

নাটক

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত

(সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত ভাণ্ডারী পরিচালিত
আদি আর্য্য সারস্বত নাট্য-সমাজে অভিনীত ।)

[দ্বিতীয় সংস্করণ]

কলিকাতা।
পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং
৭ নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, জোড়াসাঁকো।
১৩২৭

মূল্য ১।০ মাত্র।

Published by H. P. Dey for **Paul Brothers & Co.**
7, Shibkrishna Daw's Lane, Jorasanko, Calcutta
Printed at the **Lakshmibilash Press.**
By Balai Chandra Dass,
12, Narkel Bagan Lane, Calcutta

উৎসর্গ ।

সাক্ষাৎ ঋষিকল্প, ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক, পরম পূজাপাদ ৺কমলা কান্ত ন্যায়ভূষণ পিতামহদেবের পদারবিন্দ স্মরণ করিয়া ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি স্বরূপ এই পুস্তকখানি উৎসর্গীকৃত হইল ।

১২ই আশ্বিন
১৩২১ সাল ।

সেবকাধম পৌত্র
হতভাগ্য অঘোর ।

ভূমিকা।

পুরাণ-পাঠকদিগের মধ্যে কাহারও নিকট মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের বিচিত্র চরিত্র-কাহিনী অবিদিত নাই, হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় এমন দান-বীর ধর্ম্মবীর আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই চরিত্র মধ্যে আমারা যে ত্যাগের দৃষ্টান্ত পাই, তাহা জগতের আর কোন সাহিত্যে নাই-ই, এমন কি আমাদিগের পুরাণের মধ্যেও বিরল। আমাদের পুরাণাদি শাস্ত্র প্রণেতা সংযমশীল তত্ত্বজ্ঞানী একমাত্র আর্য্যঋষিগণই রাজর্ষি উচিত গুণগ্রাম পরিশোভিত অতীব মহান্ পবিত্র চরিত্র-অঙ্কন করিবার শক্তি রাখিতেন বলিয়াই আমাদের পুরাণেতিহাসে হরিশ্চন্দ্র, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির একরূপ অবতারণা দেখিতে পাই। তাঁহারা কেবল ঘটনা পারম্পর্য্যের তাণ্ডবলীলা দেখাইতে চেষ্টা করেন নাই, চেষ্টা করিয়াছেন যাহা আমরা সৃষ্টি করা দূরে থাক—অনুধাবনেও অসমর্থ হইয়া পড়ি, এমন এক একটি বিরাট আদর্শ চরিত্র সম্মুখে ধরিয়া আপামর সাধারণকে শিক্ষা দিতে মানবদিগের মনে যে পাশবিক ভাব আছে, তাহা বিনাশ করিয়া সে স্থলে দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে, এবং বহির্মুখে প্রসারিত ইন্দ্রিয়ের পথ হইতে অন্তর্মুখে নিহিত অতীন্দ্রিয়ের পথে টানিয়া লইতে। যদিও তাঁহারা এখন ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধুশ্লোক অদ্যাপি পূর্ণমূর্ত্তিতে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। ধন বা যশ-আকাঙ্ক্ষার প্রলোভনে পড়িয়া তাঁহারা পুরাণাদি গ্রন্থ রচনা করেন নাই, তাঁহাদিগের লক্ষ্য ছিল—একমাত্র পরার্থপরতা, কিন্তু এই সকল পুরাণাদি গ্রন্থপাঠে অনেকেরই অবসর হয় না বিশেষতঃ যাহারা নিরক্ষর, তাহাদিগের ত কথাই নাই, সেজন্য লোকশিক্ষার্থে এদেশে কথকতা ও অভিনয় প্রচলিত আছে। আবার থিয়েটারের অভিনয় অপেক্ষা যাত্রাভিনয়ের প্রভাব বেশী, কারণ থিয়েটার সহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। বিশেষতঃ থিয়েটারে যে সকল নাটক অভিনীত হয়, তন্মধ্যে অধিকাংশই ভগবদ্ভক্তি বিবর্জ্জিত, কেবল কামিনী কাঞ্চনের পশ্চাতে ছুটাছুটি, তাহাতে অনেক স্থলে সুশিক্ষার পরিবর্ত্তে কুশিক্ষাই লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু যাহা এ দেশের প্রাণ, যাহা এ দেশের অস্থি-মজ্জা-শোণিতের সহিত সংমিশ্রিত, সেই পরমার্থ প্রচারই যাত্রা-অভিনয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। সেইজন্য আমি হরিশ্চন্দ্র-প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়াছি। লোকশিক্ষার দাবী আমি রাখি না। যখন নিজেই কিছু শিখি নাই, তখন অপরকে কি শিখাইব? তবে আমার এই নির্ব্বাচিত বিষয়টী যে সম্পূর্ণরূপে লোকশিক্ষামূলক, তাহা আমি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি। কিন্তু ভয়ও করি, এমন দুরধিগম্য চরিত্র আমার ন্যায় অল্পচেতা ব্যক্তির অক্ষমতাপ্রযুক্ত হয়ত অনেক স্থলে বিকৃত হইয়াছে, সহৃদয় পাঠকগণ নিজগুণে আমার সে সকল ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

১২ই আশ্বিন, ১৩২১ সাল।
শুভ বিজয়া-দশমী।

গ্রন্থকার।

কুশীলবগণ।

পুরুষ।

নারায়ণ, শিব, নারদ, ধর্ম্ম, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, পবন, দৈব, সত্য, দান, কর্ম্ম, কর্ম্মফল, অধর্ম্ম।

হরিশ্চন্দ্র	..	অযোধ্যাপতি।
রোহিতাশ্ব	..	ঐ বালক পুত্র।
মন্ত্রী	.	ঐ মন্ত্রী।
বীরেন্দ্র সিংহ	...	ঐ সেনাপতি।
ধর্ম্মদাস	...	(ছদ্মবেশী ধর্ম্ম)
গোপাল, ব্যাধ-বালক মালুকে, সাপুড়ে বালক		(ছদ্মবেশী নারায়ণ)
বিশ্বামিত্র	...	ব্রহ্মর্ষি।
বিভাণ্ডক ঘণ্টাবাগ	..	ঐ শিষ্যদ্বয়।
বিষ্ণুশর্ম্মা	..	কাশীবাসী ব্রাহ্মণ।
জনাধর সিংহ	..	ছদ্মবেশী অধর্ম্ম।
ভজুয়া বিলসা	...	ঐ চণ্ডালদ্বয়।

ব্রাহ্মণ, কাজী, অন্ধ ভিক্ষুক, দূত, প্রহরী, বাজীকর, পাণ্ডাদ্বয়, দণ্ডীগণ, নগরবাসী বালকগণ, ভিক্ষুক বালকগণ, চারণগণ, বৈতালিক বালকগণ, প্রজা-চতুষ্টয়, জীবনালকগণ প্রভৃতি।

স্ত্রী।

অন্নপূর্ণা। লক্ষ্মী।

শৈব্যা	..	হরিশ্চন্দ্রের মহিষী।
ব্রাহ্মণী	...	বিষ্ণুশর্ম্মার স্ত্রী।
ময়না	..	মালিনী।

নিদ্রা, অপ্সরাগণ, নগররমণীগণ, নর্ত্তকীগণ প্রভৃতি।

হরিশ্চন্দ্র।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজপথ।

ধর্ম্মের প্রবেশ।

ধর্ম্ম। ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ।
চিরদিন এ সংসারে ধর্ম্ম সূক্ষ্মগতি।
স্থূলদৃষ্টি জ্ঞানহীন জনে,
সূক্ষ্মগতি ধর্ম্ম মোরে পায় না দেখিতে।
তাই হায়, অধর্ম্ম আশ্রয়ে
আপাতমধুর কুপথেতে যায়,
পাপের কুহক মন্ত্রে হ'য়ে সম্মোহিত,
করে পান সুধাভ্রমে তীব্র হলাহল।
মায়া-মৃগতৃষ্ণা তারে হ'য়ে সহচরী,
দেখায় মরুভূ মাঝে শীতল সরসী।
হায়, ভ্রান্ত পাপী জীবকুল
এইভাবে ভ্রমে নিত্য ভব-মরুভূমে।

তবু হায়, ফোটে না নয়ন,
তবু হায়, ছোটে না ত নেশা,
তবু হায়, মেটে না পিয়াসা ;
দুরাশা-ছলনে ভুলি'
আশা-বৈতরণী-নীরে পড়ি' ঘূর্ণাবর্ত্তে,
মুহূর্ত্তে ডুবায় তরী দেখিতে দেখিতে।
না পারি দেখিতে দৃশ্য অদৃশ্যে রহিয়া ;
ইচ্ছা হয়, ডুবিয়া অতলে,
উদ্ধারি' নিমগ্ন তরী চক্ষের নিমেষে ;
কিন্তু তাহে বিধি বাদী।
বিধির নির্দ্দিষ্ট পন্থা করিতে লঙ্ঘন,
কণামাত্র নাহি শক্তি মোর।
যে গণ্ডীর মাঝে
ধর্ম্মরাজ্য-বিধি প্রতিষ্ঠিত,
সাধ্য কি, সে সীমা হ'তে হই বহির্গত !
দুইটি রাজত্ব সৃষ্টি করিয়া বিধাতা
দিয়েছে সংসার মাঝে ধর্ম্ম অধর্ম্মেরে।
পর-রাজ্যে অপরের নিষিদ্ধ প্রবেশ ;
প্রজাপুঞ্জ রাজ্যদ্বয়ে রয়েছে বিভক্ত।
ভক্ত যেবা যার,
সেই তার প্রজাভুক্ত হয়েছে তখনি।
ধর্ম্মরাজ্য প্রবেশের দ্বার
সতত কণ্টকাকীর্ণ করিয়াছে বিধি ;
তাই সর্ব্বজীব ধর্ম্মরাজ্যে

নারে প্রবেশিতে।
কেহ অর্দ্ধপথে আসি হয় পশ্চাৎপদ;
কেহ বা দ্বারেতে হেরি' কণ্টকের বন,
নিরাশা-সঙ্গিনীসহ করে পলায়ন;
তবে জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাসের সহ,
ধৈরয-পাদুকা যেবা পরিয়া চরণে,
শত বাধা বিঘ্ন দলি' বাম পদে,
সুদৃঢ় উদ্যম যষ্টি ধরিয়া করেতে,
প্রবেশিতে চাহে এই ধর্ম্মের রাজ্যে,
সেই ধর্ম্মবীর
পারে যদি প্রবেশিতে হেথা।
আর সেথা- অধর্ম্ম রাজ্যে
সতত প্রবেশ-দ্বার কুসুমে আবৃত,
বিস্তৃত সুরম্য হর্ম্ম নেত্রশিগ্ধকর;
নিষ্কর আবাস ভূমি সুস্নিগ্ধ সুন্দর;
নিরন্তর পাপ-সহচর
ধরি' কর পাপিগণে ল'য়ে যায় সেথা।

অধর্ম্মের প্রবেশ।

অধর্ম্ম। তাই বুঝি, ধর্ম্ম, তব এত গাত্রদাহ—
ঈর্ষানলে তাই বুঝি মরিছ জ্বলিয়া?

ধর্ম্ম। ঈর্ষা! ঈর্ষা কখনো ধর্ম্মকে স্পর্শ কর্‌তে পারে না; ও ধারণা তোমার নিতান্ত অমূলক, অধর্ম্ম।

অধর্ম্ম। এরূপ শূন্যগর্ভ গর্ব্ব এক তোমার মত দুর্ব্বলের পক্ষেই সম্ভবে।

ধর্ম্ম। ধর্ম্ম দুর্ব্বল কি সবল, সে পরীক্ষা ত অনেকবার প্রদান করা হয়েছে, অধর্ম্ম।

অধর্ম্ম। আবার পরীক্ষা-ক্ষেত্র সম্মুখে বর্ত্তমান। এইবার শেষ-পরীক্ষা।

ধর্ম্ম। পরীক্ষার ফল কিন্তু চিরদিন একরূপই দাঁড়াবে। এ সম্বন্ধে বৃথা সন্দেহ—মূর্খতা মাত্র।

অধর্ম্ম। উন্মত্ত ভিন্ন এরূপ প্রলাপ আর কা'র মুখ হ'তে বহির্গত হ'তে পারে ?

ধর্ম্ম। ভাল, তোমার বিবাদ করাই কি অদ্যকার উদ্দেশ্য ?

অধর্ম্ম। তাই যদি হয় ?

ধর্ম্ম। তা' হ'লে তোমারই জয়। কেননা, ধর্ম্ম কখনো বিবাদের পথে পদার্পণ করে না।

অধর্ম্ম। শক্তিহীনতাই তার একমাত্র কারণ।

ধর্ম্ম। ধর্ম্মের পাশব-শক্তি নাই বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তিতে ধর্ম্ম কখনও বঞ্চিত হয় নি।

অধর্ম্ম। এইবার হবে।

ধর্ম্ম। এ কথার উত্তর একমাত্র হাস্যের অবতারণা ভিন্ন আর কি হ'তে পারে ?

অধর্ম্ম। কাষ্ঠ-হাস্যই এ হাস্যের পরিণাম জেনো, ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম। এমন ভবিষ্যৎ দৃষ্টি অধর্ম্মের আছে, তা'ত কখনো জান্‌তে পারি নাই। ভবিতব্যতার অন্ধকারময় যবনিকা-অন্তরালে যে অধর্ম্মের স্থূলদৃষ্টি প্রবেশ কর্‌তে পারে, তা'ত এই নূতন আবিষ্কার হ'ল।

অধর্ম্ম। শুধু এই নয়, আরও অনেক নূতন বিষয়ের আবিষ্কার হবে। দুর্ব্বল ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তির দুর্ব্বলতা দূর কর্‌বার জন্য অধর্ম্ম আরও

অনেক সুন্দর পথের আবিষ্কার ক'রবে। সে পথের পোষক কে কে তা জান? কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য। সে পথের সঙ্গিনী কে কে জান? আশা, নেশা, পিপাসা, মায়া, হিংসা, মিথ্যা। সে পথের উভয় পার্শ্বে সম্ভোগ পাদপরাজি, মায়াময়ী নিবিড় শাখাজাল বিস্তার ক'রে সারি সারি দণ্ডায়মান থাকবে, শ্রান্ত পথিকের জন্য সে পথে সুধা-শীতল সরোবর বিরাজিত থাকবে, সে পথের বিশ্রাম কুটীরে ললনা-রূপিণী সুন্দরী লালসাকুল প্রেমাকুল বেশে, সুচিত্র বসনে, বিচিত্র ভূষণে নূপুর-নিক্কণিত চরণে, তাম্বুলরাগ রক্ত বদনে, মৃদু মধুর সম্ভাষণে পথিকের প্রাণে প্রীতির পীযূষধারা ঢেলে দেবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত হ'য়ে র'বে, তখন বল দেখি ধর্ম্ম, এমন সুখ-সম্ভোগ পরিত্যাগ ক'রে, কোন্ নির্ব্বোধ তোমার নীরস ধর্ম্ম-চর্চ্চা ক'রে সরস জীবনকে শুষ্ক মরুভূমি ক'রতে যাবে? সংসারে জীব সুখের আশায় ঘুরে বেড়ায়, তা' যদি এমন অযাচিত সুখের উন্মুক্ত ভাণ্ডার চোখের সম্মুখে দেখতে পায়, তা' হ'লে কোন্ হতভাগ্য সে সুখে বঞ্চিত হ'তে যায়?

ধর্ম্ম। দেখ অধর্ম্ম, তোমার বর্ণিত ঐ সুখ যদি প্রকৃত নিত্যসুখ হ'ত, তা' হ'লে তোমার কথা অস্বীকার করতে পারতেম না; কিন্তু তা'ত নয়, তোমার ও সুখ যে অনিত্য, অস্থির, ক্ষণিকনশ্বর; তোমার ও সুখ যে বিষমিশ্রিত সুধা, তোমার ও সুখ যে আসন্ন মৃত্যু রোগীর আপাত-সুখ-রোচক কুপথ্য, তোমার ও সুখ যে মরীচিকা সমান। যারা নিতান্ত অজ্ঞানান্ধ, তারাই কেবল তোমার ঐ অসার সুখভোগের জন্য লালায়িত হ'তে পারে; কিন্তু যা'রা একবার ধর্ম্মের আস্বাদন লাভ করতে সমর্থ হয়েছে, যাদের বিবেক দৃষ্টি সংসারের মায়াজাল ভেদ ক'রে ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হ'তে পেরেছে, তা'রা কখনই অধর্ম্ম, তোমার ওই অলীক সুখের আশাকে হৃদয়ে স্থান দেয় না দেবেও না। অতএব

জলধিতলে ডুব দিয়ে যে একবার বস্তু অন্বেষণ করতে পেরেছে, সে কি কখনো আর অসার কাচখণ্ডের অন্বেষণ করতে অগ্রসর হয়? যে চকোর একবার চন্দ্রের সুধাপানে পরিতৃপ্তি লাভ করেছে, সে কি কখনো চাতক-বৃত্তি অবলম্বন ক'রে ফটিক-জলের আশায় মেঘের দিকে চেয়ে থাকে? ধার্ম্মিকের পিপাসা একমাত্র ধর্ম্ম-সিন্ধুর নীরেই নিবৃত্ত হয়।

অধর্ম্ম। ধর্ম্মকে সিন্ধুরূপে কল্পনা করা, আর মরুভূমিকে নন্দন-কানন-রূপে কল্পনা করা, একই কথা। কেননা ধর্ম্মমার্গ চিরকালই নীরস—শুষ্ক। মরুভূমিও চিরকাল তরুলতাহীন উত্তপ্ত রুক্ষ। মূর্খ ভিন্ন এরূপ কল্পনাকে কেউ সত্য ব'লে ভাবতে পারে না।

ধর্ম্ম। মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের নাম শ্রবণ করেছ কি? তা' হ'লে তোমার মতে সেই পরমভাগবত ধর্ম্মগতপ্রাণ হরিশ্চন্দ্রও একজন মূর্খ-শ্রেণীভুক্ত?

অধর্ম্ম। তোমার বর্ত্তমান শেষ-পরীক্ষাক্ষেত্র হরিশ্চন্দ্রকেই মনে মনে স্থির ক'রে অদ্য আগমন করেছি। কেমন, তুমি সম্মত আছ?

ধর্ম্ম। যখনই আমি হরিশ্চন্দ্রকে আশ্রয় করেছি, তখন হ'তেই ত পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হ'য়েই রয়েছি। তোমার ইচ্ছা হয়, যথাশক্তি চেষ্টা করতে পার।

অধর্ম্ম। বেশ কথা। আমি আজ হ'তে হরিশ্চন্দ্রকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করতে সচেষ্ট হলেম; ফলাফল শীঘ্রই প্রকাশ পাবে। আমি চললেম।

[প্রস্থান।

ধর্ম্ম। বেশ, যাও, কিন্তু মনে থাকে যেন "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ"।

[নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সুরসভা।

ইন্দ্র, অগ্নি, পবন ও বরুণ আসীন।

কিন্নরদিগের প্রবেশ।

কিন্নরগণ।—

গান।

হে সুরগণপতি সুরেশ্বর।
যার গুণগান করেন সদা বিধি বিষ্ণু মহেশ্বর ॥
মন্দ মারুতান্দোলিত মন্দাকিনী সেবিত,
নন্দন-বন-নন্দিত-মন্দারমালা শোভিত,
বীণাপাণি-বাণী-বীণা মন্দ্রিত,
শুভ্র সুধাকর সুধাধবলিত,
হে শচীপতি সহস্রলোচন বজ্রধর।

ইন্দ্র। শুন, সুরগণ।
যে কারণে সকলেরে করেছি আহ্বান,
মর্ত্তলোকে বিপ্রর্ষি বিশ্বামিত্র নাম,
কবি উগ্রতপ—
ক্ষত্র হ'য়ে ব্রাহ্মণত্ব করিয়াছে লাভ।
সম্প্রতি সে ত্রিশঙ্কু-সাধনে
নিয়ত নিরত, আমি পেয়েছি সংবাদ।
অসাধ্যসাধন ত্রিশঙ্কু সাধন,
পারে যদি কোনরূপে করিতে সাধন,

তা' হ'লে সে বিশ্বামিত্র,
নিশ্চয় লভিবে সর্ব্বদেব-অধিকার।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব ল'য়ে
হবে না বিরত শুধু,
বিধিসৃষ্টি করি' লোপ,
নবসৃষ্টি করিবে সংসারে,
তরুশাখে সৃজিবে মানব,
স্বর্গ মর্ত্ত্য ভেদাভেদ রাখিবে না আর,
মৃত্যুরাজ্য শমনের হবে তিরোহিত—
অজর অমর নর হইবে সংসারে ;
জীবভারে ধরাতল হ'বে টলমল,
না পারি' সহিতে ভার,
ধরাতল যাবে রসাতলে—
সৃষ্টিলীলা চিরতরে হবে অবসান।
এখন, স্থিরচিত্তে কর স্থির এবে,
কি উপায়ে ভঙ্গ হয় ত্রিবিদ্যা-সাধন।

অগ্নি। সুররাজ! শুনি এ কাহিনী,
থরহরি কাঁপিছে পরাণি!
জানি ভাল ত্রিবিদ্যার শক্তি,
অসাধ্য সাধিতে শক্তি,
আছে ত্রিবিদ্যার।
আমি বৈশ্বানর—জলন্ত পাবক,
কিন্তু সে শক্তির কাছে
বিলুপ্ত দাহিকাশক্তি—হীনবীর্য্য আমি।

পবন। আমি প্রভঞ্জন,
ঝটিকার প্রবল তাড়নে,
মেঘের ভীষণ গর্জ্জনে,
যদিও ব্রহ্মাণ্ড মূল করি উৎপাটন,
তথাপি হে সুরেশ্বর,
সে শক্তি সকাশে আমি
শক্তিহীন জড় সমতুল,
পত্র-বিকম্পন-শক্তি হয় অপহৃত।

বরুণ। যদিও বরুণ আমি,
প্রলয়-পয়োধি নীরে
একার্ণব করি এ সংসার,
তথাপি হে ত্রিদিব-ঈশ্বর,
ত্রিবিদ্যার নাম শুনি'
অশনি পতন শিরে হয়েছে আমার।
বাক্য আর না সরিছে মুখে;
সুখের বর্ত্তা বুঝি হ'ল অবসান।

ইন্দ্র। কি হ'বে উপায় তবে,
শুনি' মম বাণী
ভীতচিত্ত হইলে সকলে?
কে বলিবে হায়, এবে কি আছে উপায়।

সহসা নারদের প্রবেশ।

নারদ। [প্রবেশ পথ হইতে] আমি ত' আছি, সুরনাথ, আমিই উপায় ব'লে দেবো। [নিকটে গমন করিলেন]

ইন্দ্র। আসুন, আসুন দেবর্ষি,
অকূল-পাথারে তরী করুন প্রদান।

নারদ। এ অকূল-পাথার উত্তীর্ণ হ'বার তরী ত সুরনাথের করায়ত্তই আছে; এর জন্য আর চিন্তা কর্‌বার কারণ কি, তা' ত দেখ্‌তে পাই না।

ইন্দ্র। দুশ্চিন্তার প্রবল প্রভাবে
জ্ঞানহীন পুরন্দর এবে,
কর্ত্তব্য-বিবেকশূন্য, শূন্য প্রাণ মন,
উদ্যম-উৎসাহ-হীন নীরস হৃদয়।
সদয় নিতান্ত যদি দেবর্ষি আমায়,
তবে কহ মোরে ত্বরা করি'
কি আছে উপায়?

নারদ। কেন! এ কার্য্যে অব্যর্থ ফলপ্রদ অপ্সরাগণ? এ হেন সুন্দর উপায় বিদ্যমান্ থাক্‌তে পুরন্দরের নিরুপায় হবার কিছুমাত্র কারণ নাই।

ইন্দ্র। সে আশায় হয়েছি নিরাশ।
বিশ্বামিত্র নাম শুনি'
ভীত মম অপ্সরামণ্ডলী।
ক্রোধানলে ভস্ম হবে ভয়ে
নৃত্যগীত হবে না বিকাশ;
করেছে প্রকাশ এই অপ্সরা সকলি।
কি জানি কি হইবে উপায়!

নারদ। এ কথা সত্য হ'লেও আমি এ সম্বন্ধে উপায়ান্তর স্থির ক'রে রেখেছি, সুরনাথ।

ইন্দ্র । ওই মাত্র চরণ প্রসাদে
সুররাজ্য সুরেন্দ্রের রহিয়াছে স্থির ।
অস্থির অন্তর মম,
কর স্থির উপায় প্রকাশি' ।

নারদ । এখনি কর্‌ছি, সুরেশ্বর । আপনার শ্রেষ্ঠ অপ্সরাদিগকে আহ্বান করুন । আমি জানি, আজ তা'রা সোমরস পানে নিতান্ত বিকলচিত্ত হ'য়ে আছে ; সুরসভায় কোন রূপেই আজ তা'রা তান-লয়-সঙ্গত সুচারু নৃত্যগীত কর্‌তে সমর্থ হবে না । সুরসভাস্থলে তান-লয়-ভঙ্গ দর্শনে নিশ্চয়ই সুরনাথ অভিসম্পাত কর্‌তে উদ্যত হবেন, সন্দেহ নাই ; কিন্তু অন্য কোনও রূপ অভিসম্পাত প্রদান না ক'রে কেবল এইমাত্র অভিসম্পাত কর্‌বেন যে, "যাও তোমরা, স্বর্গচ্যুত হ'য়ে মর্ত্তলোকে গিয়ে বাস কর," তা' হ'লেই কার্য্যসিদ্ধ হবে ।

ইন্দ্র । বিস্তারিয়া কহহ প্রকাশ,
হেন অভিশাপে কি ফলিবে ফল ?

নারদ । ফল ? অব্যর্থ ফল । এ অভিশাপের ফল কখনই নিষ্ফল হ'তে পার্‌বে না । কেননা, শাপভ্রষ্ট অপ্সরাগণ মর্ত্তপুরে গেলে তখন বিশ্বামিত্রের ক্রোধানলের কথা বিস্মৃত হ'য়ে প্রাণপণে কলা নৈপুণ্য দেখিয়ে বিশ্বামিত্রের ত্রিবিদ্যা সাধনে বিঘ্ন উৎপাদন কর্‌তে সমর্থ হবে ।

ইন্দ্র । পরে অপ্সরাগণের উদ্ধার-উপায় ?

নারদ । সে উপায়ও স্থির ক'রে রেখেছি । মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের দর্শনে অপ্সরাগণের উদ্ধার সাধন হবে ।

ইন্দ্র । দেবর্ষি ব্যতীত
দেবহিতে রত কেবা আর ?
এতক্ষণে চিন্তা মম হ'ল অন্তর্দ্ধান ।

নারদ। এইবার অপ্সরাবৃন্দকে আহ্বান করুন।

ইন্দ্র। প্রতিহারি।

প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতিহারী। [অভিবাদন পূর্ব্বক] আদেশ ?

ইন্দ্র। সত্বর অপ্সরাগণকে এখানে আনয়ন কর।

প্রতিহারী। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। দিক্‌পালগণ।

কৃপাবান্ দেবর্ষি কৃপায়,

বিষম সঙ্কট হ'তে পাব পরিত্রাণ—

ত্যজ চিন্তা সবে,

নৃত্যগীতে ফুল্লচিত্তে দাও মনোযোগ।

নারদ। [স্বগত] ধন্য রে ভবিতব্যতা। তুই কোন্ সূত্রে কোন্ ঘটনায় মিলিত হ'য়ে যে, নিজের অবশ্যম্ভাব্যত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিস্, তার নির্ণয় করা বড় কঠিন। কোথায় স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র, আর কোথায় রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের ত্রিবিদ্যা-সাধন, আর কোথায় বা ধর্ম্মপ্রাণ মহারাজ হরিশ্চন্দ্র। সাধারণ চক্ষে দেখ্‌তে গেলে এই তিন জনের মধ্যে কার্য্য-কারণ ভাব কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হবে না। অথচ অবশ্যম্ভাবিনী ঘটনার বৈচিত্র্য-বিধানে এই তিনজনের মধ্যে কার্য্য-কারণ ভাব এমনি ভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছে যে, তিনজনের মধ্যে একজনকেও পৃথক্ ভাবে ভাব্‌বার উপায় নাই। ইন্দ্র না হ'লে বিশ্বামিত্রের তপোবিঘ্ন উৎপাদন হবে না। আবার বিশ্বামিত্র ভিন্ন হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম্ম-পরীক্ষা গ্রহণ অসম্ভব।

তাই বলছিলেম, ভবিতব্যতা। ত্রিলোকের মধ্যে এমন লোক দৃষ্টি-গোচর হয় না যে, তোর অব্যর্থ শক্তিকে নাশ করতে পারে। চির দিনই তোর জয় অনিবার্য।

প্রতিহারিসহ অপ্সরাগণের প্রবেশ।

ইন্দ্র। এস এস অপ্সরা সকল,
বিশুদ্ধ সঙ্গীত সুধা কর একবার।

অপ্সরাগণ।—[নৃত্যসহ]

গান।

ঐ ঝরে সুধাধারা চাঁদ' সুধাকর।
পরাণ-পিয়াসা মিটাও চকোরী চকোর।
চাঁদিমা রজনী হের সজনী নয়নে,
অলকা চঞ্চল ভাসে মধু পবনে,
কুসুম সৌরভরাশি ব'য়ে যায় দিশি দিশি
কেন সুখনিশি বঁধু যাবে কি, যাবে কি শুধু?
মধুপানে মাতোয়ারা, মধুকর গুঞ্জরিছে।

[গীতের তাল লয় ভঙ্গ হওন]

ইন্দ্র। সাবধান, অপ্সরা সকল!
তাল ভঙ্গ কেন বা সঙ্গীতে?

[কোপদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ]

১ম অপ্সরা। ক্ষম' অপরাধ,
এইবার হব সাবধান।

অপ্সরাগণ—[নৃত্যসহ]

গান।

জীবনে মরণে বঁধু, তুমি আমার—তুমি আমার।
শয়নে স্বপনে প্রভু, আমি তোমার আমি তোমার।

গেঁথে প্রেমহার, দিব উপহার,
এ হৃদি আসনে বসি, হাস সখা সুধাহাসি,
প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, বাস তুমি একবার ॥

[পুনর্ব্বার গানের লয় ভঙ্গ হইল]

ইন্দ্র। [সক্রোধে]
আরে আরে গর্ব্বিত অপ্সরাগণ!
বারংবার লয়ভঙ্গ সুরেন্দ্র-সভাতে?
দূর হও স্বর্গ হ'তে আজি,
মর্ত্তপুরে করগে বসতি।

১ম অপ্সরা। [সভয়ে] রক্ষ' রক্ষ' ত্রিদিব-ঈশ্বর,
জ্ঞানহীন অবলা আমরা।

[ইন্দ্রের পদতলে অপ্সরাগণের পতন]

নারদ। সুরপতির বাক্য অব্যর্থ। আজ হ'তে তোমরা মর্ত্তলোকে গিয়ে বাস কর। মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের করস্পর্শে শাপমোচন হবে।

[অপ্সরাগণের ম্লানমুখে প্রস্থান।

ইন্দ্র। অমোঘ দেবর্ষি বাক্য,
পাইলাম জ্বলন্ত প্রমাণ।

নারদ। আসি, সুরনাথ। প্রয়োজন মত আবার সাক্ষাৎ হবে। বৃথা চিন্তা পরিত্যাগ ক'রে স্ব-কর্ত্তব্যে মনোনিবেশ করুন। হরি, হরিবোল—হরিবোল।

ইন্দ্র। অদ্যকার মত সভাভঙ্গ।

[নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় দৃশ্য।

তপোবন-পথ।

কাষ্ঠভার মস্তকে বিভাণ্ডকের প্রবেশ।

বিভাণ্ডক। না বাবা, পারা যায় না। মানুষের দেহ ত? যাদের কথায় আছে যে, "শরীরের নাম মহাশয়, যা' সওয়াও তাই সয়," আরে কর্ম্মভোগ। শরীরের নাম ত যেন মহাশয় হ'ল, এদিকে যে কাঠ কাটতে কাটতে আমাশয় প্রভু এসে দেখা দিলেন, তার উপায় কি? কি ঝকমারিই করেছি বাবা! বামুনের ছেলে, বেশ ছিলুম, যজমান গৃহে দুটো ঘণ্টানাড়া দিয়েই নেড়ে আলোচাল গামছায় ক'সে বেঁধে গৃহে গমন। যেমন-তেমন ক'রে পরিবার প্রতিপালনের বাধা ছিল না। কি দুর্ব্বুদ্ধিই মাথায় চাপল। কেমন এক সংসারের অসারতা এসে এই মাথার মধ্যে ঢুকে বস্‌ল, সব ছেড়ে—সব ফেলে—চ'লে এলুম এসে এই নিবিড় বনের মধ্যে। সন্ধ্যে সকাল আপনার মাথা নাই, শয়তানী বেটী যেন দিবারাত্র আড়ে হাতে লেগেই রয়েছে। সূর্য্য মামা তামা তুলসী হাতে দিব্যি ক'রে আমাদের ছেড়ে চ'লে গেছেন আর এ দিকে মুখ দেখাচ্ছেন না। চন্দ্রমামাও তদ্রূপ। নিশিপালন ক'রে যে পূর্ণিমার অস্তিত্ব নিরূপণ করব, তা'রও উপায় নাই। কেন না, নিশিপালন আমাদের দিবারাত্রই করতে হয়। মা গঙ্গা ভাতের থালা হাতে ক'রে বহুদিন হ'তে পলায়ন করেছেন; গাছের মূল আর পাতার দ্বারাই পিত্তিরক্ষা হয়। হায়, হায়, আর জন্মে কত অধর্ম্মই করে এসেছিলেম, তাই এই কর্ম্মভোগ ভুগছি। মরণের জন্য সততই

নষ্ট ক'রে এই মর্ম্মকষ্ট ভোগ কর্‌ছি। শাস্ত্রে বলে, "শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্ম সাধনং," আগে শরীর, শেষে ধর্ম্ম। তা' ত শরীরের মধ্যে ও এই চর্ম্ম মাত্র অবশিষ্ট আছে। ইষ্ট চিন্তা যা' করি, তা' এর দ্বারাই স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। হচ্ছে—কেবল বনের বৃক্ষচ্ছেদ। খেদ র'য়ে গেল যে, ভগবানের রাজ্যে এ ভেদাভেদ কেন, আজ পর্য্যন্ত বুঝ্‌তে পার্‌লুম না।

ঘণ্টারামের প্রবেশ।

ঘণ্টারাম। [তোৎলা স্বরে] ত-ত-ত-তবু ভাল যে, ফির্‌লে।

বিভাণ্ডক। কতক্ষণ আর গেছি ?

ঘণ্টারাম। ও-ও-ওদিকে যে এ্যা-এ্যা-এ্যাক্‌বারে চ-চ-চটিতং।

বিভাণ্ডক। আমারও যে এদিকে ফাটিতং। মুখের কথা ত নয়, এই এতগুলি কাষ্ঠ ছেদন সোজা কথা না কি ? কথায় কাষ্ঠচ্ছেদন হয় না—লোহার কুড়ুল—কুড়ুল—

ঘণ্টারাম। কো-কো-কো-ক্রোধে চক্ষু র-র-রক্তিতং, স-স-সর্ব্বনাশ ঘ-ঘ-ঘটিতং। দা-দা-দাবানল জ-জ-জলিতং।

বিভাণ্ডক। তা' জল্‌লেও ত বাঁচ্‌তুম—সূর্য্যদেবের মুখ দেখ্‌তে পেতুম। ভস্ম হ'তে হ'বে—গরীব আমরাই।

ঘণ্টারাম। এখন সত্বর কর, পা-পা দুখানি চা চা চালিতং।

বিভাণ্ডক। পাখা নাই ত যে উড়ে যাব।

ঘণ্টারাম। উ-উ উড়ে না যাও, দৌ-দৌ দৌড়ে চল।

বিভাণ্ডক। অত মাথাব্যাথা নাই। না হয় ভস্ম হব।

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র। সাবধান, বিভাণ্ডক! বারংবার তোমার এরূপ ঔদ্ধত্য ক্ষমা কর্‌তে পার্‌ব না। জান না, আমি কে ? প্রতিপদে তোমার

কর্ত্তব্যের ক্রটী, প্রতিপদে তোমার ঔদ্ধত্য-প্রকাশ. একমাত্র শিষ্য ব'লেই এতদিন বিশ্বামিত্রের ক্রোধানল হ'তে তুমি রক্ষা পেয়ে আসছ।

[ঘণ্টারামের সভয়ে আপাদমস্তক কাঁপিতে লাগিল।

বিভাণ্ডক। [করযোড়ে] কি কর্ত্তব্য ক্রটী—কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছি, প্রভো?

বিশ্বামিত্র। কি, পুনরায় প্রশ্ন? যাযক্ত! তোর এই অবিনয়ের জন্য, সপ্তাহকাল নিরম্বু উপবাস ব্রতপালন। এ আদেশ লঙ্ঘনের পরিণাম ফল—ধ্বংস। ঘণ্টারাম, শীঘ্র ওই কাষ্ঠভারসহ আমার অনুসরণ কর।

[প্রস্থান।

ঘণ্টারাম। দাও দাদা, কা-কা-কাঠের বোঝাটা আমা-মার মা মা মাথায় দাও। মা-মাথায় ক'রে অ অ অনুসরণ করি, নইলে পরে ভ ভ ভস্মিতং হতে হ'বে। যে-যেরূপ অভিশাপ্য হ হ হইতং, কি কি দানি ঘটিতং।

[কাষ্ঠভার লইয়া প্রস্থান।

বিভাণ্ডক। সপ্তাহকাল নিরম্বু উপবাসের আদেশ হ'ল দেখ, আদেশ লঙ্ঘনে ধ্বংসের ব্যবস্থাও স্থির হ'য়ে রইল। মনে হচ্ছে, একরূপ দুইদিকেই ধ্বংসের ব্যবস্থা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আদেশ পালনেও ধ্বংস, আদেশ অপালনেও ধ্বংস। কেননা, সপ্তাহকাল নিরম্বু উপবাসে মানুষের দেহে প্রাণ থাকা অসম্ভব, আবার আদেশ লঙ্ঘনের ক্রোধানলে প্রাণ থাকাও অসম্ভব। যেমন এইরূপ ব্যবস্থা হ'ল, তাতে অবস্থাটা নিতান্তই শোচনী হ'য়ে দাঁড়াল, যা'হোক তা' হ'লো দেখছি, কায়ার মায়া কাটাতে বস্‌লাম। উপায়ান্তর যখন নাই, তখন যা' হবার তাই হ'কগে। ভবিতব্যতার দিকে চেয়েই পড়ে থাকি গে।

[নিষ্ক্রান্ত।

চতুর্থ দৃশ্য।

অযোধ্যা-রাজ-অন্তঃপুর।

শৈব্যার প্রবেশ।

শৈব্যা। মুহূর্ত্তের অদর্শনও রমণীর প্রাণে বিষাদ-ধারা ঢেলে দেয়। কেন, বিধি, রমণী-হৃদয়কে এত দুর্ব্বলতা দিয়ে গড়িয়েছ? এই দুর্ব্বলতার জন্যই রমণী সংসারে সুখ-শান্তি ভোগ কর্‌তে পারে না; এই দুর্ব্বলতার জন্যই প্রিয়জন চক্ষের অন্তরালে গেলে রমণী সংসার অন্ধকার দেখে, এই দুর্ব্বলতার জন্যই রমণী প্রতিপদে প্রিয়জনের অমঙ্গল চিন্তা ক'রে ব্যাকুলা হ'য়ে ওঠে। আজ মহারাজ মৃগয়ায় গমন করেছেন, তিলার্দ্ধকালও শান্তি পাচ্ছি না, নানারূপ কল্পিত অমঙ্গল উদিত হ'য়ে হৃদয়কে অস্থির ক'রে তুলেছে। অন্যমনা হ'বার জন্য কত চেষ্টা কর্‌ছি, কিন্তু কিছুতেই অন্যদিকে মন দিতে পার্‌ছি না। ওই যে কার পদশব্দ শুন্‌ছি, বুঝি—মহারাজ আস্‌ছেন। না, কই? কেউ ত না—মনের ধারণা। ওই আবার পদশব্দ, না এবারও কেউ নয়। ওই বহির্ভাগে সৈন্য-কোলাহল শোনা যাচ্ছে, এইবার নিশ্চয়ই আস্‌ছেন—এইবার নিশ্চিন্ত হলেম।

গোপালকে ক্রোড়ে লইয়া হরিশ্চন্দ্রের প্রবেশ।

হরিশ্চন্দ্র। দেখ মহিষি, অদ্যকার মৃগয়ায় কি এক অমূল্য রত্ন লাভ করেছি। একবার কোলে কর, তা' হ'লেই এই বালকের কি অসাধারণ স্নেহাকর্ষিণী শক্তি—পরিচয় পাবে [ক্রোড়ে হইতে নামাইয়া দিলেন।]

গোপাল। হাঁ বাবা, এই বুঝি আমার মা ? [শৈব্যার প্রতি] মা ! মা ! আমি কখনো মায়ের কোলে উঠি নি, আমায় একবার কোলে কর না, মা !

শৈব্যা। [গোপালকে ক্রোড়ে লইয়া] তোমার বুঝি মা নাই, বাবা ?

গোপাল। এতদিন জান্‌তেম, আমার মা-ও নাই, বাবাও নাই ; কিন্তু আজ দেখ্‌ছি, আমার মা-ও আছেন, বাবাও আছেন।

হরিশ্চন্দ্র। সম্ভবতঃ অতি শৈশবেই বালক মাতৃপিতৃহীন হয়েছিল।

গোপাল। তা' হ'বে, আমি তা' জানি নি। আমায় ত কেউ ব'লে দেয় নি ?

শৈব্যা। তবে এতদিন কা'র কাছে ছিলে, বাবা ?

গোপাল। কার কাছে ? তা' অনেকের কাছে ছিলুম। এক জনের কাছে ত ঠিক্ হ'য়ে সব সময় থাকি নি ; কখনো গাছের কাছে, কখনো লতার কাছে, কখনো সাপের কাছে, কখনো বাঘের কাছে, কখনো বা হরিণের কাছে, কখনো বা পাখীর কাছে, এইরূপ অনেকের কাছে—কত নাম আর কর্‌ব ?

হরিশ্চন্দ্র। এ ভিন্ন বালকের নিকট হ'তে অন্য পরিচয় আমিও পাই নি। আশ্চর্য্যের বিষয়, ওই বালক যথার্থই এক ভীষণ ব্যাঘ্রের সঙ্গে ব'সে খেলা কর্‌ছিল, সেই ব্যাঘ্রকে বিতাড়িত ক'রে ওই বালককে নিয়ে এসেছি। আমার বোধ হয়, ওই বালকের জীবন-রহস্য কোন অলৌকিক ব্যাপারে জড়িত আছে। ভবিষ্যতে হয় ত সে রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটিতও হ'তে পারে।

শৈব্যা। জানি না, মহারাজ, এ বালকের সত্য পরিচয় কি ? কিন্তু কোলে করামাত্র কেমন এক মোহে যেন আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছি।

প্রাণের রোহিতাশ্ব—হৃদয়ের যে স্নেহ-রাজ্য অধিকার ক'রে ব'সে আছে, এ বালকও তেমনি মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই স্থান অধিকার ক'রে ফেলেছে। বাবা। তোমার কোন নাম আছে ?

গোপাল। হাঁ মা, আছে। আমার নাম, গোপাল।

শৈব্যা। এ নাম কে রেখেছে, গোপাল ?

গোপাল। বনের মধ্যে একজন ঋষি আমায় এ নাম রেখেছেন।

শৈব্যা। নামটী বেশ—গোপাল।

গোপাল। মা। তোমাদের বাড়ীখানা ত বেশ সুন্দর দেখ্‌তে! যেদিকে তাকাচ্ছি, সেইদিকেই যেন কেমন ঝক্‌ঝক্ কর্‌ছে। হাঁ বাবা, আমাকে তোমরা এই বাড়ীতে বরাবর থাক্‌তে দেবে ত ? কখনো তাড়িয়ে দেবে না ত ?

হরিশ্চন্দ্র। সে শক্তি কি আর রেখেছ, গোপাল ? দর্শনমাত্রই যে প্রাণ মন সমস্ত কেড়ে নিয়ে ব'সে আছ ? তাই ভাব্‌ছি যে, ভগবান্ আবার আমাদের জন্য কোন্ মায়াজাল বিস্তার কর্‌তে বস্‌লেন।

গোপাল। কি বল্‌ছ, বাবা ? ও সব কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে।

হরিশ্চন্দ্র। কে জানে, বালক, তুমিই বুঝ্‌তে পার্‌ছ না, না আমরাই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

গোপাল। আচ্ছা, মা। আমি এখানে কা'র সঙ্গে খেলা কর্‌ব ?

শৈব্যা। তোমার আর এক ভাই আছে, তার নাম রোহিতাশ্ব; তার সঙ্গে তুমি খেলা কর্‌বে।

গোপাল। তা' হ'লে বেশ হবে, আমি রোহিতাশ্বের সঙ্গে খুব ভাব ক'রে নেব, তা' হ'লেই আমায় ভালবাস্‌বে।

রোহিতাশ্বের প্রবেশ।

শৈব্যা। ওই যে রোহিতাশ্ব এসেছে।

রোহিতাশ্ব। বাবা! বাবা! কই মৃগয়া হ'তে আমার জন্য কি এনেছ? [গোপালকে দেখিয়া] মায়ের কোলে ও কে, বাবা?

হরিশ্চন্দ্র। ওর নাম গোপাল, মৃগয়া হ'তে আজ তোমার জন্য তোমার ওই আর একটি ভাই এনেছি।

শৈব্যা। তোমরা দুইজনে মিলে মেশা খেলা করবে।

রোহিতাশ্ব। একে যে কোথায় দেখেছি, মা, তাই ক'রে মনে করতে পারছিনে, হাঁ হাঁ—মনে পড়েছে মনে পড়েছে, কাল রাত্রিতে স্বপনের মধ্যে একে দেখেছি, ঠিক এই মুখ, এই চোখ। আমায় হেসে হেসে বল্লে, "আমি, ভাই, তোর সঙ্গে খেলা করতে এসেছি।" কেমন, না ভাই, সত্যি ক'রে বল দেখি?

শৈব্যা। রোহিতাশ্বের স্বপ্নে কেমন বিশ্বাস দেখুন, মহারাজ।

হরিশ্চন্দ্র। কে বলতে পারে, শৈব্যা, রোহিতাশ্বের এ স্বপ্ন যে নিতান্তই অমূলক। দৈবলীলা হৃদয়ঙ্গম করা মানব-শক্তির অসাধ্য।

গোপাল। [ক্রোড় হইতে নামিয়া] রোহিতাশ্ব! আজ হ'তে তুমি আমার ভাই, আমি তোমার ভাই, আজ হ'তে আমরা দু ভায়ে মিলে গান করব, আমি তোমায় ভালবাসব, তুমি আমায় ভালবেসো।

রোহিতাশ্ব, গোপাল।— গান।

মোরা দুটী ভায়ে প্রাণে প্রাণে যাব মিশিয়ে।
(হব) গলাগলি দুজনাতে, দিব হৃদয় খুলিয়ে।
এক সঙ্গেতে খেলা করব, এক সঙ্গেতে গা'ব,
এক সঙ্গেতে হাসব কাঁদব, এক সঙ্গেতে খা'ব,
এক বোঁটাতে দু' ভেয়েতে (কেমন) থাকব ফুটিয়ে।
বাসব ভাল, ভুলব না'ক জীবন গেলে,
সুখের স্রোতে ভেসে যাব দুজনায় মিলে,
হ'যে আপনহারা যাব মোরা উধাও হইয়ে।

হরিশ্চন্দ্র। দেখ্‌ছ, শৈব্যা, রোহিতাশ্বও গোপালের মায়া-মোহে মুগ্ধ হয়েছে।

শৈব্যা। যথার্থই যেন একবৃন্তে দুটী ফুলই ফুটে আছে। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে যে এত মাখামাখি ভাব হ'তে পারে, তা' আর কখনো কোথাও দেখ্‌তে পাই নি। ভগবান্‌ হরি। এ সংসার-তরুর শাখা-বৃন্তে যখন এমন দুটী ফুল ফুটিয়ে দিলে, তখন এই প্রার্থনা, যেন চির-দিনই এইরূপে এই দুটী ফুল ফুটে থাকে। দেখো যেন, হরি! কখনো এই দুটী ফুলকে বৃন্তচ্যুত ক'রে, এমন সাধের আনন্দময় কাননকে শোভা-হীন করো না।

গোপাল। মা! আজ বড় আমার ক্ষিধে পেয়েছে, আমায় কিছু খেতে দাওনা, মা!

রোহিতাশ্ব। চল মা, গোপালের সঙ্গে আমিও ব'সে খাব, আমারও ক্ষিধে পেয়েছে।

হরিশ্চন্দ্র। যাও মহিষি, দুজনাকে খেতে দাওগে।

[শৈব্যাসহ রোহিতাশ্ব ও গোপালের প্রস্থান।

না পারি বুঝিতে, কে এই গোপাল?
সামান্য গোপাল হ'লে,
হেন আকর্ষণ-শক্তি কেমনে সম্ভবে?
ব্যাঘ্রসনে খেলিতে গোপালে,
স্বচক্ষে জাগ্রতে আমি হেরিয়াছি আজি;
অসম্ভব হেন শক্তি মনুষ্য-বালকে।
মনে হয় যেন,
নহে শিশু সামান্য গোপাল;
গো-রূপা ধরণী যিনি করেন পালন,

সেই এই হইবে গোপাল।
কি জানি কোন্ লীলা প্রকাশিতে
করিছেন হেন লীলা লীলাময় হরি!
আমি কোন্ ছার
কি বুঝিব লীলাতত্ত্ব তাঁর?
কোন্ কার্য্য করিতে সাধন,
কোন্ সূত্ররূপে
কোন্ ছিদ্রে করেন প্রবেশ
সেই বৈকুণ্ঠের পতি,
মতিহীন অভাজন আমি,
কি সাধ্য আমার হায়,
প্রবেশিতে পারি সেই রহস্য-মন্দিরে!
কিন্তু—কিন্তু, এ কথা নিশ্চয়,
এ গোপাল নহে কভু সামান্য গোপাল।
বিষম সমস্যা, অনন্ত সংশয়,
অপার বারিধিসম অপার বিষয়।
কি জানি কি হয়,
ভয় হয়, অদৃশ্য ভবিষ্যদৃশ্য
কোন্ দৃশ্য দেখাবার তরে,
করে হেন মায়ার বিস্তার।
বৃথা ভাবি, জ্ঞানহীন নর,
যা' হবার হইবে নিশ্চয়।

[নিষ্ক্রান্ত।

পঞ্চম দৃশ্য ।

মন্দির-প্রাঙ্গণ ।

গীতকণ্ঠে ধর্ম্মদাসের প্রবেশ ।

ধর্ম্মদাস ।—

গান ।

ভবের হাটে দোকান পেতে কি ঝকমারি ক'রেছি ।
লাভের কোঠায় শূন্যি পেড়ে হতভম্ব হ'য়েছি ॥
ভাব্‌লেম মনে জম্‌বে রে পশার,
সংসারেতে কর্‌ব রে সুসার,
আশার ফাঁদে প'ড়ে শেষে করতে হ'ল হাহাকার ।
(হায় রে) করম দোষে আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মেরেছি ॥
সোণার দরে কাঁচ কিনিলাম,
মাটীর দরে কাঁচ বেচিলাম,
তবিল ঝেড়ে কাণাকড়ি একটি না পেলাম ;—
(এখন) মহাজনের দেনার দায়ে, চোখে আঁধার দেখেছি ॥

গোপালের প্রবেশ ।

গোপাল । হাঁ দোকানদার, তুমি কিসের দোকান পেতেছ গা ?

ধর্ম্মদাস । ঝকমারির শেষ—ঝকমারির শেষ !—
দিতে চাইনে সে সব নিকেশ ।

গোপাল । না দোকানদার, বলনা গা ?

ধর্ম্মদাস । কেন হচ্ছ নাছোড়বান্দা ?
আমার বাজার বড়ই মন্দা ।

গোপাল । শুধু তোমারই ?

ধর্ম্মদাস। শুধু আমার—শুধু আমার,
নইলে দুঃখে থাক্‌ত কি আর?

গোপাল। এ কেমন কথা গা? সবার বাজার চড়া যাচ্ছে, আর তোমার বাজার মন্দা যাচ্ছে? তা' হ'লে তুমি দোকানদারী জান না বুঝি? কারো কাছে শেখ নি বুঝি? এই নূতন দোকান পেতেছ বুঝি? কারো দোকানে কখনো থাক নি বুঝি? রাতারাতি বড়লোক হবার সাধ ছিল বুঝি?

ধর্ম্মদাস। এ যে দেখ্‌ছি টগ্‌রা ছেলে।
অনেক কথা ব'লে ফেল্লে॥
কি আর বল্‌বে, কি আর বল্‌ব,
সব গেছে লোকসান্‌।
কেবল, লাভের মধ্যে হ'তে হ'ল
একেবারে হায়রাণ॥

গোপাল। তাই বুঝি পাগল হয়েছ?

ধর্ম্মদাস। পাগল হ'লেও সত্যি নটে গা নয়কো গোল।
মগজ্‌ নেড়ে দেখ্‌ছি আমি, মাথায় যত গোল॥

গোপাল। তোমার আর কে আছে?

ধর্ম্মদাস। এই জগৎ ঘুরে দেখ্‌লাম আমি,
আমার কেউ ত নাই।
'আমি' গেলেই গোল ঘুচে যায়,
'আমি' ভুলে যাই॥

গোপাল। তোমার বাড়ী?

ধর্ম্মদাস। যখন যেথা থাকি আমি,
তখন সেথা বাড়ী।

একটি বেলাও কখন কোথাও,
চড়াই নি ত হাঁড়ী॥

গোপাল। কোথা খাও তবে?

ধর্ম্মদাস। জগতের লোক খাওয়াচ্ছে যে,
তারই কাছে খাই।
খাবার ভাবনা কিছুমাত্র,
নাই গো আমার নাই॥

গোপাল। জগতের লোককে কে খাওয়াচ্ছে গা? তা'কে তুমি দেখেছ? তা'কে তুমি চিনেছ?

ধর্ম্মদাস। দেখ্‌তে পেলে, চিন্‌তে পেলে,
চিন্তা থাকৃত কি?
পাই নি খুঁজে, কোথায় সে যে,
তাই ত ঘুরিছি।

গোপাল। কোনও বনে বুঝি তবে লুকিয়ে আছে।

ধর্ম্মদাস। বন-জঙ্গল পাহাড়-পর্ব্বত,
খুঁজ্‌তে বাকী নাই।
(এখন) কোথায় গেলে পাব তারে,
ব'লে দেনা, ভাই॥

গোপাল। আমি যে ছেলে মানুষ, আমি তা'কি জানি? আমি কি ক'রে বল্‌ব?

ধর্ম্মদাস। ধ্রুব প্রহ্লাদ ছেলে মানুষ,
তা'রাই জান্‌ত তারে।
বুড়োর বাপের সাধ্য কি যে
তা'রে গিয়ে ধরে॥

ছেলে দেখ্লেই ভোলে সে যে
ছেলের ভালবাসে।
ছেলের সঙ্গে খেলে নাচে,
ছেলের সঙ্গে হাসে॥
ছেলে দিলে বিষ ভাবে
সুধা ব'লে খায়।
ছেলে পেলে সে ত কভু
আর কারে না চায়॥
তাই ত ছেলে তোমায় দেখে
বেড়েছে মোর আশ।
ছাড়্ব না আর তোমায় ছেলে,
যতক্ষণ মোর শ্বাস॥
(আমার) প্রাণ বলেছে তুমি যেন
চেন তা'রে ভাল।
(এখন) সত্য ক'রে একবার তুমি
কোথায় সে মোর বল।

গোপাল। আচ্ছা, তুমি আমার কাছেই থাক, তাকে তোমায় দেখিয়ে দেবো।

ধর্ম্মদাস। তোমার মিষ্টি কথা শুনে আমি
ভুলে আছি, ভাই।
কোথায় থাক, কি কাজ কর,
নামটি কি, সুধাই॥

গোপাল। নামটা আমার গোপাল, আমি এই মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের বাড়ীতে থাকি। কাজের মধ্যে আমি তার ছেলের সঙ্গে খেলা করি।

ধর্ম্মদাস। তারও নাম গোপাল, আমার
বেশ হ'ল ত তবে।
এই গোপাল হ'তে দেখ্‌ছি আমি,
গোপাল মিলে যাবে॥

রোহিতাশ্বকে ক্রোড়ে লইয়া হরিশ্চন্দ্রের প্রবেশ।

হরিশ্চন্দ্র। এই যে বাবা গোপাল, তুমি এখানে? রোহিতাশ্ব যে তোমায় না দেখে কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছিল।

গোপাল। এই যে ভাই, আমি এখানে, তুমি ঘুমিয়ে ছিলে ব'লে আমি ডেকে আনি নি।

হরিশ্চন্দ্র। যাও বাবা রোহিতাশ্ব, তুমি গোপালের কাছে যাও।

রোহিতাশ্ব। [অভিমানে] না বাবা! আমি আর গোপালের কাছে যাব না, গোপালের সঙ্গে আর কোন খেলাও কর্‌ব না—গোপাল বড় দুষ্টু!

হরিশ্চন্দ্র। গোপাল দুষ্ট, না তোমার ওই অভিমান, বাবা? [স্বগত] জানি না গোপাল, তুমি কি শক্তিতে রোহিতাশ্বকে মোহিত ক'রে ফেলেছ!

গোপাল। এই যে ভাই, আমি তোমার হাত ধরেছি। [হস্তধারণ] আমায় ক্ষমা কর—বাবার কোল থেকে নামো।

রোহিতাশ্ব। [নামিয়া] এই যে নেমেছি, গোপাল। [গোপালের কণ্ঠবেষ্টন]

হরিশ্চন্দ্র। [স্বগত] আশ্চর্য্য ব্যাপার! যতই দেখ্‌ছি, ততই বিস্মিত হচ্ছি। স্পর্শমাত্রেই রোহিতাশ্বের সব অভিমান কোথায় যেন চ'লে গেল!

ধর্ম্মদাস। দু'জনেতে গলাগলি দেখতে মন্দ নয়।
এইরূপেতেই মায়ার বাঁধন শক্ত হ'য়ে রয়॥

গোপাল। বাবা, ইনি একজন সাধু পুরুষ। ইনি যেন কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছেন, তাঁকে পাচ্ছেন না।

হরিশ্চন্দ্র। কি নাম মহাত্মার ?

ধর্ম্মদাস। ধর্ম্মদাস নামটি বটে
কিন্তু কর্ম্মদোষে ঘুরি।
খুঁজি যাকে, পাই নে তাকে,
তাই ত বিপদ্ ভাবি॥

গান।

খুঁজি যারে—পাই নে গো তারে,
দুঃখের কথা বল্‌ব আর কারে।
আমার ঘুরে ঘুরে জনম গেল,
তবু রইলেম ঘোর আঁধারে॥
ধরি ধরি—ধরতে নারি, কত জানে যে লুকোচুরি,
আমার প্রাণটা যেন ক'রে চুরি,
কোথা লুকাল ফেলে আমারে।
যা' ছিল মোর নিয়ে গেছে, খালি ঘর মোর প'ড়ে আছে,
(এখন) কিসের তরে র'ব গো বেঁচে,
থাক্‌ব না আর ভব সংসারে॥

হরিশ্চন্দ্র। বুঝেছি ধর্ম্মদাস, তোমার গানের মর্ম্ম বুঝেছি, তুমি যথার্থই ধর্ম্মদাস, আমরা কেবল কর্ম্মদাস মাত্র। সংসার কঠোর নিগড়ে বদ্ধ-পদদ্বয় আমরা—সে পথের দিকে অগ্রসর হ'তে পারি না; তুমি সে পথের অনেক দূর অগ্রসর হয়েছ। তুমি যে ধনের অন্বেষণে সংসার ত্যাগ করেছ, আমরা কিন্তু সে ধনের অন্বেষণ না ক'রে, অন্য

ধনের জন্য সংসার-চক্রে দিবানিশি কেবল ঘুর্ণিত হচ্ছি। তুমি উন্মুক্ত বিহঙ্গ, আমরা মায়াবদ্ধ প্রজ্বলিত অনলে পতনোন্মুখ পতঙ্গ। তুমি তোমার প্রাণপাখীকে প্রাণের বস্তু পাবার জন্য উধাও ক'রে উড়িয়ে দিয়েছ; আর আমরা আমাদের প্রাণপাখীকে পিঞ্জরাবদ্ধ ক'রে মান-মন্দিরের একপার্শ্বে অতি নিভৃতে রক্ষা ক'রে ব'সে আছি। তাই বল্‌ছি ধর্ম্মদাস, আমার বিশ্বাস যে, তুমি কখনই সে ধনে বঞ্চিত হবে না। তোমার সঞ্চিত পুণ্যরাশির বিমল জ্যোতিঃ শীঘ্রই সেই জ্যোতির্ম্ময় রত্নকে লাভ ক'রে জগতে তোমাকে যতিরূপে প্রকাশিত কর্‌বে। তুমি নিরাশ হয়ো না—শত বাধাবিঘ্ন গ্রাহ্য করো না; যে স্রোতে ভেসে পড়েছ, সেই স্রোতে ভেসে ভেসে চ'লে যাও। সম্মুখেই তোমার অনন্ত অসীম বারিধি বিদ্যমান্ দেখ্‌তে পাবে।

ধর্ম্মদাস। তুমিই রাজা—রাজা বটে,
(কিন্তু) মায়ার রাজ্যের নয়।
এই ধর্ম্মরাজ্যের রাজা তুমি,
বুঝেছি নিশ্চয়॥

রোহিতাশ্ব। হ্যাঁ ভাই গোপাল, এর সঙ্গে তোমার ভাব আছে?

গোপাল। আগে ছিল না, আজ হয়েছে।

রোহিতাশ্ব। তুমি ওকে ভালবাস?

গোপাল। উনি আমাকে ভালবাসেন।

রোহিতাশ্ব। তুমি ভালবাস না?

গোপাল। আমি ভক্তি করি।

হরিশ্চন্দ্র। ধর্ম্মদাস, আজ হ'তে তোমার বাসস্থান, এই ঠাকুর বাড়ীতেই নির্দ্দিষ্ট রহিল। কঠোর রাজকার্য্যের অবসরে তোমার মুখে তত্ত্বকথা শ্রবণ ক'রে নীরস জীবনকে সরস করব।

ধর্ম্মদাস। থাকতে হবে, হেথায় আমায়
গোপাল দিয়েছে আশা।
আশার রতন, পাব ব'লে
কর্‌লেম হেথা বাসা।

হরিশ্চন্দ্র। [স্বগত] না, আর গোপালকে সাধারণ গোপাল ব'লে ভাবা যায় না। আমরা না হয় মায়ামুগ্ধ জীব, কিন্তু আজ এই মুক্ত পুরুষ ধর্ম্মদাস যখন বালক গোপালের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করতে পেরেছেন, তখন নিশ্চয়ই এই গোপাল সাধারণ গোপাল নয়।

গোপাল। বাবা, চুপ ক'রে কি ভাব্‌ছেন?

হরিশ্চন্দ্র। ভাব্‌ছিলে গোপাল, তোমায় বুঝ্‌তে চেষ্টা কর্‌ছি, কিন্তু বুঝ্‌তে দিচ্ছ না।

গোপাল। কি বুঝ্‌তে দিচ্ছি না, বাবা?

হরিশ্চন্দ্র। তুমি যে কে, তাই বুঝ্‌তে দিচ্ছ না।

গোপাল। কেন বাবা, এতদিন এখানে রয়েছি, তবু আমায় বুঝ্‌তে পার্‌লে না?

হরিশ্চন্দ্র। কই আর পার্‌লেম।

গোপাল। আমার উপরে সন্দেহ হয়?

হরিশ্চন্দ্র। খুব হয়।

গোপাল। কিসের সন্দেহ, বাবা?

হরিশ্চন্দ্র। কিসের সন্দেহ, তা'ও ভাল ক'রে তোমায় বুঝিয়ে উঠ্‌তে পার্‌ছি না। সেই প্রথম দর্শন হ'তেই তোমার সম্বন্ধে এ যাবৎ অনেক তর্ক-বিতর্ক ক'রে আস্‌ছি, কিন্তু কিছুতেই স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হতে পার্‌ছিনে। তোমার বিষয় যখনই ভাব্‌তে যাই, তখনই যেন কি এক ভ্রান্তির গাঢ় আবরণ আমার চিন্তা-শক্তিকে আচ্ছন্ন ক'রে

ফেলে। সব যেন কেমন ভাসা-ভাসা, সব যেন কেমন অন্ধকারময়, সব যেন কেমন এক কুহেলিকাচ্ছন্ন, সব যেন কেমন এক অপার দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়—স্বপ্নময়—তন্দ্রামেদুর—বিষম সমস্যাজাল-সমাচ্ছন্ন—বিষম সংশয়-যবনিকাপরিবেষ্টিত। সে বিষম সমস্যা ভঞ্জন—সে যবনিকা উত্তোলন না করতে পারলে, যথার্থই গোপাল, তোমার সম্বন্ধে আমি যে সন্দেহ হৃদয়ে পোষণ ক'রে এসেছি, সে সন্দেহের আর অপনোদন করতে পারব না, কিন্তু—কিন্তু গোপাল, সে সন্দেহ বুঝি, আর ভাঙ্গতে পারলেম না।

গোপাল। কি বলছেন, বাবা? আমিও কিছু বুঝতে পারলুম না।

হরিশ্চন্দ্র। জানি গোপাল, ভোলাতে হ'লে তুমি এমনি ক'রে ভোলাও; ডোবাতে হ'লে তুমি এমনি ক'রে ডোবাও; রাখতে হ'লে, এমনি অন্ধকারেই রাখ, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে কবে দাঁড়িয়েছে, না দাঁড়াতে পেরেছে? কে কবে শক্তি প্রকাশ করতে পেরেছে? তাই বলছি গোপাল, ভোলাও আমাকে—তেমনি ক'রে আমাকে ভোলাও! ডোবাও আমাকে—তেমনি ক'রেই ডোবাও। রাখ আমাকে—তেমনি ক'রেই অন্ধকারে রাখ। আর আমার এ ভুল ভাঙ্গতে চাই না—আর চোখ মেলতেও চাই না। চাই—কেবল তোমাকে, চাই—কেবল তোমার পিতৃসম্বোধন শুনতে, চাই—কেবল তোমার সত্য গোপালভাব দেখতে।

ধর্ম্মদাস। আমারও কেমন খট্‌কা ছিল,
কে এই গোপাল বটে।
(এখন) বুঝতে পেলেম, চিনতে পেলেম,
এ সেই গোপালই বটে॥

গোপাল। তা' হ'লে তুমি তোমার গোপালকে পেয়েছ? [হাস্য]

ধর্ম্মদাস। তুমিই একবার বল দেখি,
তুমি সেই বটে কি না?
তোমার মুখে শুন্‌তে পেলে
আর ধাঁধাঁ থাক্‌ত না॥

রোহিতাশ্ব। হাঁ ভাই গোপাল, তোমার মত কি আমার আর কোনও গোপাল আছে না কি? সে-ও কি তোমার মত ভালবাসে? জানে? আমায় যদি দেখে, তা' হ'লে কি তোমার মত সে ও আমাকে ভালবাস্‌বে?

গোপাল। কি জানি, ভাই! আমি ত আর কোন গোপাল জানি না, আমি ত জানি আমিই একমাত্র গোপাল। তবে ইনি কোন গোপালের কথা বল্‌ছেন, তা' উনিই জানেন।

ধর্ম্মদাস। ঠিক বলেছ—ঠিক বলেছ
আর গোপাল ত নাই।
(ওই) এক গোপালেই জগৎ জোড়া
দেখ্‌ছি এখন তাই॥

হরিশ্চন্দ্র। গোপাল!

গোপাল। কি বাবা?

হরিশ্চন্দ্র। কতদিন আর এমনি ব'সে চিত্তবিনোদন করবে, গোপাল?

গোপাল। কেন বাবা! এ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন কেন?

হরিশ্চন্দ্র। কেন কর্‌ছি গোপাল, তুমি বুঝ্‌তে পারছ না?

গোপাল। কেন বাবা, আজ আপনি এমনভাবে কথা বল্‌ছেন? বাবা! বাবা! আমি যে আপনার গোপাল—আপনি যে আমার বাবা।

হরিশ্চন্দ্র। [স্বগত] আবাব ভুলে গেলেম, আবার ভুলিয়ে দিলে, গোপাল! এতক্ষণ তোমাব সম্বন্ধে যে ধারণা হৃদয়ে পোষণ কর্‌ছিলেম, সে সব যেন কোথায় ভেসে গেল! আবাব তুমি আমার যেমন গোপাল—তেমনি গোপাল, আবাব তুমি আমাব রোহিতাশ্বের যেমন সখা—তেমনি সখা; মুহূর্ত্তপূর্ব্বে যে স্নেহ-সবোবরে ভক্তির কমল ফুটে উঠেছিল, আবাব সেই ভক্তির পবিবর্ত্তে স্নেহের শতদল বিকশিত হ'য়ে উঠ্‌ল। আব সে ভক্তিব পথে পদার্পণ কব্‌ব না, স্নেহেব শীতল সলিলে একবাবে ডুবে যাব—আর কূলেব দিকে ফিবে চাইব না।

গোপাল। [জনান্তিকে] ভাই বোহিতাশ্ব! বাবা আমার উপরে সন্দেহ কব্‌ছে, আব আমাকে তোমাদের বাড়ীতে থাক্‌তে দেবে না। আমি তবে কোথায় যাব, ভাই? আমি আব কা'কে গিয়ে 'বাবা' বল্‌ব, ভাই? আমি আব কোথায় গিয়ে কা'কে মা ব'লে প্রাণ জুড়াব, ভাই? আব কোথায় গিয়ে তোমাব মত প্রাণেব সখা মিলাব, ভাই? [কৃত্রিম রোদন]

রোহিতাশ্ব। বাবা! বাবা! তুমি কেন আজ গোপালেব উপবে সন্দেহ করছ? গোপাল যে তা' হ'লে এখানে থাক্‌বে না, বাবা! তা' হ'লে আমি কা'র সঙ্গে খেলা করব? কে আর আমায় এমন ক'রে ভালবাস্‌বে, বাবা? বাবা। বাবা। তুমি গোপালের উপর রাগ করো না। গোপালকে কোলে কব, বাবা; গোপাল তা' হ'লে খুব সন্তুষ্ট হবে।

গোপাল। বাবা! বাবা। আমায় কোলে কর বাবা, আমি তোমার অধম ছেলে—আমাব আব কেউ নাই, বাবা!

হরিশ্চন্দ্র। [উচ্ছ্বাস ও আবেগভরে] আয়—আয় গোপাল! আমার কোলে আয়। আয়—আয় গোপাল, আমার তপ্তবক্ষে তুষারধারা ঢেলে দে। [গোপালকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন]

ধর্ম্মদাস। বাপে বেটায় মাখামাখি

আমি পড়্‌লুম ফাঁকে।

আমার খালি কোল, বইল খালি

আমি কোলে করি কা'কে?

গোপাল। কেন আমাকে? [ক্রোড় হইতে অবতরণ]

ধর্ম্মদাস। আয় কোলে আয়, প্রাণের গোপাল,

কোলে ক'রে রাখি।

আমার আঁধার ঘরে রবির কিরণ

পড়ে কি না দেখি॥ [ক্রোড়ে গ্রহণ]

আহা-হা, বুক জুড়াল, প্রাণ জুড়াল,

হৃদয় শীতল হ'ল।

প্রাণের মালিক প্রাণের সনে

গাথা হ'য়ে গেল॥

রোহিতাশ্ব। আমার প্রাণের সখা গোপালকে সবাই ভালবাসে, সবাই কোলে করে, সবাই আদর করে! বাবা! বাবা! বাবা! দেখ—দেখ গোপালকে উনিও কোলে করেছেন, তবে তুমি আর গোপালের উপরে রাগ করবে না?

হরিশ্চন্দ্র। [স্বগত] হা সরল হৃদয় কোমলপ্রাণ বালক। গোপালের উপরে আমি রাগ করি? প্রাণের গোপালকে প্রাণের কোন্ অন্তঃস্তরে রেখেছি—তুমি বালক, বুঝ্‌তে পার্‌বে না।

গোপাল। বাবা! রোহিতাশ্বকে কোলে করুন, [হরিশ্চন্দ্র রোহিতাশ্বকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন] আমরা সকলে এইভাবে চলুন, মায়ের কাছে যাই, তা' হ'লে মা আমার, খুব খুসী হবেন।

হরিশ্চন্দ্র। তাই চল যাই, গোপাল। [সকলে নিষ্ক্রান্ত।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রাজপথ।

ফুলের সাজি হস্তে গীতকণ্ঠে ময়না মালিনীর প্রবেশ।

গান।

ময়না।— আমি জুগিয়ে বেড়াই ফুল পাড়ায়, পাড়ায়।
আমার এই ফুলের ডালি—দেখ্‌লে খালি,
পাড়ার ফচ্‌কে ছোঁড়াগুলি কেবল আমায় জ্বালায়॥

গীতকণ্ঠে রাজভৃত্য মাখনলালের প্রবেশ।

মাখন। খালি কি তুই ফুল নিয়ে ফিরিস্,
আড়নয়নে নয়না-বাণ কেন লো হানিস্।

ময়না। আঃ মলো যা, আঃ মলো যা। কেন তুই পেছনে ফিরিস্।

মাখন। ও মাইরি লো প্রাণ-সজনি প্রাণে মেরেছিস্।

ময়না। ইস্, ইস্, ইস্,

মাখন। কেন মারিস্, মারিস্,

ময়না। বেশ, জানিস্, জানিস্, তবু কেন আসিস্,
তবু কেন আসিস্।

মাখন। তোর মুচ্‌কি হাসি প্রাণের ফাঁসি কেন গো পরাণ গলায়।

[উভয়ে নৃত্যগীত]

ময়না। দেখ্ মাখ্‌না, তুই পথে ঘাটে—সব সময়ে আমার পেছু লাগিস্ কেন বল্ ত ?

মাখন। দেখ্ ময়না, তুই বা পথে ঘাটে—সব সময়ে অমন তোর চাঁদমুখখানি নিয়ে মিছরি-কাটা মুচকি হেসে বেড়িয়ে বেড়াস্ কেন বল্ ত ?

ময়না। আঃ মরণ আর কি! আমি ময়না মালিনী, আমি পাড়ায় পাড়ায় ফুল জুগিয়ে বেড়াই, তা'তে তোর মুণ্ড ঘুরে যায় কেন, রে মুখপোড়া?

মাখন। আ মরি মরি, কি মিষ্টি বোলে রে! মরে যাই আর কি! চাঁদের সুধা কোথায় লাগে!

ময়না। মরণ দেখনা! চাঁদের সুধা খেতে এলো আমার কাছে, আর জায়গা পেলে না!

মাখন। দেখ্ ময়না! আমায় দেখ্লে তুই অমন ফোঁস্ ক'রে উঠিস্ কেন বল্‌ত? আমি তোকে এত ভালবাসি, তুই আমাকে দেখ্লে দাঁত মুখ ছিরকুটে কেমন-যেন হ'য়ে পড়িস্! তুই যে আমার ময়না পাখীর ময়না! তোকে যে আমি আমার প্রাণের পিঞ্জরের ভিতরে পুরে রেখেছি, রে ময়না! ওরে ময়না রে—ময়না, আর দুঃখু যে আমার সয় না রে—সয় না!

ময়না। মিন্‌সে! পাগল হ'লি নাকি রে?

মাখন। তোর তরেই পাগল হয়েছি, রে ময়না! তোর তরেই পাগল হয়েছি!

ময়না। এইবার দেখ্ছি বেড়ী পরাতে হবে।

মাখন। তা' কি বাকি রেখেছিস্, ময়না? সে ত অনেক দিন আগেতেই পরিয়ে রেখেছিস্।

ময়না। আচ্ছা মাখনা, তুই সত্যি ক'রে আমায় ভালবাসিস্?

মাখন। তা' কি আজও বুঝ্তে পারিস্‌নি, রে ময়না? তোর তরে আমি প্রাণ দিতে পারি।

ময়না। অমন মুখে-মুখে কত জন প্রাণ দেয়!

মাখন। ময়না, তুই দেখ্‌বি? এই দেখ্—দেখ্—এক্ষুণই—

ময়না। বুকে ছুরি দিবি, না গলায় দড়ী পর্‌বি ?

মাখন। কোন্‌টায় তোর সাধ, ময়না ?

ময়না। না বাপু, আমার কোনটাতেই সাধ নেই। তুই অপমৃত্যু মর্‌বি, আর কিম্ভুতকিমাকারের মত প'ড়ে থাক্‌বি, শেষটা ভূত হ'য়ে আমার ঘাড়ে পড়্‌বি ; সে আমি পার্‌ব না, বাপু।

মাখন। তবে তুই আমায় ভালবাস, এতটুকু—এই এক্‌রত্তি, তার বেশী চাইনি, তা' হ'লেই আমার স্বর্গ।

ময়না। আচ্ছা, কাল থেকে ভালবাস্‌ব, আজ স'রে যা, বেলা হ'য়ে গেছে ; রাণী-মার আজ বসন্তোৎসব, তাই এই সব ফুলের মালা গেঁথে নিয়ে যাচ্ছি।

মাখন। সত্যি বল্‌ছিস্, কাল থেকে ভালবাস্‌বি ? খুব—

ময়না। হাঁরে, হাঁ—তুই এখন যা।

মাখন। আচ্ছা, কেমন ক'রে ভালবাস্‌বি বল্ ত ? মাইরি, তোর পায়ে পড়ি, বল্।

ময়না। ভাল যখন বাস্‌ব, তখন দেখ্‌তে পাবি।

মাখন। না ময়না, আমার দিব্যি, আজ তুই তার একটু নমুনা আমাকে দেখিয়ে যা।

ময়না। আঃ গেল যাঃ। মিন্‌সে একেবারে ক্ষেপে উঠ্‌লো যে!

মাখন। হাঁ ময়না, আর তোর তরে আমি জ্যান্তে ম'রে আছি। রাত্তির বেলায় বুকের জলে চোখ ভেসে যায়, আর পেট্ ফেঁপে চুয়া ঢেকুর উঠ্‌তে থাকে।

ময়না। এই বুঝি তোর ভালবাসার লক্ষণ, মুখপোড়া ?

মাখন। তবে তুই ব'লে দে, কেমন ক'রে ভালবাসা দেখানো যায়।

ময়না। তা' আবার বুঝি ব'লে দিতে হয় ?

মাখন। তবে কি 'ময়না' 'ময়না' ক'রে পথে পথে চেঁচিয়ে বেড়াতে ভালবাসা দেখান হবে ?

ময়না। তা' হ'লে লোকে কি বল্‌বে ?

মাখন। তবে কি দম আট্‌কে চোখ বুজে ঘরের ভিতর মড়ার মত প'ড়ে থাক্‌ব ?

ময়না। যা, তাই থাকিস্।

মাখন। ঘরে দোরে খিল দিয়ে ?

ময়না। হাঁ।

মাখন। কেউ ডাক্‌লে সাড়া দেবো না।

ময়না। কিছুতেই না।

মাখন। এই আজ থেকে তবে আরম্ভ করব ?

ময়না। যা—যা— মিছে বক্‌তে পারি নে, আমি যাই।

[গমনোদ্যত।

মাখন। আর একটুখানিক্ দাঁড়া, ময়না।

গান।

ময়না। সর্—সর্—পথ ছেড়ে দে, ওরে মাখ না মুখপোড়া।
মাখন। তোর পায়ে ধরি, মিনতি করি,
(ময়না) একটুখানিক্ দাঁড়া দাঁড়া॥
ময়না। আমার কাজে বড়ই তাড়া,
শুকিয়ে যাচ্ছে, ঝ'রে পড়ছে ফুলের তোড়া।
মাখন। পীরিত ফেলে বল্‌না, ময়না, কিসের এত কাজের তাড়া॥

[নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অযোধ্যা-রাজসভা।

হরিশ্চন্দ্র, মন্ত্রী ও সেনাপতি বীরেন্দ্রসিংহ আসীন।

স্তুতিপাঠক বালকগণের স্তুতিপাঠ করিতে করিতে প্রবেশ।

বালকগণ।—

গান।

জয় জয় জয় নৃপকুলতিলক।
পরম পবিত্র-চরিত্র, হে প্রজাপালক॥
তুমি শ্রবণ তপন-তুল্য তাপন,
শীতল সুধাংশু সম সুমোহন,
রিপুনাশন, শর-শরাসন-ধারণ বীরবর হে,
দুঃখ-সন্তাপনাশন ছায়াশীতল তরুবর হে,
হে পুণ্যচেতা ধর্ম্ম-দণ্ডধারক।

হরিশ্চন্দ্র [স্বগত] মায়াময় বিশ্ব-নিকেতন!
বদ্ধ জীব মায়ার শৃঙ্খলে,
তাহে পুনঃ রাজত্ব কারণ
কঠিন শৃঙ্খলে বদ্ধ নৃপতি-চরণ।
পরভাগ্যজীবী চাটুকারগণে
তোষামোদে তোষে সদা নৃপতি-হৃদয়;

সদা স্তাবকগণের মিথ্যা-স্তুতিপাঠে
তুষ্ট সদা নৃপকুল—হয় আত্মহারা ;
গর্ব্ব-গিরিচূড়ে করি' আরোহণ,
উন্নত কিরীটমণি দীপ্ত শিরোদেশে,
তুচ্ছ করি' ইন্দ্রত্ব-গৌরব,
বিস্মরিয়া নরত্ব নশ্বর,
ঈশ্বরত্ব পোষিয়া অন্তরে,
লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নৃপ কুহক-স্বপনে ;
কিন্তু ভুলে যায় হায় রে তখন,
কেবা আমি—কোথা আমি—কোথায় এসেছি !
রক্তমাংস-সংগঠিত পঞ্চভূতময়
কৃমি-কীট-মূত্র-পুরীষ-পূর্ণিত
ঘৃণিত মানব দেহ,
একদিন ধ্বংস-গর্ভে হইবে পতিত ;
তবু হায়—ভুলে যায়—ভুলে যায় নর,
একবার নিভৃতে বসিয়া
নিশ্চিন্তে চিন্তে না কভু স্থিরচিত্ত হ'য়ে
বিধির সৃজিত এই মানব-মণ্ডলী—
উচ্চ নীচ ভেদাভেদ কিছুমাত্র নাই ;
রাজা প্রজা, বিজিত বিজেতা,
এ সম্বন্ধ কভু নহে নির্দ্দিষ্ট ধাতায় ;
একই উপাদানে সৃষ্ট নিখিল মানব ;
তবে কেন কেহ প্রভু, কেহ ভৃত্য ভাবে ?
হায় ! হায় ! এই ভেদ ভাব

ভবমাঝে যদি না রহিত,
হাসি কান্না, সুখ দুঃখ যদি না থাকিত,
ছার্ রাজ্য—পশুত্ব গৌরব!
তুচ্ছাদপি অতি তুচ্ছ!
হীন হ'তে অতি হেয়—জলবুদ্ বুদ সমান
এই ওঠে—এই ছোটে, তখনি মিশায়!
জলদে বিজলী খেলি' তখনি মিশায়!
নিশার স্বপন সম তখনি ফুরায়!
এই রত্ন-সিংহাসন, এই রাজ-ছত্র,
এই ক্ষাত্রতেজঃ, এই অসির চালনা,
এই পারিষদবৃন্দ নক্ষত্র সমান,
রয়েছে ব্যাপিয়া মোরে চন্দ্র সমতুল;
কিন্তু হায়! হয় ত এখনি
নিয়তিরূপিণী সেই ঘোরা কাদম্বিনী
ফেলিবে মুহূর্ত্তমাঝে আবরিয়া সব।
তখন কোথা যাবে
সিংহাসন, ছত্র, ক্ষাত্রতেজঃ?
কোথা যাবে অস্ত্রশস্ত্র, রাজত্ব-গৌরব?
হয় ত বা মুহূর্ত্তের মাঝে
একটী নিঃশ্বাস সহ জীবন-প্রদীপ
চির-নির্ব্বাপিত হইবে তখনি।
তখন, কোথায় রহিবে আত্মীয় স্বজন,
ঐশ্বর্য্য, সাম্রাজ্য, বীর্য্য, তেজঃ, পরাক্রম?
যাইবে কি সঙ্গে কিছু?

ভূত-দেহ পঞ্চভূতে যাবে মিলাইয়ে।
র’বে মাত্র নির্ব্বাপিত শেষ-ভস্মরাশি।

শশব্যস্তে প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতিহারী। জয়বান নরনাথ।

[অভিবাদন]

তোরণ-দুয়ারে
কন্যাসহ বিপ্র এক
মর্ম্মভেদী করেন চীৎকার।

হরিশ্চন্দ্র। কেন? কেন?

প্রতিহারী। জিজ্ঞাসিনু
জিজ্ঞাসার না দিলা উত্তর।
কেবল কাঁদিয়া,
‘সতীত্ব-হরণ’ ‘সতীত্ব-হরণ’
এই বলি’ উন্মত্ত উভয়ে।

হরিশ্চন্দ্র। যাও প্রতিহারী,
ত্বরা করি’ সম্ভ্রমে
আন কন্যা সহ জনকে এখানে।

প্রতিহারী। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

হরিশ্চন্দ্র। মন্ত্রিন্?
কি ব্যাপার বুঝিতে না পারি।

মন্ত্রী। বড়ই আশ্চর্য্য শুনি—প্রতিহারী বাণী;
সতীত্ব-হরণ ব্যভিচার কথা,

মিথ্যা প্রতারণা তস্করতা আদি
শুনে নাই কভু কেহ অযোধ্যা-রাজত্বে।

হরিশ্চন্দ্র। তাহে ইনি ব্রাহ্মণ-তনয়।
বিস্ময়—বিস্ময়—অতীব বিস্ময়।

বীরেন্দ্র। হয় ত আছে কোন নিগূঢ় রহস্য,
এখনি প্রকাশ পাবে সব,
নিরুদ্বেগ হউন, রাজন্!

প্রতিহারী সহ ছদ্মবেশধারিণী মিথ্যা ও
ছদ্মবেশধারী অধর্ম্মের প্রবেশ।

অধর্ম্ম, মিথ্যা। [উচ্চৈঃস্বরে] দোহাই ধর্ম্মের। দোহাই মহারাজ। সতীত্ব-নাশ, ভিখারী ব্রাহ্মণ-বালার সতীত্ব-নাশ।

বীরেন্দ্র। ব্যাপার, ব্যাপার গুরুতর, যা' কখনও হয় নি, যা কখনও শ্রবণ করি নি, যা নিতান্ত—নিতান্ত অসম্ভব, সেই লোমহর্ষণকারী অসম্ভব ঘটনা আজ পুণ্যশ্লোক মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যে সঙ্ঘটিত হয়েছে।

মিথ্যা। [সেনাপতিকে নির্দ্দেশ করিয়া] ওই—ওই সেই পাপিষ্ঠ—মহাপাপিষ্ঠ, মহানারকী সম্মুখে দাঁড়িয়ে। এখনও ধ্বংস হয় নি? এখনও সতীত্বাপহারী, মহাপাপীর পাপমুণ্ড পাপানলে ভস্মীভূত হয় নি? ওঃ—ওঃ—বেদ মিথ্যা—ধর্ম্ম মিথ্যা—শাস্ত্র মিথ্যা—

অধর্ম্ম। মিথ্যা নয়—মিথ্যা নয়—হতভাগিনী, মিথ্যা নয়। ব্রহ্মণ্য-তেজঃ এখনি জ্ব'লে উঠ্‌বে,—এখনি ধ্বংসের প্রলয়-হুতাশন মহাপাপীকে ভস্মসাৎ কর্‌বার জন্য এখনি দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌বে। দেখি—দেখি—রাজার বিচার দেখি—একটু অপেক্ষা কর, যজ্ঞোপবীত ধারণ করতে একটু অবসর দাও।

বীরেন্দ্র। [সভয়ে করজোড়ে] মা! মা! রক্ষা কর রক্ষা কর, ক্রোধে আত্মহারা না হ'য়ে বেশ ক'রে চেয়ে দেখ, আমিই সেই মহাপাপী কি না। [পদ ধারণোদ্যত]

মিথ্যা। সর্—সর্, নারকি! ছুঁস্ না ছুঁস্ না। [অধর্ম্মের প্রতি] পিতা, পিতা! যজ্ঞোপবীত ধারণ কর, পাপিষ্ঠকে ভস্ম কর—আর সহ্য কর্‌তে পার্‌ছি না।

বীরেন্দ্র। দ্বিজবর! দ্বিজবর! আপনি তপোবীর্য্যশালী মহাত্মা, আপনি একবার শান্তভাব অবলম্বনপূর্ব্বক যোগবলে আমার দোষা-দোষ অবগত হ'ন। আমি ক্রোধানলে ভস্মীভূত হ'বার ভয়ে এ কথা বল্‌ছি না, কেবল মিথ্যা কলঙ্কের ভয়ে। আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক।

অধর্ম্ম। তুই সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক, আমার সম্মুখে এ কথা ব্যক্ত কর্‌তে তোর ওই পাপ-রসনা বিকম্পিত হ'ল না? কুক্কুর! অস্পৃশ্য! চণ্ডাল, এখনও পাপ গোপনের চেষ্টা? মহারাজ, মহারাজ! কাষ্ঠপুত্তলিকার মত নিশ্চল নিস্পন্দ হ'য়ে রইলেন যে? ভিখারী ব্রাহ্মণের বাক্য বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লেন না? আপনি না ভুবনবিখ্যাত সূর্য্যকুল-গৌরব মহারাজ হরিশ্চন্দ্র! এইরূপ সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রেই কি পুণ্যশ্লোক হয়েছেন? যেমন সংসর্গ, তেমনি ফল ফলেছে। যার সেনাপতিই হ'ল—এইরূপ নরকের কীট, সেই রাজার চরিত্র যে কিরূপ উন্নত হ'তে পারে, তা' আর বুঝ্‌তে বাকী নেই। [কন্যার প্রতি] হবে না, মা! হবে না—এ রাজার নিকট হ'তে কোন প্রতিকার হবে না। রাজার প্রশ্রয় ভিন্ন সেনাপতির এতদূর সাহস অসম্ভব।

মিথ্যা। আমি ত আগেই বলেছি যে, যে রাজার বিচারের অপেক্ষায় কাজ নাই, অভিশাপেই ভস্ম কর।

হরিশ্চন্দ্র। তপোধন!
করি কৃতাঞ্জলি,
ক্ষণকাল শান্তভাব করুন ধারণ;
সুবিচার হইবে এখনি।

অধর্ম্ম। এখনি এখনি তবে।

হরিশ্চন্দ্র। যে আজ্ঞা।
মন্ত্রিন্! কি কর্ত্তব্য এবে?

মন্ত্রী। মহারাজ! কি কর্ত্তব্য,
কিছু আমি বুঝিতে না পারি?
বাল্যাবধি বীরেন্দ্র-চরিত্রে
একটি কলঙ্ক-রেখা
দেখে নাই কেহ কোন দিন;
কিন্তু সহসা এই
ভীষণ বিস্ময়কর
পাশবিক অত্যাচার সেনাপতি হ'তে,
অসম্ভব বলি' জ্ঞান হয় মোর।
অন্যদিকে তাপস ব্রাহ্মণ-বাণী,
কেমনে বা করি অপ্রত্যয়?
বিষম সংশয় মনে
সুবিচার আশা—

অধর্ম্ম। [বাধা দিয়া]—কিছুমাত্র নেই। বলি, এই তোমার শেষকথা? সুবিচারের আশা নাই, তা' অনেকক্ষণ হ'তেই জান্‌তে পেরেছি। থাক্, এখন মন্ত্রী মহাশয়ের সুমন্ত্রণার আভাস একরূপ বোঝা গেল। এখন মহারাজের শেষবাক্য শুন্‌তে পেলেই নিশ্চিন্ত

হ'তে পারি। ভেবেছিলেম, সঞ্চিত তপোবল ক্ষুদ্র পিপীলিকার উপরে নিক্ষেপ ক'রে তপঃশক্তি ক্ষয় করব না, কিন্তু উপায়ান্তর নাই; ক্ষত্রিয়-শোণিতে জন্মগ্রহণ ক'রে, সসাগরা ধরার একমাত্র অধীশ্বর হ'য়ে যে ক্ষত্রিয়ত্ব ও সসাগরত্ব রক্ষা করতে অক্ষম, তা'র শিক্ষা বিধানের জন্য আজ এই উগ্রতপা বিপ্রবহ্নি বিশ্বামিত্রের ক্ষুদ্র শিষ্য এই যজ্ঞোপবীত ধারণ করলে। [যজ্ঞোপবীত ধারণ] ত্রিলোক দেখুক, ফল-মূলাশী তপঃক্লিষ্ট ব্রাহ্মণের তপোবীর্য্যের অব্যর্থ শক্তি কিরূপে ব্রহ্মণ্য-তেজের সম্মান রক্ষা করে—পাষণ্ডের শাস্তি বিধান করে! [ক্রোধে কম্পমান্]

মিথ্যা। আমিও বলছি, যদি ব্রাহ্মণ-কন্যা হই, আমি যদি সতীধর্ম্মের মর্য্যাদা জানতে পেরে থাকি, সেই সতী-ধর্ম্মের মর্য্যাদা যদি ওই পাপিষ্ঠ বলপূর্ব্বক নষ্ট ক'রে থাকে, আর তা'র বিচার যদি পুণ্যশ্লোক রাজা হরিশ্চন্দ্র সাধ্যসত্ত্বেও করতে অনিচ্ছা ভাব দেখিয়ে থাকেন, তা' হ'লেও এ ভিখারিণী হ'লেও তপঃসিদ্ধ ব্রাহ্মণ-বালার অভিসম্পাত অচিরাৎ এই—

বীরেন্দ্র। মা! মা! আমি তোর সন্তান, তুই আমার গর্ভধারিণী জননী হ'তেও পূজনীয়া! করজোড়ে হতভাগ্য সন্তান তোর কাছে এই প্রার্থনা করছে, তোর ওই অমোঘ অভিসম্পাতরূপ বজ্রাঘাত মুহূর্ত্ত মধ্যে এই মহাপাপীর মস্তকে পতিত হোক; কিন্তু—কিন্তু মা! ওই অপাপস্পর্শ ধর্ম্মাবতার মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের মস্তকে যেন না পতিত হয়।

হরিশ্চন্দ্র। [স্বগত] ভগবন্!

পরীক্ষার মহা সন্ধিক্ষেত্রে
নিপাতিত করিয়া আমায়,
কি পরীক্ষা করিছ গ্রহণ?

ক্ষুদ্র পিপীলিকা 'পরে,
কি উদ্দেশ্য সাধনের তরে
কেন কর প্রভু, হেন পর্ব্বত-পেষণ ?
ভীষণ বিস্ময়-শিখা জ্বালিয়া স্বকরে,
কেন বল এ পতঙ্গে ক'র ভষ্মীভূত ?
আমি—আমি অতি হীন,
কীটাদপি কীট আমি,
কেমনে উদ্দেশ্য তব বুঝিবে অজ্ঞান ?
[প্রকাশ্যে] মন্ত্রি। মন্ত্রি।
এখনো পারিনি বুঝিতে,
কি মহা বিপদ্-সিন্ধু
উত্তাল তরঙ্গ তুলি'
নৃত্য করে সম্মুখে মোদের।
নিশ্চয় জানিও,
এতদিনে ভাগ্যচক্র অযোধ্যাবাসীর
অন্যভাবে হইবে ঘূর্ণিত।
তপোধন।
ক্রোধ সম্বরণ করি'
অবসর করুন প্রদান,
সময় সাপেক্ষ এই দুরূহ বিচার।

অধর্ম্ম। কৌশলে প্রতারিত কর্‌বার এ হ'তে আর সদুপায় কি হ'তে পারে ? এইরূপ কূট-নীতির অনুসরণ না ক'রে আমাকে ত স্পষ্টবাক্যে বল্‌লেই হ'ত, নিজে সেনাপতিকে কোন দণ্ড প্রদান কর্‌তে পার্‌ব না।

মন্ত্রী। না প্রভু! মহারাজের এ কথা বল্‌বার উদ্দেশ্য তা' নয়।

অধর্ম্ম। তা' নয় তবে কি? দেখি, মন্ত্রী মহাশয়ের আর কতদূর কূটবুদ্ধির মাত্রা।

মন্ত্রী। মহারাজের উদ্দেশ্য এবং চেষ্টা, যা'তে এই গুরুতর অভিযোগের বিষয়ে বিন্দুমাত্র ভ্রান্তি প্রবেশ কর্‌তে না পারে, কারণ একদিকে ব্রাহ্মণ-বালার সতীত্ব হরণ, অন্যদিকে চিরবিশ্বস্ত নিষ্কলঙ্ক চরিত্র সেনাপতি বীরেন্দ্র সিংহের সম্বন্ধে এই প্রথম চরিত্রাপবাদ, বিশেষ বিবেচনা সাপেক্ষ।

অধর্ম্ম। তা' হ'লে বোধ হয়, আমাদের অভিযোগ সত্য কি মিথ্যা, এ সম্বন্ধে মহারাজের মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে?

মন্ত্রী। না, তা' বল্‌ছি না।

অধর্ম্ম। প্রকারান্তরে কি তাই বলা হচ্ছে না?

মন্ত্রী। দেখুন, যদিও ব্রাহ্মণ, নৃপতির পরম পূজ্য দেবতা এবং যদিও জানি যে, বিপ্র-ক্রোধানলের নিকট নরপতি কীট পতঙ্গ, তথাপি সেই ব্রাহ্মণ ও অন্য কোন নিকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বীভাবে বিচারের জন্য যদিও কখন ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হন, তবে নৃপতির কর্ত্তব্য যে, বর্ণগত তারতম্য বিস্মৃত হ'য়ে সরল ন্যায় বিচার করা। কেন প্রভো, এ পদমর্য্যাদা ত নৃপতিগণ আপনাদের নিকট হ'তেই লাভ করেছেন; দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন ব'লেই ত নরপতি "নরপতি এবং ভূপাল"। যে নৃপতি নিরপেক্ষভাবে পক্ষপাত ভাব অন্তর হ'তে অন্তরিত ক'রে সূক্ষ্মদৃষ্টি পরিচালনাপূর্ব্বক বিশেষ সতর্ক হ'য়ে—নিজ ন্যায়দণ্ড স্বকরে ধর্‌তে সমর্থ হ'ন, তিনি প্রকৃত প্রজারঞ্জনকারী রাজা নাম ধর্‌বার যোগ্যপাত্র। এইজন্যই মহারাজ আপনার নিকটে সময় প্রার্থনা কর্‌ছেন, অন্য কোনও অভিসন্ধি নাই;

আপনি সন্তুষ্টচিত্তে শান্তভাব অবলম্বনপূর্ব্বক মহারাজের সেই প্রার্থনা পূর্ণ করুন। কোনরূপ অবিচার হ'বে, এ সন্দেহ কিছুতেই হৃদয়ে স্থান দেবেন না।

অধৰ্ম্ম। তোমার সুদীর্ঘ বক্তৃতা শ্রবণে মুগ্ধ হ'বার পাত্র আমি নই। তোমরা যতই বল, আমার বক্তব্য শ্রবণ কর,—হয় এখনি তোমাদের প্রিয় সেনাপতির প্রতি কঠোর দণ্ড বিধান কর, নতুবা একত্রে সকলে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের অমোঘ তপোবীর্য্যের ফল স্বচক্ষে দর্শন কর।

বীরেন্দ্র। মহারাজ।

আছে এ দাসের একটি প্রার্থনা ;—
চিরদিন এ দাসের প্রার্থনা পূ'রাতে
কৃপণতা কোন দিন দেখিনি কখনো।
তাই আজি,
শেষ ভিক্ষা চাহিতেছি এই ,—
ভাগ্যদোষে পূর্ব্বকর্ম্মফলে
স্বহস্তে নিয়তি আজি ধরিয়া তুলিকা,
যে কলঙ্ক মসী হায়।
মাখায়েছে মুখে মোর,
সে কলঙ্ককালি
যুগান্তেও মুছিবে না কভু ,
দেশে, দেশে, নগরে নগরে,
পল্লীতে পল্লীতে
পল্লীবালকুল হেরিলে আমায়,
নাচিয়ে নাচিয়ে দিবে করতালি।
তাই বলি,

কলঙ্কিত সে জীবন —
সে জীবন চাহে না বীরেন্দ্র।
শত শত বৃশ্চিক দংশন,
কোটী কোটী বজ্রাঘাত
অকাতরে সহিবারে পারে
কিন্তু কিন্তু মহারাজ!
শেখে নাই শেখে নাই বীরেন্দ্র তোমার,
এ হেন কলঙ্ক ডালি করিতে বহন।
হে রাজন্, তাই করি কৃতাঞ্জলি,
এ কলঙ্ক-কালি
মুছিবার একমাত্র সদুপায়,
স্বকরে এ ঘৃণিত জীবন,
এখনি ওই বিপ্র সন্নিধানে
জ্বালিয়া অনল,
হৃষ্টমনে করি তাহে আহুতি প্রদান,
কিম্বা এই কোষবদ্ধ তরবারি
স্বহস্তে আপন বক্ষে করাই প্রবেশ,
শেষ হোক কলঙ্কিত এ পাপ জীবন।

[অসি নিষ্কাশন]

হরিশ্চন্দ্র। কর কি কর কি---
আত্মহত্যা মহাপাপ।
হেন পাপ-পথে
কেন বল হও অগ্রসর?
সেনাপতি, স্থির হও,

করি সুবিচার ;—
যদি তাহে প্রাণদণ্ড হয় সুনিশ্চিত,
তবে তুমি বাধ্য হবে সে দণ্ড গ্রহণে ,
নতুবা বীরেন্দ্র তব,
মেঘমুক্ত শশধর সম
কলঙ্কের মিথ্যা-অন্ধকার
দূর হবে সত্যের জ্যোতিতে।
তপোধন।
জানিতে কি পারি,
তব কোথায় আশ্রম ?

ধর্ম্মদাসের প্রবেশ।

ধর্ম্মদাস। আমি বল্‌ছি, আমি বল্‌ছি।
ওর চালাকি ভেঙ্গে দিচ্ছি॥
ও নষ্কো বামন, নষ্কো শূদ্র।
নষ্কো সাধু, নষ্কো ভদ্র॥
চণ্ডাল হ'তে অতি নীচ।
পেটে পোষা হিংসার বীজ॥

অধর্ম্ম। এ অপমান অসহ্য—চল্‌লেম মহারাজ।

[মিথ্যাসহ প্রস্থান।

ধর্ম্মদাস। দূর হয়ে যা যমের বাড়ী।
যত পারিস্ তাড়াতাড়ি॥
(বেটা) ধর্ম্মের সাথে করে আড়ি।
কর্‌লে এত বাড়াবাড়ি॥

বেটা দাড়ী জটা ক'রে ধারণ।
ব'ল্‌ছে এসে আমি ব্রাহ্মণ॥

হরিশ্চন্দ্র। তবে কি ব্রাহ্মণ নয়?

ধর্ম্মদাস। ছদ্মবেশী অধর্ম্ম নাম।
রাজী বেটার নরক ধাম॥
মিথ্যা বেটা মিথ্যা ক'রে।
মিথ্যা মেয়ে রূপ ধরে॥
সতীত্বনাশ মিথ্যাকথা।
সেনাপতিকে দোষ' বৃথা॥

হরিশ্চন্দ্র। এরূপ করবার কারণ তবে?

ধর্ম্মদাস। ইতর কি স্বার্থের তরে।
কাটে কাপড়—কেটে ম'রে?
খলের স্বভাব পরের ক্ষতি।
ভালর দিকে যায় না মতি॥
ধর্ম্মের সঙ্গে লড়াই ক'রে।
সেটা এসেছিল এই রাজপুরে॥
ভেবেছিল ছল কৌশলে।
রাখ্‌বে তোমায় হাতের তলে॥
ক'রে তোমার ধর্ম্মনষ্ট।
রাজ্য-তন্ত্র কর্‌বে নষ্ট॥
তবেই ধর্ম্ম হেরে যাবে।
বেটা ভাবি সাজা পাবে॥
(কিন্তু) ধর্ম্মের আলো জলে যেথা।
কি করবে পাপ সেথা॥

বৃথা আশা ভেঙ্গে গেল।
বেটার দর্প চূর্ণ হ'ল ॥
সেনাপতি খেদ করো না।
তোমার স্বভাব আছে জানা ॥
একখণ্ড চাঁদের আলো।
কার সাধ্য করে কালো ॥
(ভাল) গোপাল আমার কোথা গেল ?
ধর্ম্মদাস বিদায় হ'ল।

[বেগে প্রস্থান।

হরিশ্চন্দ্র। দেখ মন্ত্রি! তড়িতের ন্যায় ছুটে এসে, ধর্ম্মদাস আমাদের ঘোর সমস্যা ভঞ্জন ক'রে দিয়ে গেলেন; মহাত্মা সাধুপুরুষ-গণের শক্তিই এইরূপ অসাধারণ। সেনাপতি, মহাত্মার বাক্য শুন্‌লে ত; মনের বৃথা অশান্তি দূর ক'রে দাও।

গীতকণ্ঠে সত্য, দান, কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের প্রবেশ।

সত্য, দান, কর্ম্ম, কর্ম্মফল।—

গান।

প্রাণের টানে এসেছি মোরা।
যাই তাদের পাশে, মোদের ভালবাসে যারা ॥
মোরা আপনহারা, পরের তরে প্রাণ বিকাই মোরা,
ভালবাসে না যারা, তাদের কাছে মোরা দিই না'ক ধরা।
মোরা ভব-ঘুরে, বেড়াই ঘুরে ঘুরে,
চিন্‌তে জান্‌তে, মোদের ক'জন পারে,
নিয়ে যাই তার হাতটি ধ'রে, ভবের পারে যারে-তারে।

হরিশ্চন্দ্র। দেবি, তোমাদের শিশু চতুষ্টয়।
মনে হয়, নহে কভু সামান্য বালক।
অলোকসম্ভব মনে
ধরি' ছদ্মবেশ,
এসেছ এ দেশ বিশেষ কারণ হেতু।
সেতু মম ভবসিন্ধু পারে
যা'য়ে যেতে পার নরে, বলেছি নিশ্চয়।
দেহ সত্য পরিচয়,
কে তোমরা চতুষ্টয় বালক বল ?

সত্য, দান, কর্ম্ম, কর্ম্মফল।—

গান।

মোদের এখন কি চেননি রাজন্।
সত্য, দান, কর্ম্ম, কর্ম্মফল এই চারিজন॥
সত্য।—আমি সত্য, সত্যপণে বাঁধা রহিলাম।
দান।—আমি দান, তোমা প্রাণদান করিলাম॥
কর্ম্ম। আমি কর্ম্ম, আমার মর্ম্ম তুমি বুঝেছ।
কর্ম্মফল।—কর্ম্মফল, আমার ফল তুমি পেয়েছ॥
সকলে। মোদের ভালবেসে বাঁধ পাশে এই আলিঙ্গন।

বেগে রোহিতাশ্বের প্রবেশ।

রোহিতাশ্ব। বাবা! বাবা! দুটো রাক্ষস তার একটা মেয়ে, একটা পুরুষ। বাবা! পুরুষ রাক্ষসটার চাওনি কেমন কটমটে। মেয়ে রাক্ষসটার চাওনি কেমন বিশ্রী। তাদের দেখে যে যেদিকে পারছে, ছুটে পালাচ্ছে। আমি ধনুর্ব্বাণ নিয়ে যেমন তাড়া করেছি, অমনি রাক্ষস দুটো কোথায় যেন মিশে গেল, আর দেখ্‌তে পেলেম না।

দেখ্‌তে পেলে বাবা ও ছুটোকে এই তীরের ফলায় বিঁধে ফেল্‌তুম। [বালক চতুষ্টয়কে দেখিয়া] এরা কা'রা, বাবা ?

হরিশ্চন্দ্র। এঁদের প্রণাম কর—এঁরা দেবতা বাবা।

রোহিতাশ্ব। [প্রণাম করিয়া] হাঁ দেবতাসব। তোমরা আমার গোপালকে চেন ? তাকে দেখ্‌বে ? আমি তাকে এখনি ডেকে আন্‌তে পারি, তোমরা দেখ্‌বে ? দেখ্‌লে একেবারে ভুলে যাবে—ভালবেসে ফেলবে—আর তাকে ছাড়্‌তে চাইবে না। সে যে কেমন মিষ্টি কথা কয়, তা' আমি তোমাদের বল্‌তে পার্‌ব না। তার একটা মিষ্টি কথা শুনে, এক মহাত্মা সাধু একবারে গ'লে গেছেন—দিন রাত তিনি আমার গোপালকে কোলে ক'রেই থাকেন। তোমরা একটু দাঁড়াও, আমি তা'কে এখানে ডেকে নিয়ে আসি।

[দ্রুত প্রস্থান।

হরিশ্চন্দ্র। দেখ মন্ত্রী। দেখ সেনাপতি। রোহিতাশ্বের আমার, গোপালের প্রতি কি বিশ্বাস, কি ভক্তি, কি স্নেহ, কি ভালবাসা।

মন্ত্রী। মহারাজ। আপনি গোপাল সম্বন্ধে অনেক দিন অনেক কথা বলেছেন ; আমরাও গোপালের ভাব অবগত হ'বার জন্য অনেক যত্ন করেছি, কিন্তু কিছুতেই গোপালের স্বরূপ কি বুঝ্‌তে পারিনি। কি যেন এক গোলক-ধাঁধা। সে ধাঁধা ভাষায় প্রকাশ হয় না। কবিত্বে বিকাশ হয় না, ভাবি যে প্রকাশ ক'র্‌ব, কিন্তু—কিন্তু কি যেন এক অজ্ঞাত শক্তি, সে প্রকাশের শক্তিকে মুহূর্ত্ত মধ্যে শক্তিহীন ক'রে দেয়। তাই বল্‌ছি, গোপাল যে কোন্ গোপাল, তা' কিছুতেই স্থির কর্‌তে পারি না।

বীরেন্দ্র। আমিও দেখ্‌ছি মহারাজ, যখনি রাজকুমার আমার কাছে অস্ত্র-চালনা-কৌশল শিক্ষা কর্‌তে উপস্থিত হ'ন, আর সে

কৌশল যখনি দেখি, রাজকুমার ধারণা কর্‌তে পার্‌ছেন না, তখনি সেই গোপাল কোথা থেকে বিদ্যুতের ন্যায় এসে যেন, হাস্‌তে, হাস্‌তে গান কর্‌তে কর্‌তে সে শিক্ষা-কৌশল এমনি সরল ক'রে দেয় যে, শেষে আমি কুমারের নিকটে অপ্রতিভ হ'য়ে পড়ি, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তা'তে স্বভাবসুলভ হিংসা দ্বেষ, প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব কোথায় যেন লুক্কায়িত হয়। তাই বল্‌ছি, মহারাজ! গোপাল বালক হ'লেও কোনও দৈবশক্তিসম্পন্ন বালক—সাধারণ বালক নয়।

হরিশ্চন্দ্র। আচ্ছা, আর ধর্ম্মদাস সম্বন্ধে তোমাদের কি মত?

মন্ত্রী। আমার ধারণা ধর্ম্মদাস ধর্ম্ম-অবতার। ধর্ম্মদাস মানবগণকে, কেবল ধর্ম্মকথা বোঝাবার জন্য এই অবনীতে অবতীর্ণ হয়েছেন।

বীরেন্দ্র। আমার বিশ্বাস, ধর্ম্মদাস, ধর্ম্মদাস মানবগণকে কর্ম্মের গূঢ় মাহাত্ম্য শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত এই অযোধ্যা নগরীতে পদার্পণ করেছেন।

গোপালের কণ্ঠবেষ্টন করিয়া রোহিতাশ্বের প্রবেশ।

গান।

রোহিতাশ্ব।—এই দেখ, দেখ গো আমার প্রাণের গোপাল।
কেবল ভালবেসে অবশেষে হয়েছে, কাঙ্গাল।
গোপাল।—আমার মা নাইকো, বাপ নাইকো, নাইকো ভগ্নী ভাই,
কেবল কোথায় যাব, প্রাণ জুড়াব, ভেবে মরি তাই।
সভ্য প্রভৃতি।—তুই হারান ধন, চেনা ধন বুঝেছি সবাই;
গোপাল।—তবে রাখনা মোরে আদর ক'রে তোরা সে দয়াল॥

হরিশ্চন্দ্র। দেবশক্তিগণ! আপনারা কি এ গোপালকে পূর্ব্ব-হ'তে চিন্‌তেন?

সত্য। মহারাজ! আপনি আমাদিগকে অমন ক'রে সম্ভ্রমসূচক "আপনি" ব'লে কথা বল্‌বেন না। আমরা আপনার স্নেহের পাত্র, গোপালকে যে চক্ষে দেখে আস্‌ছেন, আমাদিগেও সেই চক্ষে দেখ্‌বেন, এই আমাদের প্রাণের বাসনা। আর গোপালকে চেন্‌বার কথা বল্‌ছেন? গোপাল যে কে, সে কথা ঠিক জান্‌তে পারিনি। তবে গোপাল আমাদের ভালবাসে, গোপালের সঙ্গে আমরা বনের মধ্যে খেলা কর্‌তে যেতেম। অনেক দিন হ'তে গোপালকে বনের মধ্যে দেখ্‌তে পাইনি, তাই খুঁজে খুঁজে এই অযোধ্যায় এসে পড়েছি।

গোপাল। দেখ্ ভাই! আমি আর এখন বনে থাকিনে; বাবা আমাকে নিয়ে এসেছেন। এখন আমি বড় সুখে আছি। বাপ ছিল না, বাপ পেয়েছি; মা ছিল না, মা পেয়েছি; আর এই রোহিত আমার প্রাণের সখা; রোহিতের সাথে আমি খেলা ক'রে বেড়াই। তোমাদের আজ অনেক দিন পরে দেখ্‌তে পেয়ে বড়ই আনন্দ হয়েছে। ভাই সব! তোমরা এখানে থাক না কেন? বড় আদর পাবে—বড় যত্ন পাবে; একসঙ্গে সকলে মিলে আবার খেলা কর্‌ব।

রোহিতাশ্ব। হাঁ ভাই, তোমরা আমাদের এখানে থাক। বাবা তোমাদের ভালবাস্‌বেন, মা তোমাদের পেলে কত আদর কর্‌বেন। কেমন ভাই; তোমরা এখানে থাক্‌বে?

সত্য। থাক্‌ব ব'লেই ত এসেছি; ভাই! তোমরা আমাদের থাক্‌তে দেবে ত?

হরিশ্চন্দ্র। তোমরা থাক্‌বে ত? বালকগণ! তোমরা তোমাদের যে আত্ম-পরিচয় প্রদান করেছ, তা' শ্রবণ ক'রে আমি বিস্মিত হয়েছি। তা'তেই বল্‌ছিলেম যে, তোমরা থাক্‌বে ত। হতভাগ্য হরিশ্চন্দ্রের এমন সৌভাগ্য কি হয়েছে যে, তোমাদের কৃপাকণালাভ কর্‌তে পারে?

ধর্ম্মদাসের প্রবেশ।

ধর্ম্মদাস। না হ'লে কি সবাই এসে এমনি হাজির হয়।
চাঁদমুখেতে বল সবে মহারাজের জয়॥

সকলে। জয় মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের জয়।

বিভাণ্ডকের প্রবেশ।

বিভাণ্ডক। জয় নৃপতিকুলতিলক, স্বধর্ম্মপালক, সূর্য্যবংশধর, মহারাজাধিরাজ হরিশ্চন্দ্রের জয়! আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন।

[সকলে সসম্ভ্রমে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন।]

বিভাণ্ডক। সম্প্রতি রাজর্ষি বিশ্বামিত্র মহারাজের প্রতি আদেশ করেছেন, আগামী কল্য হ'তে তিনি কোন মহাসাধনায় তিন দিবস নিযুক্ত থাক্‌বেন। সাধনায় কোন বিঘ্ন উৎপাদন না হয়, সেইজন্য মহারাজকে সশস্ত্রে সেইস্থানে উপস্থিত থাক্‌তে হবে। মহারাজ! সসৈন্যে এখনি প্রস্তুত হ'য়ে যাত্রা করুন। কিন্তু দেখ্‌বেন, যেন জনতায় আশ্রমের শান্তিভঙ্গ না হয়।

হরিশ্চন্দ্র। যে আজ্ঞা, আমি প্রস্তুত হচ্ছি।

বিভাণ্ডক। আমি তবে চল্‌লেম; কালবিলম্বের আবশ্যক নাই।

[প্রস্থান।

হরিশ্চন্দ্র। সেনাপতি! যাও সৈন্যগণ সুসজ্জিত কর। ধর্ম্মদাস, তুমি এদের সঙ্গে ক'রে মন্দির মধ্যে অবস্থান করগে। মন্ত্রিন্! অদ্য কার মত সভাভঙ্গ করা যাক্।

[নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পাপপুরী।

অধর্ম্ম ও মিথ্যার প্রবেশ।

মিথ্যা। [মুখে ঠোনা মারিয়া] তোর বিষ্ণের হদ্দমুদ্দ বিল্‌কুল্‌ তো মুই বুঝিয়ে নিয়েছি; তুই আর মুখ তুলে কথা কইতে নার্‌বি।

অধর্ম্ম। কেনে রে সয়তানি! মুই কি চালাকি খেলান্‌টা, খেলিয়েছিলু রে? কিমন্‌ ক'রে সমঝ্‌ কর্‌ব বল্‌ যে, ধর্ম্ম শালা ঝুপ্‌ ক'রে এসে হাজির হবে?

মিথ্যা। ঐ পাগলটাই কি রে ধর্ম্ম শালা? ঐ শালার ব্যাটাই কি রে তোর সাথে আড়ি করিয়ে ছিল রে?

অধর্ম্ম। হাঁরে—তুই তখন চিন্‌তে পার্‌ছিস্‌ না? ও ত সত্যি ক'রে পাগ্‌লা নয়—পাগ্‌লার ভাব দিয়ে শালা একটা মিথ্যে ধর্ম্মদাস নাম নিয়ে, অযোধ্যার রাজবাড়ীতে ঢুকেছিল।

মিথ্যা। অমন ধড়ীবাজ তুই, তোর মুখে শালা চুণকালির লেপ দিয়ে দিল্লে রে?

অধর্ম্ম। তুই কি মনে কি তাই ভেবে আছিস্‌, রে শালি?

মিথ্যা। মনে ক্যেনে রে ভাবুল, রে শালা? মোর চোক দুটো কি অক্কা পেয়েছিল রে?

অধর্ম্ম। যেতে দে দিন-দুই; দেখ্‌বি, তখন মিথ্যারাণি, তোর এই অধর্ম্ম শালার কত কেরদানি। ঐ রাজা ব্যাটাকে নাকানি-চোকানি না খাইয়ে ছাড়্‌ব রে, শালি? তুই খালি মোর সাথে

পিরীতের ডালি নিয়ে ঘুরবি, আর মোর প্রাণটাকে ঠাণ্ডা রাখ্‌বি ; তবেই দেখ্‌তে পাবি, মিথ্যারাণি, তোর এই ইয়ারের কি প্রতাপের জোর।

মিথ্যা। তোরে কি মুই ছাড়িয়ে আর কারো বুকের ছাতিতে হাত বুলিয়ে দিয়েছি, রে মাণিক? তোর তরে মুই চোখ মেরে মেরে কত বুক চাপ্‌ড়ে কেমন তর কান্না কেঁদেছিনু, কেমন ভাল ভাল কথা মুখ থেকে বের ক'রে সকলাকে শুনিয়ে দিনু।

অধর্ম্ম। হাঁ—হাঁ ঠিক ক'রেছিলি ; মুইও তখন দেখ্‌লি, চোক ছুটো রাঙ্গা ক'রে, দাঁতে দাঁতে কড়্‌ মড়্‌ ক'রে তোর বাবা মেরে, সেনাপতি শালাকে কুত্তর মুখে দিতে রাজা ব্যাটার কাছে কেমন লম্বা লম্বা ভদ্দর ঘরের কথা কইয়ে হতভম্বপারা ক'রে তুলেছিনু?

মিথ্যা! হাঁ—হাঁ, তুই খুব ধড়িবাজ! খুব ধড়িবাজ! কিন্তু কাজ ত মোদের আচ্ছা হলো না—সেই দুঃখুতেই ত ম'রে আছি, মাইরি মাণিক।

অধর্ম্ম। [কণ্ঠবেষ্টন করিয়া] একটা কথা শুনবি, প্রাণ?

মিথ্যা। ক্যেনে শুনব নারে, জান্‌? তুই যে মোদের পাজ্‌রার পাজ্‌রা! তুই অধর্ম্ম—মুই মিথ্যা ; তুই ছাড়া মুই, আর মুই ছাড়া তুই, কখন কি রৈতে পারি?

অধর্ম্ম। তবে চল্‌ পরী, মোর সঙ্গে চল্‌।

মিথ্যা। কমনে বল্‌।

অধর্ম্ম। বিশ্বামিত্রের জঙ্গল।

মিথ্যা। ওরে, নাম শুনেই যে কাঁপুনি ধরেছে গো গো—চোকের আগুনে যে ছাই ক'রে দিবে রে! সেথানে কি দুজনে ছাই হোতে যাবো রে?

অধর্ম্ম। মোরা ক্যেনে ছাই হবো, মোরা কেবল ছাই দেখবো। আর বাতাস দিয়ে ছাই ওড়াব, বুঝ্‌লি কি?

মিথ্যা। খুলে বল্‌না রে।

অধর্ম্ম। কাণ পেতে শোন্‌ তবে। সেই মোদের পরম শত্রুর, যে ধম্ম শালা যার ঘরে গিয়ে আস্তানা পেতেছে, সেই রাজা ব্যাটা হরিশ্চন্দ্রর সেই বিশ্বামিত্রের জঙ্গলে পাহারা দিতে গিয়েছে।

মিথ্যা। সেই শালাও ত তবে সাথে সাথে ফির্‌ছে?

অধর্ম্ম। আরে না, সে ধম্ম শালা সে সাথে ফেরেনি—বুঝ্‌লি, সয়তানি?

মিথ্যা। হাঁ বুঝ্‌নু, সেথায় গিয়ে মোদের এবারে কি কাম কর্‌তে হবে?

অধর্ম্ম। সে কথা সেথায় গিয়ে শুন্‌বি তখন।

মিথ্যা। এবারে কিন্তু সেই বেটী-টেটী সাজ্‌তে লার্‌ব। সে সব ভদ্দর ঘরের কথা কইয়ে জিভ্‌ শুক্‌নো কর্‌তে লার্‌ব বল্‌ছি।

অধর্ম্ম। লয় রে লয়—এবারে এক লয়া রকম চাল্‌ চাল্‌তে হবে; এবার শালাকে বেহদ্দ জব্দ কর্‌ব।

মিথ্যা। তবে চল্‌।

অধর্ম্ম। চল্‌।

[নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় দৃশ্য।

বিশ্বামিত্রের তপোবন-পথ।

বিভাণ্ডক দণ্ডায়মান।

বিভাণ্ডক। "নীরব—নীরব—সকলি নীরব।
গুরুর আদেশ, শোন বিভাণ্ডক!
ত্রিবিদ্যা-সাধনে,
রত আমি হইব এখনি।
কিন্তু দেখো যেন, করি সাবধান,
বায়ু ভিন্ন অন্য কেহ যে কোন কারণে,
নাহি পারে কভু যেন প্রবেশিতে হেথা।
বিধি, বিষ্ণু, ত্রিলোচন—আরো যদি কেহ
উচ্চ হ'তে উচ্চতর কিম্বা উচ্চতম,
তথাপি আদেশ মোর শুন, বিভাণ্ডক,
রোধিবে প্রবেশ-পথ নির্ভয়ে তাদের;
ভস্ম হ'বি নতুবা তুই মোর ক্রোধানলে।"

তাই বাবা! ঠিক দাঁড়িয়ে আছি, কৈলাসে নন্দী-ভৃঙ্গীর মত ঠিক একা আমি দাঁড়িয়ে আছি। কেউ এস না, বিধি, বিষ্ণু, ত্রিলোচন, পঞ্চানন, ষড়ানন সকলকেই সাবধান করছি, কেউ বাপু এদিক্ মাড়িও না; সোজা পথ না পাও, তবুও একটু ঘুরে যেও, তবুও যেন, এদিকে এস না; যদি আস, তবে বাবা ভস্মের ঢিবি হ'য়ে যাবে, ছাইয়ের গাদা হ'য়ে পড়্‌বে, স্তূপে-স্তূপাকার, হাওয়ায় সব উড়ে যাবে, চিহ্নমাত্রও

থাক্‌বে না। একদিকে রাজা হরিশ্চন্দ্রের অগ্নিমুখো বাণ আর একদিকে বিশ্বামিত্র-শিষ্য বিভাণ্ডকের—[নেপথ্যে পদশব্দ] কে ? কে ? সাবধান্—সাবধান্। দেবো, এদিকে আগুয়ান্ হয়ো না ; মারা যাবে—মারা যাবে, সৎকার হবে না, ছাই হ'যে যাবে।

বেগে ঘণ্টারামের প্রবেশ।

ঘণ্টারাম। (তোৎলা স্বরে) ও—ও—রে দাদা। ও ও দিকে এ্যা-এ্যাক্‌বারে ভয়ঙ্কর হইতং। কো—কো—কোন কথা নাহি কহিতং, নি—নি—নিঃশ্বাস নাহি ফেলিতং, বা—বা—বায়ু নাহি বহিতং, কে—কে—কেহ কথা নাহি কহিতং, বা—বা—বাঘ, ভালুক, সাপ, শকুনি সব কেহ নাহি নড়িতং—যে—যে—যেখানে, সে সেখানে থাকিতং।

বিভাণ্ডক। আর প্রভু ?

ঘণ্টারাম। প-প—প্রভু একেবারে, যো—যো—যোগাসনে বসিতং চক্ষু দুটী মুদিতং, অগ্নিশর্ম্মা হইতং, সব ভস্ম বুঝি করিতং।

বিভাণ্ডক। তোমার তং তং এখন ছাড়। ত্রিবিদ্যা সাধনের বাকী আর কতদূর, তাই এখন বল। আর খাড়া পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারা যায় না, পা দুখানা অসাড় হ'য়ে গেল যে !

ঘণ্টারাম। দূ-দূ-দূ-দূ অ্যাঁ—দূরের কথা বল্‌ছ ?

বিভাণ্ডক। হ্যাঁ—গো ! হ্যা।

ঘণ্টারাম। দূ—দূ—দূ বহুদূর।

বিভাণ্ডক। তা' হ'লে এখনো দেখ্‌ছি অনেক বাকী। তবে কি হরিতকী খেযে এ কয়দিন্ কাটাতে হবে ? হা বিধাতঃ। হা ভগ—ওঃ দূর ছাই ! এ আবার কি বল্‌ছি, কা'রে ডাক্‌ছি ? কা'র নাম কর্‌ছি ? প্রভু জান্‌তে পার্‌লে যে একেবারে সর্ব্বনাশ ঘ'টে যাবে। প্রভু নিজেই যখন স্বয়ং ভগবান্ হ'তে যাচ্ছেন, তখন কি আর অপর কোন পুরোণ

ভগবান্‌কে ডাকতে পারি। যা' হ'ক সম্বল এখন এই বিদ্যা সাধনটা হ'য়ে গেলে বাঁচি, তার পরেই প্রভুর চতুর্ভুজ প্রকাশ শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্ম ধারণ, আর ভাবনা কি ?

ঘণ্টারাম। [মহানন্দে] আঁ্যা—আঁ্যা—বলিস কি রে দাদা।

বিভাণ্ডক। সেইজন্যই ত এতকাণ্ড কারখানা। এখন চল ভাই, পূর্ব্বদিকের দ্বারটা একবার দেখে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বিশ্বামিত্র-তপোবন।

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র। ওই দিবা অবসান,
সন্ধ্যার আরক্ত ছটা
প্রতিভাত নীলিম-আকাশে।
আমি বিশ্বামিত্র,
মিত্রামিত্র কেহ নাহি মোর
স্বকার্য্য সাধিতে।
যে কার্য্যের তরে,
তুচ্ছ করি রাজত্ব সম্পদ,
তুচ্ছ করি ক্ষত্রত্ব-গৌরব,
তুচ্ছ করি ইন্দ্রত্ব— নশ্বর।
তেজঃপুঞ্জ বহ্নিসম নেত্রের জ্যোতিতে
ভাস্বর ভাস্কর তেজ,

জ্যোতিহীন, ভস্মপ্রায়, নিষ্প্রভ খদ্যোত ;
সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণে সৃষ্টি স্থিতি লয়,
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে করেছে আশ্রয় ;
তাই সে বলেতে বলী বিধি, বিষ্ণু, শিব
সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা ধাতা—
শ্রেষ্ঠ দেবত্রয় রূপে
হতেছে পূজিত এই ত্রিলোক-সমীপে ;
কিন্তু আমি বিশ্বামিত্র,
উগ্র তপোবলে ব্রাহ্মণত্ব করেছি গ্রহণ ;
পুনঃ আজি ত্রিবিদ্যা সাধনে,
সৃষ্টিস্থিতিনাশ করিব আয়ত্ত।
বিধি-সৃষ্টি করি' লোপ,
নব বিধি করিব সৃজন ;
রচিব নূতন ভাবে নূতন ব্রহ্মাণ্ড ;
বিধি, বিষ্ণু, শিব
বিষহীন ভুজঙ্গ সমান
নতমুখে রহিবে লজ্জায়—

[চারিদিকে চাহিয়া]

হাঁ, ঠিক এইবার—আদেশ আমার
স্তব্ধ চরাচর—নিস্তব্ধ প্রকৃতি ;
গাম্ভীর্য্যের পূর্ণমূর্ত্তি !
পত্র-বিকম্পন-শক্তিশূন্য প্রভঞ্জন।
পশুপদবিদলিত শুষ্কপত্র দল,
মর্ম্মরিয়া নাহি করে নীরবতা নাশ ;

স্থাবর জঙ্গমে কোনো নাহিক পার্থক্য।
গ্রহ উপগ্রহ, কিংবা নক্ষত্রনিচয়
গতিহীন—নিশ্চল—নিস্পন্দ।
নিদ্রার আবেশময় সুষুপ্তির কোলে,
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যেন রয়েছে নিদ্রিত।
কিংবা—ভীম মৃত্যুর গহ্বরে
লুকায়িত যেন আজি অনন্ত জগৎ।
কর্ম্মময় এ সংসার—
আজি যেন বহুদিন পরে
শ্রান্ত-ক্লান্ত—স্বশরীর
বিশ্রামের সুশীতল নীরে
নিমজ্জিত করিয়াছে শান্তি-সুখ আশে—
উত্তম—উত্তম—অতীব উত্তম!
সত্ত্ব রজঃ তমোরূপ—ত্রিবিদ্যা-সাধনে
এই মম মাহেন্দ্র সুযোগ;
এ সুযোগ আজি আমি
না করিব ত্যাগ;
যাই এবে হইগে প্রস্তুত।
এই মম বাসনার শেষ—
হয় সিদ্ধ হইবে সাধনা,
নতুবা—এ বিশ্বামিত্র
না দেখাবে মুখ কভু জগৎ-সমক্ষে।

[নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

তপোবন।

গীতকণ্ঠে শাপভ্রষ্টা অপ্সরাদিগের প্রবেশ।

অপ্সরাগণ।—[নৃত্যসহ]

গান।

ঝুর্ ঝুর্ ঝুর্—ঝর্‌ছে বকুল
ফুর্‌ফুরে হাওয়ায়।
ভুর্ ভুর্ ভুর্—গন্ধেতে ভরপুর
দুকূল ভরি' আয়॥
ওই দেখ্ রঙ্গিন লতা পাতার সনে
লতিয়ে পড়েছে,
নবীন মুকুল ফুল-কুমারী
মাতিয়ে তুলেছে,
ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্‌কো ফুল ওই—
ঝিমি ঝিমি ঘুমায়।
কোকিলা কুহরে, পাপিয়া ঝঙ্কারে,
অলিকুল কিবা মধুর গুঞ্জরে,
দুল্ দুল্ দুল্‌ছে দোদুল্
বুল্‌বুলি ওই গায়॥

১ম অপ্সরা। একি হ'ল ভগিনি লো, না পারি চলিতে!

২য় অপ্সরা। উঃ! কি জানি কি হ'ল, ভাই, পারি না চলিতে।

৩য় অপ্সরা। উহু হু হু, পদতলে কণ্টক বিঁধিল।

৪র্থ অপ্সরা। হায় হায়, প্রাণ যায় একি গো ঘটিল?

সকলে। কোথা রাজা হরিশ্চন্দ্র রক্ষ অবলারে;
কর ত্রাণ, যায় প্রাণ বনের মাঝারে।

[একে একে সকলের পতন।

ধনুর্ব্বাণ হস্তে বেগে হরিশ্চন্দ্রের প্রবেশ।

হরিশ্চন্দ্র। কই—কই, কোথা হতে হেন
আর্ত্ত-নারী-কণ্ঠস্বর পশিল শ্রবণে?
বিপদে বিপন্নজনে করিতে উদ্ধার,
ধরিয়াছে হরিশ্চন্দ্র এই ধনুঃশর।

অপ্সরাগণ। মহারাজ! মহারাজ!
রক্ষ'—রক্ষ'—যায় প্রাণ এ ঘোর সঙ্কটে।

হরিশ্চন্দ্র। [স্বগত] একি অসম্ভব!
শান্তিময় পূত তপোবনে,
এখানেতে অত্যাচার রমণীর প্রতি?

অপ্সরাগণ। হায়! হায়! যায় প্রাণ।
কেহ নাহি করিবারে ত্রাণ?
ধিক্—ধিক্—শতধিক্ হরিশ্চন্দ্র নামে!

হরিশ্চন্দ্র। এখনো কি রয়েছি নিদ্রিত?
এখনো কি ভাঙ্গেনি স্বপন?
এখনো কি কাটেনি কুহক?

অপ্সরাগণ। হায়! নাহি বুঝি হরিশ্চন্দ্র বিপন্ন-রক্ষক,
থাকিলে কি নারী প্রতি হয় অত্যাচার?

হরিশ্চন্দ্র। মাভৈঃ মাভৈঃ। ভয় কর পরিহার,
এই আমি হরিশ্চন্দ্র এসেছি রখিতে।
[নিকটে গিয়া সবিস্ময়ে]
একি দেখি! একি দেখি!
দিব্যমূর্ত্তি পঞ্চনারী ভূতলে পতিতা,
কর-পদ লতাজালে রয়েছে জড়িতা।
[প্রকাশ্যে]
কহ, কহ ত্বরা করি' রমণী সকল!
কে করিল তোমাদের হেন নিপীড়ন ?

১ম অপ্সরা। কি কহিব দুঃখের কাহিনী ?
তপোবন সন্দর্শনে আসিনু আমরা,
ক্রুদ্ধ মুনি বিশ্বামিত্র বিনা অপরাধে,
করিয়াছে হেন দশা, হের নরনাথ!

হরিশ্চন্দ্র। [স্বগত]
কি কর্ত্তব্য এবে মম ?
একদিকে—বিপ্র ক্রোধানল,
একদিকে—বিপন্ন-রক্ষণ ;
একদিকে—বিনশ্বর দেহ
হয় ত হইবে আজি ভস্মে পরিণত
আর একদিকে—
ক্ষত্রের কর্ত্তব্য—নিজ প্রাণ বিসর্জ্জিয়া,
আপদে আপন্ন জনে করিতে উদ্ধার—
হই হব ভস্মীভূত,
তবু আজি ক্ষত্র-ব্রত করিব পালন।



হরিশ্চন্দ্র। দিব্যমূর্ত্তি পঞ্চনারী ভূতলে পতিতা,
কর-পদ লতাজালে রয়েছে জড়িতা।

[হরিশ্চন্দ্র ৩য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য ৭০ পৃষ্ঠা।

Burman Press, Calcutta.

১ম অপ্সরা। কই মহারাজ! বিপন্ন-রক্ষণ।
বিশ্বামিত্র নাম শুনি',
ভীত হ'য়ে ক্ষাত্র-ধর্ম্ম করিবে লঙ্ঘন?

হরিশ্চন্দ্র। না—না—কখনই নহে,
ক্ষাত্র-ধর্ম্ম করিব পালন।
এই আমি একে একে সকলের
করিতেছি বন্ধন মোচন।

[অপ্সরাগণের বন্ধন মোচন।]

অপ্সরাগণ।—[সহসা দিব্যমূর্ত্তি ধরিয়া]

গান।

জয় জয় সূর্য্যকুল-গৌরব-কেতন।
করিলে বিপন্ন-বিপদ বারণ॥
আমরা কামিনী সুরপুরবাসিনী,
বাসব-অভিশাপে আসিনু ধরণী,
তব কর-পরশে হইনু আজি হে সেই শাপ-বিমোচন।
এবে পুলকে পলকে ত্যজিয়ে ভূলোকে,
করিব সুরলোকে গমন॥

[অন্তর্দ্ধান।

ক্রোধে-কম্পিত কলেবরে রুদ্রমূর্ত্তিতে বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র। [প্রবেশ পথ হইতে]
কে রে—কে রে তুই! মৃত্যু আলিঙ্গিতে
কুণ্ডলিত ফণিপুচ্ছ করিলি ধারণ?
কোন্ ক্ষুদ্র পতঙ্গম তুই,
প্রজ্বলিত প্রচণ্ড পাবকে

স্ব-ইচ্ছায় নিজ প্রাণ দিলি রে আহুতি ?
কোন্ অন্ধ দুর্ব্বুদ্ধি রে।
আজি দুর্ব্বুদ্ধির বশে
উত্তাল তরঙ্গ-সিন্ধু বারিধি-জীবনে
জীবন-তরণী আজ দিলি ভাসাইয়া ?

[হরিশ্চন্দ্রের নিকটে আগমন, হরিশ্চন্দ্রের সভয়ে কম্পন]

[সরোষে] কে ? কে ? তুমি ! তুমি ? হুঁ
কি এত স্পর্দ্ধা তোর ?

[আরক্ত নেত্রে একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত]

হরিশ্চন্দ্র। [করযোড়ে] আমি ওই চরণের দাস।
কবি প্রভু, পদে প্রণিপাত। [প্রণাম]

বিশ্বামিত্র। বিনিপাত আশীর্ব্বাদ তব।

হরিশ্চন্দ্র। ক্রোধ সম্বরণ কর, ঋষিবর !
স্বধর্ম্ম পালিয়ে
বিনিপাত নাহি লভে কভু সূর্য্যবংশধর।

বিশ্বামিত্র। কি ! এত গর্ব্ব ? এত স্পর্দ্ধা ?

হরিশ্চন্দ্র। গর্ব্ব নয়--স্পর্দ্ধা নয়,
জানি মাত্র স্বধর্ম্ম-রক্ষণ।

বিশ্বামিত্র। আচ্ছা "কস্তে ধর্ম্মঃ" ?

হরিশ্চন্দ্র। বিপন্নোদ্ধরণং কার্য্যং, দানং যুদ্ধং জানিহি মে।

বিশ্বামিত্র। বটে ? বটে ? ধর্ম্মগর্ব্বে এতদূর উদ্ধত ?

হরিশ্চন্দ্র। গর্ব্ব কি সত্য, প্রভুর বিচার সাপেক্ষ।

বিশ্বামিত্র। এখনও বাক্-চাতুর্য্য ?

হরিশ্চন্দ্র। সে শিক্ষা হরিশ্চন্দ্র লাভ করেনি।

বিশ্বামিত্র। "আজন্মনঃ শাঠ্যং" কাদের তবে?

হরিশ্চন্দ্র। যে কলঙ্ক মসী-রেখা সূর্য্যবংশধরেরা কখনও অঙ্গে ধারণ করে নাই —

বিশ্বামিত্র। করে নাই?

হরিশ্চন্দ্র। কখনই না।

বিশ্বামিত্র। কখনই না?

হরিশ্চন্দ্র। কখনই না।

বিশ্বামিত্র। আশ্রম রক্ষা তবে কাদের ধর্ম্ম?

হরিশ্চন্দ্র। ক্ষত্রিয়ের।

বিশ্বামিত্র। সে ধর্ম্ম আজ তুমি পালন করেছ?

হরিশ্চন্দ্র। জ্ঞান বিশ্বাস মতে যতদূর কর্ত্তব্য, তা' বোধ হয় করেছি।

বিশ্বামিত্র। করেছ?

হরিশ্চন্দ্র। জ্ঞানতঃ সম্ভবতঃ কোন ত্রুটি হয় নি।

বিশ্বামিত্র। ওঃ! এত অহঙ্কার?

হরিশ্চন্দ্র। সত্যকথা বলবার অধিকার হ'তে এখনও বোধ হয়, প্রভু, বিচ্যুত হ'তে দেখেন নি।

বিশ্বামিত্র। এখনও কি সুশীতল-বিনয় নাম চাতুর্য্যের সাদা আবরণে নিজ প্রদীপ্ত গর্ব্ব বহ্নিকে আবৃত রাখতে চেষ্টা পাচ্ছ না?

হরিশ্চন্দ্র। প্রভো! একটু শান্তভাব অবলম্বন করলেই এ সন্দেহের অপনোদন পক্ষে কিছুমাত্র বিলম্ব হবে না।

বিশ্বামিত্র। শুধু কথায়, না কার্য্যে?

হরিশ্চন্দ্র। কার্য্যে।

বিশ্বামিত্র। ঠিক?

হরিশ্চন্দ্র। নতুবা ভস্ম হ'ব।

বিশ্বামিত্র। দেখো যেন—

হরিশ্চন্দ্র। প্রভু! পরীক্ষা করুন।

বিশ্বামিত্র। এখনও সাবধান কবছি।

হরিশ্চন্দ্র। সন্দেহ দূর করুন।

বিশ্বামিত্র। জান, তুমি আজ আমার নিকটে কি গুরুতর দোষে দোষী?

হরিশ্চন্দ্র। না, এখনও ত প্রভু সে দোষের উল্লেখ করেন নাই।

বিশ্বামিত্র। রমণীগণের বন্ধন মোচন?

হরিশ্চন্দ্র। ভয়ার্ত্ত শরণাগতকে উদ্ধার করা কি দোষ?

বিশ্বামিত্র। তা' হ'লেও দেশ, কাল, পাত্র, ক্ষেত্র, কার্য্য এ সমস্ত বিবেচনা করা মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের বোধ হয়, নিতান্ত উচিত ছিল।

হরিশ্চন্দ্র। বিপন্না অবলা উদ্ধারের সময়েও কি সে বিবেচনা করা প্রভুর অনুমোদিত?

বিশ্বামিত্র। হাঁ, নিশ্চয়ই। তুমি কি জান না যে, আজ তোমাকে সশস্ত্র প্রহরী-কার্য্যে কেন এখানে নিযুক্ত করেছিলাম?

হরিশ্চন্দ্র। জানি, প্রভুর ত্রিবিদ্যা-সাধনের বিঘ্ন দূর করতে।

বিশ্বামিত্র। তা' আজ তোমার সে কর্ত্তব্য বিশেষরূপেই প্রতিপালন করেছ?

হরিশ্চন্দ্র। বুঝতে পারছি না, বুঝিয়ে দিন, কি কর্ত্তব্য ভঙ্গ করেছি।

বিশ্বামিত্র। এখনও বুঝতে পারনি? আজ তুমি আমার সর্ব্বনাশ সাধন করেছ, আমার এতদিনের আকাঙ্ক্ষিত, এতদিনের সাধনা, আজ তুমি সমস্তই নষ্ট করেছ। অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দাও যে, এখনও তুমি বিশ্বামিত্রের সম্মুখে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রয়েছ। তোমার পূর্ব্বজন্মের

পুণ্যবলকে সহস্রবার ধন্যবাদ দাও যে, এখনও তুমি বিশ্বামিত্রের রোষ-কটাক্ষের জ্বালাময় বহ্নিমুখে পতিত হ'য়ে ভস্মে পরিণত হওনি।

হরিশ্চন্দ্র। অন্যায়ের দণ্ডদান প্রভুর সম্পূর্ণ করায়ত্ত; সে দণ্ড গ্রহণের জন্য হরিশ্চন্দ্র সম্পূর্ণ প্রস্তুত; কিন্তু সেই দণ্ড প্রদানের পূর্ব্বে এই হতভাগ্য তার আত্মকৃত দোষের বিষয় একবার প্রভুর মুখে শুন্‌তে চায়।

বিশ্বামিত্র। বেশ শোন, যে রমণীগণকে তুমি আজ নিজ অবিমৃষ্য অভিমানরূপ দুর্ব্বুদ্ধির বশে বন্ধনমুক্ত ক'রে, স্বকর্ত্তব্য পালনরূপ মহাদম্ভে পতিত হ'য়ে আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করছ, জেনো সেই পঞ্চ রমণীই আমার ত্রিবিদ্যা-সাধনের প্রধান উপাদান; তাদিগে ওই ভাবে লতাপাশে বদ্ধ রেখে ত্রিবিদ্যা-সাধন করাই নিয়ম। এখন বুঝ্‌তে পার্‌লে যে, তুমিই আমার সেই নিয়ম ভঙ্গ ক'রে আজ আমার সেই সাধন চিরদিনের মত রুদ্ধ ক'রে দিয়েছ? আর্ত্তত্রাণের গর্ব্ব ক'রে তুমি আজ যে ক্ষাত্রধর্ম্ম-বিগর্হিত পথে পদার্পণ করেছ, সে মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত-ফল তোমার সম্মুখে বর্ত্তমান। বলি ক্ষত্রাভিমানী মদদৃপ্ত দুর্ব্বুদ্ধি! ঋষিগণের তপোবিঘ্ন দূর করা ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম, না তপোনষ্ট করা ক্ষাত্রধর্ম্ম? তুমি আজ সেই ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করেছ কি না? নীরব কেন? উত্তর দাও। পৃথিবী-পালক সম্রাট তুচ্ছ ফলমূলাশী চীরবল্কলপরিহিত দীন বিশ্বামিত্রের ক্ষুদ্র তপোবনে দাঁড়িয়ে সামান্য বাক্যোত্তর দানে আজ নিরস্ত কেন? সশস্ত্র বীরত্বদর্পিত সূর্য্যকুলগৌরব! আজ এই অস্ত্রশূন্য দুর্ব্বল বিশ্বামিত্রকে এত ভয় কেন? জানিস্ নরাধম! তুই ভেবেছিস্ কি? তোরই অজ্ঞানান্ধকার দূর করবার জন্য, তোর ক্ষাত্রধর্ম্মাভিমান বিনষ্ট করবার জন্য এবং তোর ওই আজন্ম-শিক্ষিত শাঠ্য-দর্প খর্ব্ব করবার নিমিত্ত রাজর্ষি বিশ্বামিত্র আমি তোকে সমুচিত শিক্ষা দিতে তোরই সম্মুখে সাক্ষাৎ কালান্তকারী কৃতান্তের ন্যায় স্বশরীরে দণ্ডায়মান।

হরিশ্চন্দ্র। দণ্ডযোগ্য হ'লে এখনই—এই দণ্ডেই সে দণ্ড গ্রহণের জন্য প্রস্তুতই রয়েছি।

বিশ্বামিত্র। উঃ, এতদূর স্পর্দ্ধা! এতদূর গর্ব্ব যে, আজ উগ্রতপা বিপ্রবহ্নি রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের সম্মুখে এখনও ক্ষত্রকুলকলঙ্ক, সূর্য্যকুল-গ্লানি, সামান্য কীটাদপিকীট ক্ষুদ্র পতঙ্গের উন্নত কিরীটপ্রদীপ্ত মুখ-মণ্ডল এখনও ভস্মে পরিণত হয়নি? দাম্ভিক! এখনও উদ্ধত বাক্য-জাল বিস্তারপূর্ব্বক নিজ অহমিকা ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে সমর্থ হচ্ছ? ধিক্ ধিক্ বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মণ্য তেজসংরক্ষণে। ধিক্ ধিক্ চণ্ডালযাজী বিশ্বামিত্রের ত্রিবিদ্যা-সাধনে! কই, কই সেই কালানলোদ্দীপ্ত বিশ্বামিত্রের বিশ্ব-বিধ্বংসী নেত্রবহ্নি কই? বুঝি, নাই—নাই—নাই, সেই ত্র্যম্বক-ত্রিনেত্রোত্থিত সদ্যঃ কন্দর্প-বিনাশী অগ্নিশিখা সদৃশ বিশ্বামিত্রের নেত্রানল আজ চিরদিনের মত নির্ব্বাপিত হয়েছে—ওঃ।

[ক্রোধে কম্পন]

হরিশ্চন্দ্র। রাজর্ষি-প্রধান!
প্রণিধান কর, ধর শান্তভাব;
পদতলে হইনু পতিত।
দোষাদোষ করুন বিচার।

বিশ্বামিত্র। আবার—আবার
মম ভ্রান্তি করি' প্রদর্শন
নিজ ভ্রান্তি করিস্ আবৃত?
আরে আরে ভ্রান্ত কুলাঙ্গার।
অহঙ্কার না টুটিল তব?
ফুটিল না এখনও পাপ-অন্ধ আঁখি?
দেখি—দেখি, এইবার

বিশ্বামিত্র ক্রোধানল হ'তে
রক্ষা করে কেবা আজি তোরে।

হরিশ্চন্দ্র। [স্বগত] হায়! না পারি বুঝিতে আমি-
কোন্ দোষে দোষী ঋষিপদে?
ঋষি-বাক্য শাস্ত্রীয় বচন,
বিপন্ন-উদ্ধার-ব্রত ক্ষত্রিয়গণের;
সেই ব্রত করিয়া পালন
হই যদি অপরাধী,
বিধি বাদী জানি ভাগ্যমতে;
নহে কোন দোষে কভু আমি দোষী।
তবে হায়! হেন নির্দোষীর প্রতি,
কেন জলে ঋষি-ক্রোধানল!

বিশ্বামিত্র। তিষ্ঠ, তিষ্ঠ রে দাম্ভিক!

হরিশ্চন্দ্র। দম্ভ নহে, তপোধন, প্রার্থনা আমার।

বিশ্বামিত্র। ভস্ম হ'তে হয়েছে কি আজি আকিঞ্চন?

হরিশ্চন্দ্র। সুবিচার কর, প্রভো, যাচে অকিঞ্চন।

বিশ্বামিত্র। অবিচার নাহি জানে বিশ্বামিত্র কভু।

হরিশ্চন্দ্র। সে বিশ্বাসভঞ্জন আজি কেন কর, প্রভু?

বিশ্বামিত্র। কি—এখনও বিশ্বাসে অবিশ্বাস? গর্ব্বিত কুলকুলাঙ্গার! এখনও সম্পূর্ণরূপে ধারণা যে, আমি তোর প্রতি ন্যায়-পদ্ধতি-বিগর্হিত আচরণ করতে প্রবৃত্ত? বর্ব্বর! দাম্ভিক! এখনও দাম্ভিকতা প্রকাশে উদ্যত?

হরিশ্চন্দ্র। চিরদাসের সংশয় ভঞ্জন করুন, প্রভু।

বিশ্বামিত্র। আচ্ছা, পুনরায় জিজ্ঞাসা করছি, ঠিক উত্তর দাও।

হরিশ্চন্দ্র। আজ্ঞা করুন।

বিশ্বামিত্র। কস্তে ধর্ম্ম ?

হরিশ্চন্দ্র। বিপন্নোদ্ধরণং কার্য্যং যুক্তং দানং জানীহি মে।

বিশ্বামিত্র। দানং ? আচ্ছা—দেখ্‌ব তুমি কত বড় দাতা।

হরিশ্চন্দ্র। আমি নিতান্ত ক্ষুদ্রচেতা।

বিশ্বামিত্র। বৃথা বাক্যাড়ম্বর পরিত্যাগ কর, উত্তর দাও, তুমি কি কি দান কর্‌তে পার ?

হরিশ্চন্দ্র। প্রাণ পর্য্যন্ত।

বিশ্বামিত্র। সে দানে গ্রহীতার কি সুখ ? বাতাসের সঙ্গে সে দানের কিছু সম্বন্ধ থাক্‌তে পারে।

হরিশ্চন্দ্র। তবে সর্ব্বস্ব।

বিশ্বামিত্র। সাবধান, এখনও ভাব্‌বার—বুঝ্‌বার সময় আছে। এখনও সে অবকাশ তোমায় স্ব-ইচ্ছায় প্রদান কর্‌ছি।

হরিশ্চন্দ্র। দানের এমন উপযুক্ত পাত্রকে অনায়াসে লাভ ক'রে যে হতভাগ্য সে দান প্রদানের অবসর পরিত্যাগ কর্‌তে চায়, তা'র জন্য বুঝি এখনও নূতন নরক সৃষ্ট হয়নি।

বিশ্বামিত্র। এখনি সপ্রমাণ হবে। দেখ্‌ব মহারাজ, বাক্যচ্ছটা অপেক্ষা কার্য্যে পরিণত কর্‌বার শক্তি মহারাজের কতদূর আয়ত্ত আছে। কিন্তু এখনও বল্‌ছি, ভাব্‌বার—বুঝ্‌বার অবসর এখনও তোমার সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান আছে। কার্য্য ক'রে অনুশোচনা অপেক্ষা পূর্ব্বে বিবেচনা করা বিশেষ বুদ্ধিমানের কার্য্য।

হরিশ্চন্দ্র। [করযোড়ে] প্রভু ! একবার আদেশ করুন, সামান্য রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, ধন গৌরব এর কোন্‌টী প্রদান ক'রে আজ হতভাগ্য হরিশ্চন্দ্র আপনাকে সৌভাগ্যবান্ ব'লে মনে কর্‌বে।

বিশ্বামিত্র। বটে!

হরিশ্চন্দ্র। [করযোড়ে কৃতাঞ্জলি] যতই বিলম্ব কর্‌ছেন, ততই সেই দান-লোভ এই দুর্ব্বল হৃদয়ে অদম্য হ'য়ে উঠ্‌ছে।

বিশ্বামিত্র। ভাল—ভাল, তবে শোন, তুমি আজ আমার নিকটে যে অপরাধে অপরাধী, তার দণ্ড স্বরূপ আমাকে তোমার রাজ্য ঐশ্বর্য্য, ধনরত্ন—যা' কিছু তোমার বল্‌তে—কেবল তোমার স্ত্রী পুত্র ব্যতীত যে সমস্তই আমাকে আজ—এখনি—এই মুহূর্ত্তে হৃষ্টচিত্তে সম্প্রদান কর।

হরিশ্চন্দ্র। আমি আজ পরমানন্দের সহিত হৃষ্টচিত্তে আমার রাজ্য ঐশ্বর্য্য ধনরত্ন—কেবল এক শৈব্যা আর রোহিতাশ্ব ব্যতীত সে সমস্তই ওই শ্রীচরণে সম্প্রদান কর্‌লেম।

বিশ্বামিত্র। কর্‌লে? এখনও বল্‌ছি, ঠিক্ বল। মস্তিষ্ক বিকৃত হয়নি ত?

হরিশ্চন্দ্র। আজ্ঞে না, আমি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ ভাবেই সর্ব্বস্ব ওই চরণে সমর্পণ কর্‌লেম।

বিশ্বামিত্র। দেখ, মহারাজ! যদিও তুমি এখন আর 'মহারাজ' সম্বোধন প্রাপ্ত হবার যোগ্য পাত্র নও, তবুও তোমাকে মহারাজ সম্বোধন ক'রে বল্‌ছি। মহারাজ! এখনও—

হরিশ্চন্দ্র। আর কেন এ রাজ-সম্বোধন, প্রভো?

বিশ্বামিত্র। ওঃ! তবে নিতান্ত দুঃখ বোধ কর্‌চ?

হরিশ্চন্দ্র। না প্রভু, সুখের শেষ-সীমারোহণ করেছি।

বিশ্বামিত্র। বেশ তাই হোক। এখন তোমার অযোধ্যা-সিংহাসন শূন্য, আমিও আজ সে শূন্যস্থান অধিকার কর্‌ব; তুমি তোমার পত্নী পুত্র সঙ্গে ক'রে এই মুহূর্ত্তে—অর্থাৎ অযোধ্যার তোরণ-দ্বার ব্যতীত পুরীমধ্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ। বিবেচনাপূর্ব্বক সেস্থান হ'তে যে ভাবে পার

তুমি সস্ত্রীক এবং সপুত্রক অযোধ্যা-রাজ্য হ'তে, চির-নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হ'য়ে প্রস্থান করবে। এই তোমার সমুচিত কর্ম্মফল, এই তোমার সমুচিত অব্যর্থ নিয়তির লিপি, এই তোমার সমুচিত শাস্তি বিধান।

হরিশ্চন্দ্র। [সানন্দে] হায় ভগবন্! এই যদি শাস্তি-বিধান, তবে আর শান্তির নিদান কোথা পাব? যে বাড়বানলের আশঙ্কায় কেহ জলধিজলে ডুব দিতে চায় না, আজ সেই জলধির জল হিমানীবৎ সুশীতল, শান্ত প্রশান্ত, স্থির। যে রুক্ষ উত্তপ্ত বালুকাময় মরু-প্রান্তরে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সম তীব্র বিষাক্ত বাত্যাভয়ে ভীত প্রাণীপুঞ্জ সে পথে আদৌ অগ্রসর হতে সমর্থ হয় না, তা'রা দেখুক্, সেই রুক্ষ উত্তপ্ত বালুকাময় মরু-প্রান্তরে আজ সুশীতল প্রবাহিণী কেমন সমীরণ-সেবিত হ'য়ে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে কি না? তারা দেখুক্ যে, সেই অগ্নিপ্রবাহ সম তীব্র বিষাক্ত বাত্যা আজ মৃদুল মারুতরূপে মৃদুমন্দ প্রবাহিত হচ্ছে কি না।

বিশ্বামিত্র। ও কি মহারাজ! অমন্ শ্বাস-প্রশ্বাস নিরোধ কেন?

হরিশ্চন্দ্র। শান্তির সুশীতল সলিলে সন্তরণ কর্‌ছি। আজ আমি মেঘমুক্ত সুবিমল শশধর, আজ আমি কুয়াসা নির্ম্মুক্ত ভাস্বর ভাস্কর! আর কোন চিন্তা, কোন ভাবনা নাই, আজ আমি পিঞ্জর-মুক্ত বিহঙ্গ সম স্বাধীন সুস্থির। রাজ্য ঐশ্বর্য্য ভোগ-বাসনার জ্বালাময় হ্রদ হইতে উত্তীর্ণ হ'য়ে প্রশান্ত সাগর-সলিলে ভাসমান্ রয়েছি। আজ যেন মস্তক হ'তে আমার বিষম পর্ব্বত-ভার অপসৃত হ'য়ে গেছে। আজ যথার্থ হরিশ্চন্দ্র সুখের আস্বাদন লাভ করতে পেরেছে।

বিশ্বামিত্র। [স্বগত] কে এ? এ কি যথার্থ সসাগরা ধরার অধীশ্বর হরিশ্চন্দ্র, না ভোগবাসনা-বিসর্জ্জিত-চিত্ত সংযতমনা কোনও জিতেন্দ্রিয় ঋষি? এর অত্যাশ্চর্য্য ত্যাগ স্বীকার এবং ধৈর্য্যশক্তি

দর্শন ক'রে আমি যে বিশ্বামিত্র—আমিও নিতান্ত বিস্মিত হয়েছি। যা' হ'ক, একে শেষ পর্য্যন্ত পরীক্ষা করতে হবে—এখনও ভীষণ পরীক্ষা সম্মুখে। দেখ্‌ব—ধৈর্য্যের সীমা কত দূরে শেষ হয়েছে। [প্রকাশ্যে] ভাল মহারাজ—না না ভুল হয়েছে—হরিশ্চন্দ্র! সর্ব্বস্ব দান ক'রে দাতৃত্ব-শক্তি প্রকাশ করেছ বটে, কিন্তু দক্ষিণাশূন্য যে দান, সে দান নিতান্ত নিষ্ফল; সুতরাং দানের উপযোগী দক্ষিণা প্রদান করা তোমার কর্ত্তব্য। মনে থাকে যেন, একমাত্র পত্নীপুত্র ভিন্ন পৃথিবীর আর কোন পদার্থে—এমন কি সামান্য তৃণমুষ্টিতেও তোমার কোন অধিকার নাই। বল, এখন কি দক্ষিণা প্রদান করবে?

হরিশ্চন্দ্র। সহস্র সুবর্ণমুদ্রা ওই চরণে প্রদান করব।

বিশ্বামিত্র। তুমি এখন মুষ্টিমেয় ভিক্ষুক অপেক্ষাও দরিদ্র, তা' জান? কেন না তা'রা অন্ততঃ অরণ্য মধ্যে পর্ণকুটীরবাসী হ'য়েও গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা ক'রে নিজ নিজ জীবিকা-নির্ব্বাহ করতে পারে; কিন্তু তোমার যে সে পথও চিররুদ্ধ। তোমার ত দেখ্‌ছি, এই বিশাল পৃথিবী মধ্যে সামান্য সূচ্যগ্র ভূমিতে পর্য্যন্ত দাঁড়াবার তিলমাত্র স্থান নাই; তারপর তুমি নিজের এবং পত্নীপুত্রের জীবিকা নির্ব্বাহ ক'রে আমার সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা দক্ষিণা প্রদান করবে, এ কথা একমাত্র উন্মত্তের মুখনিঃসৃত প্রলাপবাক্য ভিন্ন আর কি বলা যেতে পারে?

হরিশ্চন্দ্র। কৃপা ক'রে একমাস মাত্র অবসর দিন, তার মধ্যে যে ভাবে পারি, সেইভাবে ওই শ্রীপাদপদ্মে দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক সে ঋণ হ'তে মুক্তিলাভ করব।

বিশ্বামিত্র। বেশ, না হয় একমাস সময় তোমায় দিলাম; কিন্তু তুমি প্রথমতঃ আমাকে এই উত্তর দাও দেখি, তুমি এই পৃথিবীর মধ্যে দাঁড়াবে কোথা?

হরিশ্চন্দ্র। পৃথিবীর বহির্ভূত, শিবের আশ্রিত পরমক্ষেত্র বারাণসী-ধামে।

বিশ্বামিত্র। হাঁ, তা' হ'তে পারে। ধরাতলের ফণীফণা হ'তে, কেশাগ্র-সহস্র-সূক্ষ্ম অণু পরিমাণ ব্যবধান আছে ব'লে শাস্ত্রদর্শীমাত্রেই বারাণসীকে অন্তরীক্ষ-পুরী ব'লে থাকে; তা' তুমি বেশ বিবেচনা করেছ। আচ্ছা, একমাস মাত্র সময় দিলেম, কিন্তু তা'র পরে আর এক মুহূর্ত্তও নয়, এ কথা যেন বিশেষ স্মরণ থাকে। এখন তুমি অযোধ্যায় যাও, এবং অমাত্যবর্গ প্রকৃতিবর্গ সকলকে ঘোষণা ক'রে দাও যে, আজ হ'তে অযোধ্যার সিংহাসন রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের অধিকৃত, কেহ যেন কোন বিরুদ্ধাচরণ করে না। যাও, আর বক্তব্য কিছুই নাই, আমি শীঘ্রই তোমার সহিত সাক্ষাৎ কর্‌ব। এখন আমি কার্য্যান্তরে চল্লেম।

[প্রস্থান।

হরিশ্চন্দ্র। [উদ্দেশে] কৃপার আধার। করুণাসাগর। দয়াময় মহর্ষে! কে বলে তুমি ক্রোধ-বহ্নি বিশ্বামিত্র! কে বলে তুমি প্রখর করোদ্দীপ্ত প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড? ভুল—ভুল—সম্পূর্ণ ভুল। আজ তুমি কৃপা ক'রে আমাকে যে পবিত্র শান্তি-মন্দিরে যাবার পথ দেখিয়ে দিয়েছ, আজ তুমি আমার পিপাসু প্রাণে যে শান্তির সুধাধারা সহস্র ধারায় ঢেলে দিয়েছ, আজ তুমি আমার মস্তক হ'তে যে কঠিন গুরুভার অবতরণ ক'রে নিয়েছ, এতেও যদি তোমাকে লোকে ক্রোধবহ্নি বিশ্বামিত্র বলে, এতেও যদি তোমাকে লোকে প্রজ্জলিত-পাবক সদৃশ কালান্তক কৃতান্ত বলে, তবে—তবে আর কৃপাসিন্ধু, দয়ার সাগর কা'কে বল্‌ব? প্রভু! প্রভু! রাজর্ষি বিশ্বামিত্র! তোমাকে যে যা' বলে বলুক; কিন্তু আমার নিকটে তুমি করুণার অবতার, কৃপার

অনন্ত-পারাবার, সংসার-পারাবার পার হ'তে যদি কোন দিন পারি, তবে—তবে এক সে তোমারই করুণায়—তবে—তবে সে এক তোমারি কৃপায়। আর এই সূর্য্যবংশের প্রতি যে আপনার অপার করুণা, আমার পিতা ত্রিশঙ্কুই তা'র নিদর্শন। বশিষ্ঠ গুরুর অভিশাপে আমার পিতা চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হ'লেও কেবল একমাত্র আপনি করুণা ক'রে তাঁর যজ্ঞে যাজক-পদ গ্রহণ ক'রে তাঁকে ধন্য করেন; এমন কি যজ্ঞান্তে তাঁকে সশরীরে স্বর্গেও প্রেরণ করেন, কিন্তু দেবগণ আমার পিতাকে স্বর্গ হ'তে নিক্ষেপ কর্‌লে আপনি স্বীয় বিপুল তপোবলে আমার পিতাকে উর্দ্ধে অবস্থিত রেখে তাঁর বাসের জন্য সেই মধ্যপথেই সপ্তর্ষি-মণ্ডল নামক নবস্বর্গ সৃজন করেছিলেন। তাই বলি, আমাদের বংশের প্রতি আপনার অপার করুণা, আপনি যে আজ আমার মস্তক হ'তে নানা দুশ্চিন্তাপূর্ণ এই বিষম রাজ্যভার নামিয়ে নিলেন, এ-ও আপনার এক অপার করুণা ভিন্ন আর কিছুই নয়। হায়! বাহ্য সাম্রাজ্য-মদ-গর্ব্বিত রাজন্যবর্গ! দেখ, দেখ, একবার চেয়ে দেখ—রাজ্যসুখ প্রকৃত সুখ, না সেই রাজ্যসুখ পরিত্যাগ করাই প্রকৃত সুখ। যদি সন্দেহ থাকে, তা' হ'লে একবার এই হরিশ্চন্দ্রের দিকে একবার মাত্র চেয়ে দেখ, তবেই সকল সন্দেহ ভঞ্জন হবে, তবেই তোমাদের ভোগ বাসনার সুখ চিরতরে অবসান হবে। আর না, আর এ সাকেতধাম পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নয়। যাই, আমি বিশৃঙ্খল সৈন্যগণকে একত্র ক'রে অযোধ্যায় গমন করি। [যাইতে যাইতে] জয় মহর্ষি বিশ্বামিত্রের জয়। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" কর্ম্মফল তাঁর করে দিয়ে আজ আমি সকল কর্ম্ম হ'তে অবসর গ্রহণ করি—জয় জগদীশ হরে!

[নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

তপোবন-পথ।

অধর্ম্ম ও মিথ্যার প্রবেশ।

অধর্ম্ম। এবার শালাকে কেমন জব্দ করেছি বোল্‌ত, শালী?

মিথ্যা। সে ত মোর বাহাদুরী, রে শালা! আমি একটা মায়া-মৃগী সেজে লাফিয়ে লাফিয়ে আগু আগু তপোবনে গিয়ে ঢুক্‌নু, তাই ত বেটীরা মোর পেছু পেছু সেথায় গিয়ে হাজির হ'ল। অম্‌নি আর যায় কোথা, হাতে-পায়ে লতা জড়িয়ে গেল। আর তখন সব চিল্লাতে লাগ্‌ল, তাতেই ত রাজা সেথায় এসে খাড়া হ'ল।

অধর্ম্ম। আর মোর কের্দ্দানীটে শোন্‌ তবে; তুই, যেম্‌নি বেটীদের নিয়ে বনে ঢুক্‌লি—মুই অমনি বাতাস হ'য়ে নাকের ছেঁদা দিয়ে বিশ্বামিত্তিরের পেটের ভিতর ঢুক্‌লুম, ক্রোধ মিন্সের সাথেও আগু-তেই ভালবাসা পাতিয়েছিনু; সে-ও মোর সাথে তার পেটের ভেঁতর ঢুক্‌ল! অম্‌নি আগুন্‌-অবতার—সব ছার খার, রাজা ব্যাটার রাজ্যি নিয়ে নিলে—এক দম্‌ পথের ভিখারী। ধর্ম্ম শালার এবার দাঁত-কপাটী, এখন একটীবার পেলে শালার দাঁত-কপাটী ভেঙ্গে দি।

মিথ্যা। সে ত দিবি, এখন মোকে রাণী কর্‌বি ব'লে যে বাহাদুরী ফেঁদেছিলি, তা'র কি কর্‌ছিস্‌?

অধর্ম্ম। সে মতলব পাকিয়ে রেখেছি। তুই শালী মিথ্যা-সুন্দরী—তোরে শালী, এক দম্‌ অযোধ্যার পাটরাণী ক'রে ফেল্‌ব। তুই শালী রাণী সেজে মোর পাশে ব'সে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাস্‌বি, আর মুই শালা

তোর পা দু'খানি ধ'রে মাথার উপর ক'রে রাখ্‌বে। দেখ্‌বে, তুই কত বড় মর্দ্দানী-শালী।

মিথ্যা। কেৰ্দ্দানী রাখ্‌না, শালা! তোরে রাজ্যি দেবার তরে ব'সে আছে আর কি!

অধর্ম্ম। তবে আর এত কষ্ট কিসের তরে কর্‌লেম রে, শালী? এই এখনি মোর সাথে চল্‌না, দেখ্‌বি রাজ-সিংহাসন নিয়ে মোর তরে ব'সে আছে। যেমনি যাব, অম্‌নিটী চেপে ব'সে পড়্‌ব। তুই শালী রাণীর পোষাক প'রে ঠিক্ হ'য়ে চ'।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অযোধ্যা—অন্তঃপুর-পথ।

গাইতে গাইতে মাখনার প্রবেশ।

গান।

মাখনা।—যাইরি লো ময়না, তোর সব কথা ফাঁকি।
বিয়ে ভরা দেখি, তোর দুটো মিঠে আঁখি॥

ময়নার প্রবেশ।

ময়না।—তুই ভুল বুঝেছিস্, তুই ভুল বুঝেছিস্,
ভুল বুঝে তুই মোরে প্রাণে মেরেছিস্।
মাখনা।—তুই মাথা খেয়েছিস্, তুই মাথা খেয়েছিস্,
তুই বুকের ভেতর মিছরির ছুরী বসিয়ে দিয়েছিস্॥
ময়না।—তা' নইলে কি তোরে এই হৃদয়পুরে রাখি।
মাখনা।—তুই জ্যান্তে মেরিছিস্, তুই জ্যান্তে মেরেছিস্,
ময়না।—আমার সরল প্রাণে তুই যে বড় দাগা দিয়েছিস্;
মাখনা।—সব দিয়ে হয়েছি ফকির আর নাই কিছু বাকী॥

ময়না। মাইরি মাখ্‌না—তুই দিন্ দিন্ কি হ'য়ে যাচ্ছিস্, বল্ দেখি? তোর অমন চিকণ-চাকণ দেহখানা যেন শুক্‌নো আমচুর হ'য়ে যাচ্ছে! তুই কিছু খাস্‌নি বুঝি? রাত্তিরে ঘুমুস্‌নি বুঝি?

মাখ্‌না। তা' তুইই জানিস্, যেদিন থেকে তুই ফুলের গ'ড়ে নিয়ে ঠমকে ঠমকে, ঝমকে ঝমকে তোর ঐ সরু কোমর দুলিয়ে রাজবাড়ীতে পা দিয়েছিস্, সেই—সেইদিন থেকে, এ মাখ্‌নার মুণ্ডু ঘুরে গেছে; সেদিন থেকেই মাখনার ক্ষিদে-তেষ্টা কিছুই নেই, তোর কথা ভেবে ভেবে সর্ব্বশরীর এমন আড়ষ্ট হয়—যেন পাথর, চেষ্টা কর্‌লেও বিছানায় পাশ ফির্‌তে পারিনে; বুক্‌টার ভেতর কেমন যেন হ্যাকচ্-প্যাকচ্ কর্‌তে থাকে; চোক দুটো দিয়ে যেন বর্ষাকালের মত বান ডেকে যায়!

ময়না। আর—আর চোখে সরষের ফুল দেখিস্‌নে?

মাখ্‌না। তা'র বদলে খালি ময়নার মুখ দেখ্‌তে পাই।

ময়না। দেখ্ মাখ্‌না! তুই আমায় বে কর্‌বি?

মাখ্‌না। [মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে সুরে] তুম্ তেনে নে নে—তেনে নে না।

গান।

ময়না।—মার্ ঠোক্‌না, মার্ ঠোক্‌না।
মাখনা।—তা মার্‌না, তা মার্‌না।
ময়না।—তুই শোন্‌না, তুই শোন্‌না।
মাখনা।—কি বল্‌না? কি বল্‌না।
ময়না।—বে' কর্‌বি না? বে' কর্‌বি না?
মাখনা।—মালা দেনা, মালা দেনা।
ময়না।—আর মেলে না, আর মেলে না।

মাধনা।—কেন? তা মেনে না, মেনেনা।

ময়না।—বোল্ জোটে না—বোল্ জোটে না।

মাধনা।—প্রাণ ওঠে না, প্রাণ ওঠে না।

ময়না।—ফুল ফোটে না, ফুল ফোটে না।

ঝাঁটা মারিনা, ঝাঁটা মারিনা।

মাধনা।—ওই রাণী মা, ওই রাণী মা।

ময়না।—ছুটে পালানা, ছুটে পালানা।

[উভয়ের পলায়ন]

চতুর্থ দৃশ্য।

অযোধ্যা—তোরণ-পথ।

গোপাল ও রোহিতাশ্বের প্রবেশ।

রোহিতাশ্ব। ও কি ডাক্‌ছে, গোপাল?

গোপাল। কালপেঁচা।

রোহিতাশ্ব। ওর স্বরটা ত বড় কড়া—কাণে যেন বিঁধ্‌ছে, ভাই!

গোপাল। শকুনি, গৃধিনী।

রোহিতাশ্ব। ভারি বিশ্রী চেহারা ত, দেখ্‌লে বড় ভয় হয়। ও কে কাঁদ্‌ছে, গোপাল?

গোপাল। রাজলক্ষ্মী।

রোহিতাশ্ব। কোন্ দুঃখে কাঁদ্‌ছে, ভাই?

গোপাল। একটু বাদেই জান্‌তে পার্‌বে।

রোহিতাশ্ব। আমার বুক্‌টার ভেতর কেন এমন কর্‌ছে, গোপাল?

গোপাল। হাত বুলিয়ে দেব, ভাই ?

রোহিতাশ্ব। না ভাই, হাত বুলিয়ে দিতে হবে না। বাবা কেন এখনো আস্‌ছে না, ভাই ? মা যে কেঁদে সারা হ'ল।

গোপাল। সময় হ'লেই আস্‌বে, ভাই।

রোহিতাশ্ব। সময় যে হ'য়ে গেছে। তিন দিন ছেড়ে আজ চার দিন হ'য়ে গেল, তা'তেই ত মা কাঁদ্‌ছে, তা'তেই ত বুকটা আমার এমনতর কর্‌ছে।

গোপাল। যে ভয়ঙ্কর ঋষি বিশ্বামিত্র, সে যখন ডেকে নিয়ে গেছে, তখন কি আর সহজে ছেড়ে দেবে ?

রোহিতাশ্ব। তবে কি বাবাকে ভস্ম ক'রে ফেল্‌বে ?

গোপাল। ভস্ম দূরের কথা, বিশ্বামিত্র ইচ্ছা কর্‌লে সবই কর্‌তে পারে।

রোহিতাশ্ব। তবে কি বাবাকে মেরে ফেল্‌বে ?

হরিশ্চন্দ্রের প্রবেশ।

হরিশ্চন্দ্র। এই যে আমি, এসেছি, বাপ্ ?

রোহিতাশ্ব। বাবা! বাবা! এত দেরী হ'ল কেন, বাবা ? মা যে কেঁদে কেঁদে সারা হ'ল।

হরিশ্চন্দ্র। তুমি এখনি তোমার মাকে ডেকে নিয়ে এস, সব কথা জান্‌তে পার্‌বে।

রোহিতাশ্ব। এমন সদরে মা কেমন ক'রে আস্‌বে, বাবা ?

হরিশ্চন্দ্র। আর এখন সদর-অন্দর নাই, বাবা! সুন্দর—অতি সুন্দর স্থান পেয়েছি, বাবা! সেখানে গিয়ে চিরশান্তি উপভোগ কর্‌ব। তুমি এখনি মহিষীকে ডেকে নিয়ে এস।

রোহিতাশ্ব। হাঁ বাবা, আমাদের এমন রাজবাড়ী ছাড়া কি আরও সুন্দর জায়গা আর কোথায়ও আছে, বাবা ?

হরিশ্চন্দ্র। আছে—আছে, বাবা! এ হ'তে আরও সুন্দর স্থান আছে।

রোহিতাশ্ব। সে কোথায়, বাবা ?

হরিশ্চন্দ্র। আগে ডেকে নিয়ে এস, তার পর সে স্থানের কথা শুন্‌বেখন।

রোহিতাশ্ব। এই যাচ্ছি, বাবা! এখনি মাকে ডেকে নিয়ে আস্‌ছি।

[প্রস্থান।

হরিশ্চন্দ্র। [স্বগত] হায়! ক্ষুদ্র প্রাণ, ক্ষুদ্র শিশু,
আনন্দের সুকোমল কোলে,
সুখ-শয্যা পাতি'
দিবানিশি ছিলে তুমি ঘোর নিদ্রাগত ;
কিন্তু—কিন্তু জান না, রে অবোধ বালক!
নিয়তির বস্ত্রাঞ্চলে লুক্কায়িত
তীব্রবিষ বিষধর উচ্চফণা তুলি'
এখনি দংশিবে তব কোমল শরীরে ;
পারিবে সহিতে তুমি সে বিষ-দংশন ?
জর্জ্জরিত হবে তুমি, কোমল কোরক!
[প্রকাশ্যে] ওকে বৎস গোপাল!
গোপাল, গোপাল, দেখ কি সুখের দিন!

রোহিতাশ্ব সহ শৈব্যার প্রবেশ।

হরিশ্চন্দ্র। এস শৈব্যা!

শৈব্যা। প্রণমে চরণে শৈব্যা। [প্রণাম]
ঋষিকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে ত হয়েছে সাধন ?
হয়নি ত কোনরূপ বিঘ্ন উৎপাদন ?

হরিশ্চন্দ্র। ঋষির পক্ষে বিঘ্ন উৎপাদন হ'লেও আমার পক্ষে চির-বিঘ্ন উৎপাটন।

শৈব্যা। সে কি! ঋষির পক্ষে বিঘ্ন উৎপাদন? মহারাজ! ভয়ে যে প্রাণ কাঁপ্‌ছে—সত্বর প্রকাশ ক'রে বলুন, বিশ্বামিত্রের ক্রোধ-পাবকে পতিত হ'য়ে কোনও অভিসম্পাতগ্রস্ত হন্‌নি ত?

হরিশ্চন্দ্র। না শৈব্যা! কোনও অভিসম্পাতগ্রস্ত হইনি—তিনি ক্রুদ্ধ হ'লেও আমি তাঁর বাঞ্ছিত বস্তু তাঁকে সম্প্রদান ক'রে সে ক্রোধানল হ'তে পরিত্রাণ লাভ করেছি।

শৈব্যা। এতক্ষণে হৃদয় স্থির হ'ল। এখন বলুন, মহারাজ, এমন উপযুক্ত দানের পাত্রকে কি বস্তু সম্প্রদান ক'রে তাঁর তুষ্টিসাধন কর্‌লেন?

হরিশ্চন্দ্র। তুমি, আমি আর রোহিতাশ্ব ভিন্ন, আর আমার সর্ব্বস্ব তাঁর শ্রীচরণে সমর্পণ করেছি। বল দেখি, শৈব্যা! আমি আজ যথার্থ সৌভাগ্যশালী কি না?

গোপাল। কি বল্‌লে, বাবা! এ রাজ্য ঐশ্বর্য্য সব বিশ্বামিত্রকে দিয়েছ?

হরিশ্চন্দ্র। হাঁ বাবা, আমি দিয়েছি, এটা বিস্ময়ের বিষয় নয়, তিনি যে কৃপা ক'রে গ্রহণ করেছেন, এইটেই খুব বিস্ময়জনক নয় কি?

গোপাল। তবে রোহিতাশ্ব—ভাই আমার, আর রাজ-সিংহাসনে বস্‌তে পার্‌বে না?

হরিশ্চন্দ্র। তা'তে কি তুমি যথার্থ কষ্ট বোধ কর্‌ছ, না আমার মনের ভাব পরীক্ষা কর্‌ছ, গোপাল?

গোপাল। রোহিতের প্রাণে যে কষ্ট হবে, বাবা?

হরিশ্চন্দ্র। হাঁ বাবা রোহিত, এ রাজ-সিংহাসনে না বস্‌লে তোমার কষ্ট হবে?

রোহিতাশ্ব। রাজা না হ'লে কি কষ্ট হয়, বাবা? কই গোপাল ত রাজা নয়—ধর্ম্মদাস দাদাও ত রাজা নয়, মন্ত্রী কাকাও ত রাজা নয়, সেনাপতি মহাশয়ও ত রাজা নয়; কই এদের ত কোন কষ্ট পেতে দেখিনি। তুমিও ত বাবা, নিজে ইচ্ছে ক'রে, সব রাজ্য দান ক'রে এলে, কই তোমাকেও ত তার জন্য কিছু কষ্টবোধ কর্‌তে দেখ্‌ছিনে; বরং আজ তোমাকে বড়ই সুখী হ'তেই দেখ্‌ছি, তবে আমার কষ্ট হবে কেন, বাবা? আমি ত বাবা, কিসে কষ্ট হয় তা' কখনো জানিনি! এক গোপাল মাঝে মাঝে চোখের অ-দেখা হ'লে প্রাণের ভিতর কেমন যেন কর্‌তে থাকে; তা'কে যদি কষ্ট বল, তবে সেই কষ্ট আমি পেয়েছি; তা' ভিন্ন অপর কষ্ট কা'কে বলে, তা' কোন দিন জান্‌তে পারিনি।

হরিশ্চন্দ্র। ধন্য, ধন্য বৎস রোহিতাশ্ব! আমার সুখের অবশিষ্ট যে-টুকু বাকী ছিল, তা' এতক্ষণে পূর্ণ হ'ল। শৈব্যা! শৈব্যা! এমন রত্ন গর্ভে ধারণ ক'রে যথার্থই তুমি আজ রত্নগর্ভা।

শৈব্যা। এখন দাসীকে এখানে আহ্বানের কারণ কি ব্যক্ত করুন।

হরিশ্চন্দ্র। কারণ এখনও কি বুঝ্‌তে বাকী আছে? ঋষিপদে প্রদত্ত এ রাজ্যে আর আমাদের বাস কর্‌বার অধিকার নাই। এখন তোমাকে রোহিতাশ্বের সহ তোমার পিত্রালয়ে প্রেরণ ক'রে আমি

বারাণসী-ধামে প্রস্থান করব। কেননা ঋষির আদেশ এই পৃথিবীর কোনও স্থানে আমার দাঁড়াবার স্থান নাই। সে আদেশ অপালনে দত্তাপহারী হ'তে হবে।

শৈব্যা। চিরদাসীকে সঙ্গে নিতেও ঋষির নিষেধ আছে?

হরিশ্চন্দ্র। না শৈব্যা; সে নিষেধ নাই সত্য, কিন্তু—

শৈব্যা। আবার কিন্তু কি, মহারাজ?

হরিশ্চন্দ্র। আর কেন মহারাজ সম্বোধন, শৈব্যা?

শৈব্যা। দাসীর ক্রটী মার্জ্জনা করুন, নাথ। এখন বলুন, একবার দাসীকে ও পদসেবার অধিকার হ'তে বঞ্চিতা করতে বাসনা করছেন কেন?

হরিশ্চন্দ্র। দুঃখিতা হয়ো না, শৈব্যা, বেশ ক'রে বুঝে দেখ, বেশ ক'রে একবার মনের সঙ্গে চিন্তা ক'রে দেখ, শৈব্যা, আমি এখন একজন মুষ্টিমেয়-তণ্ডুলপ্রার্থী ভিক্ষুক হ'তেও দরিদ্র; এরূপ অবস্থাতে আপন জীবিকা-নির্ব্বাহ করাই আমার পক্ষে অসম্ভব, তা'তে তুমি এবং প্রাণের রোহিতাশ্ব আমার সঙ্গে থাকলে, আমি ঋষিঋণ কিরূপে পরিশোধ করব?

শৈব্যা। আবার ঋষিঋণ কি, নাথ?

হরিশ্চন্দ্র। সে কথা বলতে তোমায় ভুলে গিয়েছি, শৈব্যা; ঋষিপদে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেছি বটে; কিন্তু সে দানের দক্ষিণা এখনও প্রদান করা হয় নাই। সহস্র সুবর্ণ-মুদ্রা দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করতে ঋষির নিকটে প্রতিশ্রুত আছি।

শৈব্যা। তার জন্য চিন্তা কি, নাথ? আমার অঙ্গে যে সকল আভরণ আছে, তার কিয়দংশ দ্বারাই ত সে দক্ষিণার পরিশোধ হ'তে পারবে?

হরিশ্চন্দ্র। সে আভরণে আর ত আমাদের কোনও অধিকার নাই, শৈব্যা।

শৈব্যা। তবে এ সব আভরণ এখন পরিত্যাগ করি।

[আভরণ উন্মোচন]

হরিশ্চন্দ্র। আমিও রাজ-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করি। [রাজবেশ ত্যাগ করিয়া গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিলেন।] এতক্ষণে ঠিক হয়েছে।

বিশ্বামিত্রের সহ বিভাণ্ডক ও ঘণ্টারামের প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র। না, এখনো ঠিক হয় নাই, এখনও রোহিতাশ্বের অঙ্গ আভরণশূন্য হয়নি।

হরিশ্চন্দ্র। শৈব্যা! বৎস রোহিতাশ্ব! প্রভুকে প্রণাম কর।

[সকলে বিশ্বামিত্রকে প্রণাম]

বিশ্বামিত্র। আশীর্ব্বাদ করবার আর অন্য কিছুই নাই। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দক্ষিণা প্রদান কর্‌তে পার ত উপযুক্ত আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হ'বে; আর না পার ত, তৎপরিবর্ত্তে বিশ্বামিত্রের সহজ-সুলভ অভিসম্পাত অবশ্যম্ভাবী জেনে রেখো। ঘণ্টারাম! অলঙ্কার পাট-বসন সব একত্র ক'রে বস্ত্রমধ্যে বন্ধন কর।

ঘণ্টাকর্ণ। তা-তা তার পর কি কর্‌ব?

বিশ্বামিত্র। আগে বন্ধন কর, তার পর যা' হয় বল্‌ব।

ঘণ্টাকর্ণ। আ-আ-আজ্ঞা। (একখানি অলঙ্কার উত্তোলন ও নানা ভঙ্গিতে দর্শন, স্বগত) বাঃ—বাঃ—যেন কাঁচা হলুদে মাখান কিংবা রাঙ্গা সিন্দুরে ডোবান। হায়, যদি আজ আমার ব্রাহ্মণী শম্মা বেঁচে থাকৃত, তাহ'লে নিজের হাতে এব এক-একখানি ক'রে পরিয়ে দিতুম! [বন্ধন করন।]

বিভাণ্ডক। [স্বগত] বাবা! এটা আবার কি কারখানা

হ'বে? এ গোলক-ধাঁধাঁ যে কিছুতেই মাথায় ঢোকাতে পারছিনে। কোথায় বাবা, চির-অমানিশাপূর্ণ অন্ধকারের বিকট মূর্ত্তি বিশিষ্ট নিবিড় অরণ্য, আর এ কোথায় স্বর্গের সুধাধবলিত সৌধ-কিরীটিনী, বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত-চাকচক্যশালিনী অযোধ্যানগরী! কোথায় কটুতিক্ত পত্ররসপানে কোনও রূপে পিত্তরক্ষা, আর এ কোথায় চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় পরম উপাদেয় রাজ-ভোগ। কোথায় জটা বল্কল— আর কোথায় বহুমূল্য রাজ-পরিচ্ছেদ। কোথায় ধ্যান-ধারণা —আর এ কোথায় প্রকাণ্ড রাজদণ্ড-চালনা! বাবা। কিছুতেই এ খাপ্ খাবে না। ও তেলে জলে কখনই মিশ্ খাবে না। এ সব যার কাজ—তার সাজে। দেখি, প্রভুর লীলার মাধুরী দাঁড়িয়ে দেখি।

বিশ্বামিত্র। কই হরিশ্চন্দ্র, নিশ্চল নিস্পন্দ ভাবেই যে সব দাঁড়িয়ে রইলে? পুত্রের অঙ্গ আভরণশূন্য করতে কষ্ট হচ্ছে? তা'তেই ত পূর্ব্বে বারংবার সতর্ক করেছিলেম।

রোহিতাশ্ব। এই নিন্ ঠাকুর। আমি নিজেই সব খুলে দিচ্ছি। [আভরণ পরিত্যাগ]

বিশ্বামিত্র। দাও ঘণ্টারাম, কুমারের অঙ্গাভরণগুলি সব বন্ধন ক'রে লও।

ঘণ্টাকর্ণ। যে-যে-যে আজ্ঞা! [তথাকরণ]

বিভাণ্ডক। ধন্য, ধন্য ঘণ্টারাম—তুই ভাই, প্রকৃত গুরুর শিষ্য হ'তে পেরেছিস্, কিন্তু এ বিভাণ্ডক বুঝি, সে শিষ্যত্ব পদ গ্রহণ করতে পারবে না। এত চেষ্টা করলেম, তবুও কখনো চোখ দুটোকে জলশূন্য মরুভূমি করতে পারলেম না। প্রাণটাকে কখনো পাথরের মত শুক্‌নো ক'রে উঠতে পারলেম না; ফুটন্ত পদ্মের পাঁপড়ীগুলো যখন দুহাতে ছিঁড়ে ফেলতে পারলেম না, তখন—তখন এ বিভাণ্ডকের দণ্ড-

কমণ্ডলু গ্রহণ ক'রে বিপ্রবহ্নি-বিশ্বামিত্রকে শুদ্ধ ব'লে সম্বোধন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

হরিশ্চন্দ্র। তবে—তবে রাণি! না না শৈব্যা! গোপালকে কোলে ক'রে আমার সঙ্গে এস।

শৈব্যা। আর আমার গোপালকে কোথায় রেখে যাব?

বিশ্বামিত্র। সে অনধিকার চর্চ্চা করা এখন তোমাদের সম্পূর্ণরূপে অন্যায়।

গোপাল। মা! মা! তোমরা আমাকে ফেলে কোথা যাচ্ছ, মা?

শৈব্যা। গোপালের কথার কি উত্তর দেবো, নাথ?

হরিশ্চন্দ্র। সে উত্তর দিবার অধিকারী যিনি, তাঁকেই জিজ্ঞাসা কর, শৈব্যা।

বিশ্বামিত্র। কেন, তুমি বুঝি সে উত্তর দেবার অধিকারী নও? ভাল, তুমি কি জান না যে, এক পত্নী পুত্র ব্যতীত আর তৃণমুষ্টিতে পর্য্যন্ত তোমার কোন অধিকার নাই?

গোপাল। কেন ঠাকুর! আমি কি বাবার পুত্র নই?

'বিশ্বামিত্র। শুধু তুমি কেন? এ রাজ্যশুদ্ধ সকলি মহারাজের পুত্র। মহারাজ! আবার ভুল বল্‌ছি, না না হরিশ্চন্দ্র, এ সব ষড়্‌যন্ত্র পাত্‌বার উদ্দেশ্য কি?

হরিশ্চন্দ্র। কি ষড়্‌যন্ত্র, প্রভো?

বিশ্বামিত্র। দেখ হরিশ্চন্দ্র। এত কথার উত্তর দেবার আমার তিলমাত্র অবসর নাই। তোমাকে পূর্ব্বেও যা' বলেছি, আবার এখনও তাই বল্‌ছি, তুমি তোমার পত্নী পুত্রসহ এখনই এই অযোধ্যা ছেড়ে প্রস্থান কর; নতুবা দত্তাপহরণ-রূপ পাপ-পঙ্কে লিপ্ত হ'য়ে নিজ প্রায়শ্চিত্ত কর।

হরিশ্চন্দ্র। আর কেন—আর কেন, শৈব্যা! এস রোহিতাশ্ব! বাবা এস।

রোহিত। এ কট্‌মটে ঋষি কে, বাবা? কেন গোপালকে আমাদের সঙ্গে নিতে মানা কর্‌ছে? গোপাল না গেলে যে আমি যাব না, বাবা! গোপাল ছাড়া যে আমি থাক্‌তে পার্‌ব না, বাবা! গোপালকে না দেখ্‌লে যে, আমি বাঁচ্‌ব না, বাবা!

গোপাল। [রোহিতাশ্বের কণ্ঠবেষ্টন করিয়া] সখা! সখা! আমায় ছেড়ে যেয়ো না, আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে চল। আমি তোমাদের ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌ব না। বাবা! বাবা! তোমার ছেলেকে কোথায় ফেলে চল্‌লে? তোমরা ছেড়ে গেলে আমাকে এরা মেরে ফেল্‌বে। মাগো! আমায় তুই কোলের মধ্যে ক'রে রা'খ্, আমার বড় ভয় কর্‌ছে। [শৈব্যার ক্রোড়ে গমন]

হরিশ্চন্দ্র। [স্বগত] হা ভগবান্! এ আবার কি বিপদে ফেল্‌লে—এখন উপায় কি করি?

বিশ্বামিত্র। বলি, এইরূপ অভিনয় কর্‌বে ব'লে কি পূর্ব্ব হ'তেই স্থির ক'রে রেখেছিলে না কি? বলিহারি রাজবুদ্ধি! এরূপ কূটবুদ্ধি কূটনীতি বুঝ্‌তে বিশ্বামিত্রের তিলমাত্র বিলম্ব হবার সম্ভাবনা নাই। এ সব চাতুরী, এ সব শঠতা-প্রকাশ—অন্য কোন নিরীহ ঋষির নিকট হ'লে শোভা পেত।

শৈব্যা। [করযোড়ে] প্রভু, দাসীর একটি মাত্র প্রার্থনা।

বিশ্বামিত্র। বৃথা আশা, বিশ্বামিত্র কখনও কারো প্রার্থনা পূর্ণ কর্‌তে জানে না। এখন তুমি যদি প্রকৃত পতিব্রতা, ধর্ম্ম-পত্নী হও, তা' হ'লে তোমার পতি যা'তে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ-রূপ মহাপাপে পতিত না হ'ন্, তাই কর।

রোহিত। কেন ঠাকুর! গোপালকে আমাদের সঙ্গে যেতে দেবে না? গোপাল কি দোষ করেছে—আমরা গেলে গোপাল কোথায় থাকবে?

বিশ্বামিত্র। গোপাল কোথায় থাক্‌বে-না-থাক্‌বে, সে কথা ভাব্‌বার দরকার আমার কিছু নাই।

গোপাল। দোহাই ঠাকুর, আমাকে এঁদের সঙ্গে যেতে দাও। আমি এদের ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌ব না, এঁরা বই আর আমার কেউ নাই!

বিশ্বামিত্র। এ ত ভারী বিপদেই পড়া গেল। বলি হরিশ্চন্দ্র! তোমার উদ্দেশ্যটা কি, আমাকে একবার স্পষ্ট ক'রে খুলে বল ত?

হরিশ্চন্দ্র। না দেব! উদ্দেশ্য আর অপর কিছুই নাই। চল শৈব্যা! আর গোপালের স্নেহে ভুলে থাক্‌বার সময় নাই। গোপালের মায়া মন থেকে চিরদিনের জন্য মুছে ফেলে দাও। গোপাল! বাবা! আর জড়ীভূত ক'র না! তুমি আমাদের কথা ভুলে যাও। তুমি এখানেই থাক, এ রাজর্ষিই তোমাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করবেন!

গোপাল।—

গান।

কে আছে আর ভবে গো আমার।
কেউ নাই ত দিতে ক্ষুধায় খাবার॥
মা হ'য়ে কে আদর ক'রে,
রাখিবে গো বুকে ধ'রে,
আর পিতা হ'য়ে স্নেহের ভরে,
আর কে দেখিবে স্নেহের আধার।
সখা ব'লে ভালবেসে,
কে ডাক্‌বে গো হেসে হেসে,
(আমার) এই হ'ল গো অবশেষে,
দুখ-নীরে দিলুম সাঁতার।

সহসা ধর্ম্মদাসের প্রবেশ।

ধর্ম্মদাস। কেন আমি আছি, আমি তোমার।
এস গোপাল বুকে আমার ॥
বুকে ক'রে আজ বুকের ধনে।
চ'লে যাই সেই গহন বনে ॥

[গোপালকে লইয়া প্রস্থান।

রোহিতাশ্ব। বাবা! বাবা! গোপাল চ'লে গেল! আমিও তবে গোপালের সঙ্গে যাই। [গমনোপক্রম]

হরিশ্চন্দ্র। [বাধা দিয়া] কোথা যাবে, বাবা! গেলে গোপালের দেখা পাবে না। এস আমরাও এখন প্রস্থান করি। এস শৈব্যা! রোহিতাশ্বকে ল'য়ে আমার সঙ্গে এস! প্রভু! দাসের সহস্র ক্রটী ক্ষমা ক'রে বিদায় দিন।

[বিশ্বামিত্রকে সকলের প্রণাম।]

বিশ্বামিত্র। সে বহুক্ষণ দিয়েই ব'সে আছি। এখন তোমরা স্বচ্ছন্দে যেতে পার; কিন্তু মাসান্তে দক্ষিণার কথা মনে থাকে যেন।

[হরিশ্চন্দ্র সহ শৈব্যা ও রোহিতাশ্বের প্রস্থান।

[পদচারণা করিতে করিতে] এ ব্যাপারে প্রকৃত পক্ষে জয়লাভ কর্‌লে কে? আমি না হরিশ্চন্দ্র? আমি একজন তরুতলবাসী ফলমূলাশী তপস্বী হ'য়ে, কৌশলে আজ রাজচক্রবর্ত্তী হ'য়ে রাজসিংহাসনে বস্‌তে যাচ্ছি; আর সসাগরা ধরার অধীশ্বর মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, আজ তা'র সর্ব্বস্ব আমাকে সম্প্রদান ক'রে ভিখারী বেশে হাস্যমুখে সংসার ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে; এ দুইজনের মধ্যে তবে জয়ী হ'ল কে? একজন কারামুক্ত

হ'য়ে স্বচ্ছন্দমনে স্বাধীন প্রাণে চ'লে গেল, আর একজন স্ব-ইচ্ছায় নিজের স্বাচ্ছন্দ্য স্বাধীনতা অতল জলে বিসর্জ্জন দিয়ে, সেই কারাগৃহে এসে বদ্ধ হ'ল, তবে জয় হ'ল কার ? কারামুক্ত হরিশ্চন্দ্রের না কারা-বদ্ধ বিশ্বামিত্রের ? হায় ! হায় ! কি ক'রে বসলেম, ক্রোধের বশীভূত হ'য়ে কি অনর্থ ঘটিয়ে বসলেম ! "নহি ক্রোধাৎ পরো রিপুঃ" সেই প্রবল শত্রুকে দমন করতে পারলেম না। তপোবলে ক্ষত্রিয় হ'য়ে ব্রাহ্মণ হলেম ; ব্রহ্মতেজঃ প্রাপ্ত হলেম, কিন্তু সামান্য ক্রোধকে পরাজয় করতে পারলেম না। তবে আর হ'ল কি ? এতদিন তবে করলেম কি ? হরিশ্চন্দ্র ! হরিশ্চন্দ্র ! তুমিই একমাত্র আজ বিশ্বামিত্রকে পরাজয় করলে ! যা'ই হ'ক, কার্য্যক্ষেত্রে যখন অবতীর্ণ হয়েছি, তখন আরও কিছুদূর অগ্রসর হ'য়ে দেখা যাক্। [প্রকাশ্যে] বিভাণ্ডক !

বিভাণ্ডক। আজ্ঞে !

বিশ্বামিত্র। তুমি এবং ঘণ্টারাম কিছুক্ষণ এখানে অপেক্ষা কর। আমি কোষাগারের অবস্থাটা একবার দেখে আসি—কেহ আমার সাক্ষাৎপ্রার্থী হ'লে, একটু অপেক্ষা করতে বলো।

বিভাণ্ডক। [স্বগত] প্রভু গেলেন—একবার কোষাগারের অবস্থাটা দেখতে, সোণার মোহরগুলো ভাল আছে, কি কোন অসুখ করেছে কি না ? আর আমরা থাকলেম, দ্বারে পাহারা দিতে ; আজ থেকে বোধ হয়, আমাদের এই কাজেই থাকতে হবে ; কারণ, নূতন বন্দোবস্ত হচ্ছে ; এতদিন ক্ষত্রিয় রাজা ছিল, তাই ক্ষত্রিয় পাহারা ছিল ; এখন আবার মুনি-ঋষি রাজা, তাই মুনি-ঋষি পাহারা ; তা' নয় হ'ল, কিন্তু বাবা, তলোয়ার ধ'রে দাঁড়াতে পারব না ! নিতান্ত দরকার হয়, প্রভুর নিকট হ'তে ভস্ম করা বিদ্যেটা শিখে নেব।

ঘণ্টাকর্ণ। ভা-ভা ভায়া, কি ভাবছ বল ত ?

বিভাণ্ডক। ভাগ্যলিপির ফলাফলটা এই পর্য্যন্ত, না আরও শেষ আছে।

ঘণ্টারাম। ব-ব বল কি? এখনো ঢের বা-বা বাকী আছে। বা-বা বামুনে কপাল, স্ব-স্ব স্বর্গে গিয়ে ত সুখ নাই।

বিভাণ্ডক। চুপ্, আবার স্বর্গের নাম কর্‌ছ? তাতে যে প্রভুর গৌরবের হানি হয়; প্রভু যেদিন নিজেই নূতন স্বর্গের সৃষ্টি কর্‌বেন, সেইদিন স্বর্গের নাম মুখে এনো। যে স্বর্গে ইন্দ্র বাস করে, সে কি আবার স্বর্গ! রাম রাম! ছিঃ ছিঃ! পুরাতন—জীর্ণ—ভেঙ্গে পড়্‌ল পড়্‌ল ব'লে। কত দৈত্য-দানার পায়ের বোট্‌কা গন্ধ এখন ত সেখানে লেগে রয়েছে।

ঘণ্টাকর্ণ। ঐ দে-দেখ, কা-কা কারা যেন আস্‌ছে।

বিভাণ্ডক। গতিক ভাল নয়! হাতে তলোয়ার—সাবধান! যেন কোপ্ করে না।

বীরেন্দ্রসিংহের হস্ত ধরিয়া মন্ত্রীর প্রবেশ।

বীরেন্দ্র। ত্যজ মোরে, অমাত্য-প্রধান!
এখনও মহারাজ বহুদূর করে নি গমন,
ছায়া সম আমি তাঁর চির-অনুগামী,
র'ব সাথে চিরদিন;
কোন্ দোষে তবে মোরে করিবেন ত্যাগ?

মন্ত্রী। জানি আমি, সেনাপতি!
তবু তোমা নিষেধি সম্প্রতি;
অনুমতি বিনা তাঁর
অনুচিত সেখানে গমন।

বীরেন্দ্র। তবে কোথা র'ব, কোথা যা'ব ?
হরিশ্চন্দ্র বিনা
ঘোর তমোময়ী হের অযোধ্যা-নগরী !
হাহাকারে পূর্ণিত দিগন্ত !
অনন্ত শোকের সিন্ধু, ধৈর্য্য-সেতু ভাঙ্গি'
উত্তাল তরঙ্গ তুলি' গর্জ্জিছে চৌদিকে।
আনন্দ-ভবন আজি শ্মশান সমান ;
শান্তির কানন হের, মরুভূমি প্রায় !
হায় ! হায় ! বিধি তুই কোন্ অভিশাপে,
ভাঙ্গিলি সুখের হাট এতদিন পরে ?

মন্ত্রী। বৃথা দুঃখ, বৃথা খেদ, বৃথা এ রোদন ;
কি বুঝাব তোমা আমি, কি দিব প্রবোধ ?
দুর্ব্বোধ দৈবের এই জটিল রহস্যে,
কার সাধ্য দ্বারে তার করিবে প্রবেশ ?
যাহার কটাক্ষে এই রাজ-রাজেশ্বর
সাজিল ভিখারী-বেশে মুহূর্ত্তের মাঝে—
যে কল্পনা স্বপনেও হয়নি উদিত—
হের তাহা সত্যরূপে চক্ষের সমক্ষে।

বীরেন্দ্র। অহো, কিবা দুঃখ, কিবা ক্লেশ !
যাঁর মুখ চন্দ্র সূর্য্য পায় নি দেখিতে—
অন্নপূর্ণারূপা সেই রাজ-রাজেশ্বরী—
তিনি কিনা ভিখারিণী বেশে,
চলিলেন কণ্টকিত বিজন বিপিনে ?
স্নেহ-শতদল হায়, কুমার রোহিত,

পথের কাঙ্গাল সম পথে পথে ধায়!
স্বপ্ন সম যেন মনে লয়।
কি কুক্ষণে কাল-নিশা হইল প্রভাত।
কি দৃশ্য দেখালি আজি, রে নির্দ্দয় বিধি।
হৃদি মাঝে কি যে হুতাশন
দিলি জেলে নিদারুণ করিতে দাহন।
ওই স্বর্ণ-সিংহাসন শূন্য পড়ি' হায়!
প্রকৃতি চপলা হের রাজলক্ষ্মী ওই—
কা'র কণ্ঠচ্যুত মালা ধরিয়া করেতে
কা'র কণ্ঠে দিতে পুনঃ করিছে অপেক্ষা।

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র। যার অধিকার এবে রাজ-সিংহাসন,
তার কণ্ঠে দিবে ব'লে করিছে অপেক্ষা।
আরো কি শুনিতে চাহ পরিষ্কার রূপে?
শোন তবে, কহি প্রকাশিয়া—
বিশ্বামিত্র নাম
সম্ভবতঃ কর্ণপথে তব ক'রেছে প্রবেশ।
স্বচক্ষে না দেখে থাক যদি তা'রে,
হের তবে চক্ষু মেলি,
বিশ্বামিত্র সম্মুখে তোমার।
শোন পুনঃ, মহারাজ হরিশ্চন্দ্র
স্বীয় বুদ্ধিদোষে
গর্ব্বের শিখর-দেশে করি' আরোহণ,

বিশ্বামিত্র নাম মম বিস্মরি' তখন,
ত্রিবিদ্যা-সাধনে বিঘ্ন ঘটাইলা মম।
তাই সে দণ্ডের শাস্তি সর্ব্বস্ব অর্পণ।
অযোধ্যার সিংহাসন আজ হ'তে মোর,
বিশ্বামিত্র আজ হ'তে অযোধ্যার নাথ।
বুঝিলে কি এতক্ষণে
সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে পাপের ?

বীরেন্দ্র। [উত্তেজিত ভাবে] কি পাপের ?

বিশ্বামিত্র। হাঁ—হা, মহাপাপের।

বীরেন্দ্র। এরূপ ধৃষ্টতা একমাত্র ভণ্ড-কৌশিকের মুখেই সম্ভবে।

বিশ্বামিত্র। [সক্রোধে] রসনাকে বিশেষরূপে সংযত ক'রে কথা কও।

বীরেন্দ্র। রসনা সংযত না ক'রে হস্তকে সংযত করছি, সে কেবল ওই একমাত্র যজ্ঞসূত্রের মর্য্যাদা রাখতে। নতুবা –

বিশ্বামিত্র। নতুবা কি ?

বীরেন্দ্র। নতুবা—[ক্রোধে অসিতে হস্ত প্রদান]

মন্ত্রী। [সেনাপতির হস্তধারণপূর্ব্বক] ক্রোধে আত্মহারা হ'য়ো না, বীর। সময়ের দিকে চেয়ে সব সহ্য করতে হবে।

বীরেন্দ্র। হা অপাপস্পর্শ পুণ্যশ্লোক হরিশ্চন্দ্র। আজ সময়ের গুণে এতও সহ্য করতে হ'ল। [রোদন]

বিশ্বামিত্র। তপঃক্ষয়ের সম্ভাবনা না থাকলে, এতক্ষণ তোমার ওই বিশাল দেহের প্রত্যেক অস্থি দেখতে পেতে ভস্মরেণুতে পরিণত হ'ত। যাক্, বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডা প্রয়োজন বোধ করি না। এখন আমিই যখন রাজা, তখন ন্যায়তঃ তোমরা আমার আদেশপ্রার্থী হও,

ভৃত্যের এই প্রথম অপরাধ ক্ষমা করা গেল। যাও, এখন হ'তে তোমরা সতর্কভাবে স্বকর্ত্তব্য পালনে নিযুক্ত থাকগে।

বীরেন্দ্র। থাক্‌ব—থাক্‌তে হবে—ধৈর্য্যের কঠিন শৃঙ্খলে এ হৃদয় বদ্ধ ক'রে সময়ের অপেক্ষায় থাক্‌তে হবে। সেই পুণ্যশ্লোক হরিশ্চন্দ্রের পবিত্র নাম জপ ক'রে, সেই ধর্ম্মরাজের এই ধর্ম্মরাজ্য রক্ষা কর্‌বার জন্য থাক্‌তে হবে; কিন্তু এ কথা যেন কখনো ভ্রমক্রমেও রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের মনে ধারণা না হয় যে, সেনাপতি বীরেন্দ্রসিংহের দেহের উপর একমাত্র হরিশ্চন্দ্র ব্যতিরেকে আর কারও অধিকার সম্ভবপর হ'তে পারে।

বিশ্বামিত্র। তোমার এরূপ ঔদ্ধত্যের প্রতিফল তুমি অচিরাৎ প্রাপ্ত হ'বে, এখন স্থানান্তরে যাও।

বীরেন্দ্র। আদেশে নয়, স্ব-ইচ্ছায় যাচ্ছি। আসুন, অমাত্যবর।

[মন্ত্রী ও বীরেন্দ্রসিংহের প্রস্থান।

বিশ্বামিত্র। [পদচারণ করতঃ] ওঃ কি অপমান! সামান্য সেনাপতি হ'তে এই অপমান? কেবল রাজভক্ত প্রজাগণের আকস্মিক বিপ্লব হবার ভয়ে, আজ এই তীব্র অপমান নির্ব্বাক্ হ'য়ে বিশ্বামিত্রকে সহ্য করতে হ'ল। এরূপ ধৈর্য্য শিক্ষা বিশ্বামিত্রের জীবনে এই প্রথম। ব্যাপার যেরূপ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, তাতে এ রাজ্যপালন আমার পক্ষে কোনরূপেই সম্ভবপর হবে না। এখন এ গুরুভার কা'র স্কন্ধে অর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হই? এমন কি কেহ নাই যে, এই রাজ্যভার বহন ক'রে তপস্বী বিশ্বামিত্রকে নিশ্চিন্ত কর্‌তে পারে?

জলন্ধরসিংহ বেশে পাপের প্রবেশ।

জলন্ধর। প্রভুর কৃপা কটাক্ষপাত হ'লে এই ক্ষুদ্র জলন্ধরসিংহ সে গুরুভার মস্তকে বহন ক'রে প্রভুকে নিশ্চিন্ত কর্‌তে পারে।

[সাষ্টাঙ্গে প্রণাম]

বিশ্বামিত্র। কোথায় নিবাস ?

জলন্ধর। কলিঙ্গ রাজ্যে—সম্প্রতি নিরাশ্রয়—প্রভুর শরণাগত—আশ্রয়প্রার্থী।

বিশ্বামিত্র। নিরাশ্রয়ের কারণ ?

জলন্ধর। গৃহশত্রুর ষড়যন্ত্রে।

বিশ্বামিত্র। যে কলিঙ্গ-সিংহাসন বীরবর জলন্ধরসিংহের অধিকৃত ছিল, তুমি কি সেই কলিঙ্গেশ্বর মহারাজ জলন্ধরসিংহ ?

জলন্ধর। পূর্ব্ব পরিচয় তা' হ'লে ত জানেন, বর্ত্তমানে হতভাগ্য রাজ্যভ্রষ্ট—পথের কাঙ্গাল।

বিশ্বামিত্র। ভাল, ভাল, আরও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে ?

জলন্ধর। আজ্ঞা করুন।

বিশ্বামিত্র। এরূপ গৃহ-শত্রুতা উপস্থিত হবার কারণ ?

জলন্ধর। কারণ—হিংসা, জ্ঞাতিবর্গের পাপ লালসা প্রজাবর্গের উচ্ছেদ-কল্পনা, রাজ্যের সর্ব্বনাশ-বাসনা—আমি সে পথের অন্তরায়, তাই গুপ্ত-ষড়যন্ত্রে আমার অবর্ত্তমানে—সিংহাসন অধিকার।

বিশ্বামিত্র। বুঝলেম। আচ্ছা, আজ হ'তে অযোধ্যার এই শূন্য-সিংহাসন তোমাকেই অর্পণ করা গেল। আজ হ'তে তুমিই আমার প্রতিনিধি হ'য়ে এই সসাগরা ধরণীর একচ্ছত্র রাজা হবে; মধ্যে মধ্যে এসে আমি তোমার রাজকার্য্য পরিদর্শন ক'রে যাব। এখন চল, প্রকৃতিবর্গের সমক্ষে তোমাকে স্বহস্তে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে দিই।

জলন্ধর। [পদধূলি গ্রহণ করিয়া] এ সৌভাগ্য ঐ চরণ প্রসাদেরই ফল।

[সকলের নিষ্ক্রান্ত।

পঞ্চম দৃশ্য।

নগর-পথ।

পোট্‌লা কক্ষে গিন্নীর কালাচাঁদের হাত ধরিয়া প্রবেশ, তৎপশ্চাৎ যষ্টিহস্তে খঞ্জ ব্রাহ্মণের তামাক খাইতে খাইতে প্রবেশ।

ব্রাহ্মণ। ও গিন্নি! গিন্নি! অত দৌড়ে যেয়ো না; পায়ে পড়ি, একটু আস্তে আস্তে চল।

গিন্নী। হাঁ, আস্তে আস্তে চলি, আর পেছন থেকে এসে গো-গ্রাস ক'রে ফেলুক্ আর কি? রাত পুইতে না পুইতে এ বাড়ী ছাড়্‌তে হবে যে, পাড়ার সব লোক এতক্ষণ কদ্দূর চ'লে গেল, আমি কেবল পেছু প'ড়ে আছি। লাঠীটে একটু জোর দিয়ে হাঁট্‌তে থাক।

ব্রাহ্মণ। কেলো, হুঁকোটা একবার নে'ত, বাবা। আমি দু'হাতে লাঠীখানায় ভর দিয়ে চলি।

কালাচাঁদ। দেখ্ দেখিন্ মা, আমায় আবার 'কেলো' 'কেলো' ব'লে ডাকৃছে!

গিন্নী। বলি, তুমি কেমন ধারা মানুষ গা? তোমাকে সেদিন এমন ক'রে মুড়ো খ্যাংরা দিয়ে ভূত ছাড়িয়ে দিলুম, তবু তোমার আক্কেল হ'ল না, আবার লজ্জা-ঘেন্নার মাথা খেয়ে ছেলেকে আমার 'কেলো' 'কেলো' ব'লে ডাকৃছ।

ব্রাহ্মণ। ঘাট হয়েছে গিন্নি—ঘাট হয়েছে। ভব-ভবাসে আজ আর আমার বুদ্ধিসুদ্ধি কিছুই ঠিক নাই, তাই ভুল হ'য়ে গেছে।

কালাচাঁদ। ফের্ যদি আবার ভুল হয়, তবে এক লাঠীর ঘা'য়ে ও পা'খানাও খোঁড়া ক'রে দেবো।

ব্রাহ্মণ। না বাবা কালাচাঁদ, আর ভুল হবে না।

গিন্নী। নেও, এখন পা চালিয়ে দেও, প্রব যাব ফর্সা হ'য়ে এলো যে—কাক কোকিল ডেকে উঠ্লো যে।

ব্রাহ্মণ। অ্যাঁ। গিন্নি বল কি? ঐ বুঝি পেছন থেকে ধর্‌লো। দুর্গা। দুর্গা। ব্রাহ্মণী, দুর্গার নাম জপ কর। জয় জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে। জয় জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে। মা রক্ষাচণ্ডি, রক্ষা কর। মা দোহাই সূর্য্যদেব। আজ একটু দেরি ক'রে রথে চড়, আমরা আঁধারে আঁধারে বাজ্যিটে ছাড়িয়ে নিই।

গিন্নী। তোমার চল্‌বার যেরূপ গতিক দেখছি, তা'তে এখানেই হয় ত কি সর্ব্বনাশ ঘ'টে যায়।

কালাচাঁদ। আচ্ছা মা, যার ভয়ে আমরা পালাচ্ছি, সে মানুষ-খেকো রাক্ষসটার নাম কি।

গিন্নী। তার নাম বল্‌তে গা শিউরে ওঠে। তার নাম বিশ্ব মিত্তির রে বাবা, বিশু মিত্তির।

কালাচাঁদ। ঐ মিত্তির বাড়ীর বাশু মিত্তির যে আছে, তার বাপ ম'রে নাকি বিশু মিত্তির হয়েছে?

গিন্নী। এ মরা নয় রে বাবা, জ্যান্ত, হাতীশালে হাতী খেয়েছে, ঘোড়াশালে ঘোড়া খেয়েছে! রাজরাণী রাজপুত্র সব খেয়ে উজোড় ক'রে দিয়েছে, কিছুতেই সে ক্ষিধের নিবৃত্তি নাই।

ব্রাহ্মণ। ও গিন্নি, চুপ কর। আমার ভয়ে যে পেটের পিলে চম্‌কে উঠ্‌ছে। তোমার হাতখানা একবার বাড়িয়ে দাও, তোমায় স্পর্শ ক'রে থাকি, তোমরা মহাশক্তি মা কালীর অংশে জন্মেছ।

গিন্নী। দূর মুখপোড়া—অলপ্পেয়ে, যা' মুখে আসছে তাই বলছে। এমন মুক্ষুর হাতে পড়েছিলুম।

ব্রাহ্মণ। মুক্ষু নয় ব্রাহ্মণী, মুক্ষু নই, একটু সুক্ষ্ম্‌রূপে ভেবে দেখলে আর দুঃখু থাক্‌বে না। তুমি রুক্ষু না হ'য়ে একটু হেসে কথা কও।

গিন্নী। আ মরণ দেখ! মুখপোড়ার আবার হেসে কথা শুন্‌বার সাধ হয়ে উঠ্‌লো। সাধে কি খ্যাংরা-পেটা খায়?

কালাচাঁদ। খ্যাংরা আনিস্‌নি, মা? তা' হ'লে একচোট্‌ খুব পিটিয়ে দিতিস্‌। আস্‌বার কালেই ত বলেছিলুম ও বুড়ো মিন্সেটাকে ফেলে পালিয়ে আসি।

গিন্নী। তাই এলেই ভাল ছিল, এখন খোঁড়াটাকে নিয়ে যে চলাই দায় হ'য়ে উঠ্‌লো। মরেও না ত—মর্‌লেও বাঁচতুম। পোড়া যম চোখের মাথা খেয়ে ব'সে আছে! এই যে দেশে অমন একটা রাক্ষস এসেছে—বাজ্যি খেয়ে সাবাড়্‌ কর্‌লে, আর এই হাড়্‌হাবাতে বিদ্‌কুটে জ্যান্ত মড়াটাকে খাবার কর্‌তে পার্‌লে না গা?

ব্রাহ্মণ। ও গিন্নি, মরার বেশি গাল নেই, ছি! অমন গাল তুমি মুখে এনো না। আমি মর্‌লে তোমার ও আল্‌তা পরা টুক্‌টুকে গোদা পাদপদ্মে আর কে এম্‌নি ক'রে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে মর্‌বে? আর কে তোমার ঐ করপল্লবে মুড়ো ঝ্যাটা দেখে এমন আদর ক'রে এই দর-ওয়াজ পিঠখানা পেতে দেবে? আমার মৃত্যুবাসনা ক'রো না গিন্নি, আমি মোলে তুমি যে বিধবা হ'বে, গিন্নি!

কালাচাঁদ। [সক্রোধে] অ্যাঁ! কি এত বড় আস্পর্দ্ধা— আমার মা বিধবা হ'বে! আমি এমন জলজ্যান্ত কুলোপিরদীপ বেঁচে থাকতে আমার মা বিধবা হ'বে? যত বড় মুখ নয়, তত বড়

কথা! মা, ব'স ত একটুখানি, আমিও বুড়োর পা'খানা গুঁড়ো ক'রে দিই। [আক্রমণ চেষ্টা]

ব্রাহ্মণ। [সভয়ে পিছাইয়া] ও গিন্নি, নাও—তোমার কালাচাঁদ কালোমাণিক, কেলেসোণা, সাগরছেঁচা-ধনকে থামাও, নইলে এখানাও যায়। একেই ত হাড়গোড়ভাঙ্গা 'দ' হ'য়ে রয়েছি, কোনরূপে লাঠী ধ'রে চলা-ফেরা করছি। শেষে এখানা গেলে একেবারে ঝোড়ার দরকার হ'য়ে উঠ্‌বে। রাস্তায় ঝোড়া মিল্‌বে না। শেষটা এ হাল্‌কা ছ'মনে বোঝা তোমাকেই বইতে হবে। তাই বল্‌ছি গিন্নি, এই বেলা থামাও।

কালাচাঁদ। মার্‌ব থাপ্পড় এমন—মুণ্ড ঘুরে যাবে।

[মারিতে উদ্যত।]

ব্রাহ্মণ। না রে বাবা না, মুণ্ডু ঘুরুস্‌নে, একে মাথা ঘুরে আছে, তার ওপর আর বেশী ঘুরোঘুরি না ক'রে, এখন সোজা পথ ধ'রে চল্‌। একটু তামাক খেয়ে নে, বাবা! মেজাজ্‌ ঠাণ্ডা হবে-খন।

গিন্নী। কচি ছেলে তামাক খাবে কি গা! বুড়ো মিন্সের রকম দেখ।

ব্রাহ্মণ। তাই ত বটে, ভুল হয়েছে—ভুল হয়েছে! আহা হা কচি ছেলে গো, নাক টিপ্‌লে দুধ গলে! দাও গিন্নি! বাঁটে দুধ থাকে ত খোকামণিকে একবার দুধ খাইয়ে দাও।

গিন্নী। আবার ঠাট্টা রে মুখপোড়া! আমার সাত নয়, পাঁচ নয়, এই সবে-ধন নীলমণি, শিবরাত্তিরের শ'ল্‌তে কালাচাঁদ, তার কথা নিয়ে আবার ঠাট্টা! নোড়া দিয়ে মুখটা ভেঙ্গে দোবনা! মড়া-মুখে নুড়ো জ্বেলে দোবনা! কালাচাঁদ আমার দুধের ছেলে নয় ত কি? এখনও ভাল ক'রে বাছার আমার কথা ফোটেনি।

ব্রাহ্মণ। সবে কপচাতে শিখেছে।

গিন্নী। শিখেছে না ত কি? হোঁদল-কুৎকুতের আবার কথার ছিরি দেখ। মারি ঠোকনা—ফোগলো মুখ ভেঙ্গে যাক্।

[ঠোক্‌না মারন]

ব্রাহ্মণ। বাঁচা গেল, নড়ন'ড়ে দাঁতটার বড় বেজুত ঠেক্‌ছিল, তা' শেকড় সমেত উপ্‌ড়ে গেল। দেখ, আবার হাতে লাগেনি ত?

[নেপথ্যে চীৎকার।]

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে। ঐ এলো গো! মাগো! মলেম গো।

কালাচাঁদ। মা! মা! ঐ শোন—ঐ শোন—

গিন্নী। আয় বাবা! দৌড়ে আয়—দৌড়ে আয়—

ব্রাহ্মণ। [সরোদনে] ও গিন্নি! গিন্নি! রক্ষে কর, রক্ষে কর, আমার পেছন থেকে জাপ্‌টে ধরেছে, এই আমার মুণ্ডুটা গিলে ফেল্লে, এখনও ধড়টা ধড়্‌ফড় কর্‌ছে, এখনও বাঁচাও গিন্নি। এই ধড়টা থাক্‌লেও অন্ততঃ তোমার হাতের 'নো' ভাঙ্‌তে হবে না, সিঁথের সিন্দুর পুঁচ্‌তে হবে না, আলোচাল খেয়ে আমানী বাঁধ্‌তে হবে না। তাই বল্‌ছি, ব্রাহ্মণি! এখনও বাঁচাও। একটু দাঁড়াও, অত দৌড়ে যেও না।

কালাচাঁদ। মা! আর ওদিকে ফিরে চাস্‌নি, দৌড়ে পালাই আয়। রাক্ষস বুঝি ছুটে আস্‌ছে, পথে ঐ খোঁড়াকে দেখ্‌তে পেলে ওকেই ততক্ষণ খেতে থাক্‌বে, আমরা এর মধ্যে অনেক দূর যেতে পার্‌ব।

ব্রাহ্মণ। কটি সোণার কথা শোন গো!

[নেপথ্যে পুনঃ চীৎকার]

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে। ঐ গো, ঐ খেলে গো! ঐ খেলে গো।

গিন্নী। ঐ, ঐ, ঐ, কালাচাঁদ দৌড় মারো, বাবা!

[কালাচাঁদ ও গিন্নীর বেগে প্রস্থান।]

ব্রাহ্মণ। [কিছুদূর সঙ্গে যাইতে যাইতে উচ্চৈঃস্বরে] ব্রাহ্মণি! ব্রাহ্মণি! ও ব্রাহ্মণি! আর ব্রাহ্মণি! এতদিন পরে আমি পত্নীহারা হলেম রে। এতদিন পরে গিন্নী আমায় বর্ত্তমান দেখিয়ে স'রে পড়্লো গো! হায় হায় হায় রে। কোথায় যাব রে! গিন্নীর বিরহ আগুন যে দপ্ দপ্ ক'রে পেটের ভিতরে জ্ব'লে উঠ্লো রে। নাড়িভুঁড়ী পর্য্যন্ত সিদ্ধ হ'য়ে গেল রে। ও গিন্নী! গিন্নীগো! তুমি একবার ভাতের থালা হাতে ক'রে কাছে এসে দাঁড়াও। আমি গপাগপ্ সপাসপ শব্দে বিরহের আগুন দুই হাতে নিবিয়ে ফেলি।

[নেপথ্যে পুনঃ কোলাহল]

নেপথ্যে। ঐ ঐ ঐ বাপ্‌রে! মলেম রে! গেলেম রে!

ব্রাহ্মণ। [যষ্টিতে ভর দিয়া নানারূপ অঙ্গ-ভঙ্গি করিয়া যাইতে যাইতে] ও ব্রাহ্মণি! ও গিন্নি! যাবার সময় একটা বড়ো বড়াও রেঁধে দিয়ে গেলে না। অপমৃত্যুতে মলেম গো—অপমৃত্যু মলেম, হায় হায় হায়।

[প্রস্থান।

অপরদিক্ দিয়া বীরেন্দ্রসিংহের প্রবেশ।

বীরেন্দ্র। না, কাউকে ফেরাতে পার্লেম না—কাউকে ফেরাতে পার্লেম না। স্ত্রীপুত্র আত্মীয়-স্বজন ল'য়ে সকলেই নগর ছেড়ে পলাচ্ছে। ধন-রত্ন, গৃহ-সম্পদ—এ সব পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছে, কোনদিকেই লক্ষ্য নাই। একমাত্র ধর্ম্মরাজ হরিশ্চন্দ্রের নাম মুখে, আর তাঁর দর্শন-লালসা। ধন্য রাজভক্ত প্রজা! এরূপ রাজভক্তি দেখ্লে আর ইচ্ছা হয় না, এদিগে রাজার অনুসরণ হ'তে নিবারিত করি; কিন্তু হায় নগর প্রায় শূন্য, কেবল চলচ্ছক্তিহীন যারা

বিকলাঙ্গগণের আর্ত্তস্বর এবং "কোথায় প্রজাপালন পুণ্যশ্লোক হরিশচন্দ্র," এ রব ভিন্ন অন্য রব নাই। হা প্রজাবৎসল হরিশচন্দ্র! তুমি কোথায়? হা প্রজাবৎসল মহারাণী মাতঃ শৈব্যা! আজ তুমি কোথায়? তোমাদের অভাবে আজ অযোধ্যাবাসী পিতৃহীন মাতৃহীন অনাথ কাঙ্গাল—পথের ভিখারী। ওই যে একদল নগরবাসী বালক মহারাজের নাম ক'রে বিলাপ করতে করতে এদিকে আসছে, এ দৃশ্য দেখলে অশ্রু-সংবরণ করা কঠিন।

গীতকণ্ঠে দীনহীন বালকগণের প্রবেশ।

বালকগণ—

গান।

কোথা রাজা হরিশচন্দ্র দীন-দুঃখহারক।
পুণ্যচেতা অন্নদাতা ধন্য প্রজাপালক॥
ছিলে অনাথের গতি, ছিলে অনাথের পতি
পুত্র সম প্রজাকুলে রাখিতেছ কোলে তুলে,
ফেলে গেলে ঘোর অনলে তুমি যে কুলদায়ক॥

[প্রস্থান।

বীরেন্দ্র। হায়, চণ্ডকৌশিক বিপ্রবহ্নি বিশ্বামিত্র অযোধ্যা রাজাকে এইরূপ হাহাকারময় করবে ব'লেই কি যজ্ঞোপবীত ধারণ ক'রে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলে? সূর্য্যকুলের গৌরব রবিকে চির-অস্তাচলে পাঠাবার জন্যই কি কঠোর তপশ্চর্য্যায় রত হয়েছিলে? কৌশলে সর্ব্বস্ব দানগ্রহণ ক'রে ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মাকে ভিক্ষুক সাজিয়ে, অযোধ্যার ধর্ম্ম-সিংহাসনে পাপের পূর্ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা দ্বারা সংসারের সর্ব্বনাশ সাধন করাই কি তোমার উদ্দিষ্ট মহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতি? ধন্য রে ভবিতব্য! বলিহারি তোর আত্মপ্রভাব! যাই, আর এ শ্মশানে থেকে পিশাচের নৃত্য

দেখ্‌তে পারি না! ভেবেছিলেম, প্রাণপণে অন্যায় অত্যাচারের হস্ত হ'তে এই ধর্ম্মরাজ্য রক্ষা ক'রে, ধর্ম্মাত্মা প্রভু হরিশ্চন্দ্রের এই অন্নপুষ্ট দাস-জীবনকে কৃতার্থ কর্‌ব, কিন্তু তা' আর হ'ল না! অদৃষ্টে সে সুখ নাই, জন্মান্তরে সে পুণ্য সঞ্চয় কর্‌তে পারি নাই, তাই সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল না; যাদের ল'য়ে রাজ্য, সেই প্রজাবৃন্দ যখন এ অরাজক রাজ্যে কেহই সুস্থির হ'য়ে থাক্‌ল না, তখন আর কিরূপে সে সাধ পূর্ণ করি? হায়! তবে আর কিসের জন্য আর এখানে থাক্‌তে চাই? রাত্রি প্রভাত হ'তে-না-হ'তে অযোধ্যার সীমা ছেড়ে চ'লে যাই। [অসিগ্রহণ পূর্ব্বক] আর কেন বৃথা অস্ত্রধারণ? যাঁর জন্য ধারণ করেছিলেম, আজ তাঁর বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে তোকেও বিসর্জ্জন দিলেম। আর সামরিক বেশই বা কেন? যাঁর কোলে দাঁড়িয়ে তোকে অঙ্গে পরিধান করে-ছিলেম, আজ সেই পুণ্যভূমি অযোধ্যার বক্ষেই রেখে গেলেম! [আভরণ ত্যাগ] কাঁদ্ মা অযোধ্যা, শোকের প্রবল চিতা বুকে ক'রে ব'সে ব'সে কাঁদ্, কিংবা সরযূর শীতল সলিলে জন্মের মত ডুবে যা! কোথায় এ মনুষ্য-জীবনের একমাত্র প্রত্যক্ষ দেবতা হরিশ্চন্দ্র! আজ তোমার বীরেন্দ্র তোমারই পরিত্যাগে কাঙ্গালিনী অযোধ্যা হ'তে তোমারি উদ্দেশে বিদায়গ্রহণ কর্‌ছে; যদি কখনও দেবদর্শন ভাগ্যে ঘটে, তা' হ'লে যেন ও শ্রীপাদপদ্ম পূজাতে বঞ্চিত না হই।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

অযোধ্যা—রাজসভা।

জলন্ধর সিংহের প্রবেশ।

জলন্ধর। [স্বগত] যা ভেবেছিলেম, তাই হয়েছে। একবারে রাজা—তা' আবার যে-সে রাজা নয়, একেবারে সসাগরা পৃথিবীর এক-চ্ছত্র রাজা! মিথ্যাসুন্দরীব কাছে যে জেদ্‌ করেছিলেম, তা' বজায় হয়েছে। তবে একটা দুঃখ র'য়ে গেল; কত কৌশল ক'রেও হরিশচন্দ্রকে করতলগত ক'রে ধর্ম্মভ্রষ্ট কর্‌তে পার্‌লেম না। ধর্ম্মের বড়াই ঠিক রইল। যাক্‌ গে, তা'তে আব এমন কিছু এসে-যাচ্ছে না। এখন রাজত্ব-টাকে বেশ ক'রে জমিয়ে তুল্‌তে না পার্‌লে হচ্ছে না। পুরাতন কর্ম্ম-চারিগুলো হরিশচন্দ্রের বড় গোঁড়া। অন্যায় অত্যাচার দেখ্‌তে পারে না; কাজেই ওদেব কৌশলে সরিয়ে সেইখানে নূতন নূতন পছন্দ মত কর্ম্মচারী সব নিয়োগ কর্‌তে হবে; তবে কতকটা পথ পরিষ্কার হয়েছে, সেনাপতি বেটা নাকি আপনা হ'তেই প্রস্থান করেছে; ও বেটাকে দেখ্‌লে যেন হৃৎকম্প উপস্থিত হতো। যাক্‌, সে ভয়টা একরূপ দূর হয়েছে, আর এক বেটা আছে—বৃদ্ধ মন্ত্রী; তা' ওটা ত একটু নিরীহ মত; কথায় কথায় সেনাপতির মত অমন তলোয়ারে হাত দিতে চায় না। ওটাকেও সত্বরই তফাৎ কর্‌ছি, নতুবা আমোদ-প্রমোদের কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হ'য়ে দাঁড়ায়, রঙ্গরসে কেমন যেন খুঁৎ খুঁৎ কর্‌তে থাকে; যা' হোক্‌ দেখা গেল, বুদ্ধিবলের মত বল আর নাই। বুদ্ধির জোরেই ত আজ রাজত্বটা এক তুড়ীতে লাভ করা গেছে।

বিশ্বামিত্র অমন একটা জল-জ্যান্ত অগ্নি-অবতার—যার ভয়ে স্বর্গ পর্য্যন্ত থরহরি কম্পমান্, যার বুদ্ধিতে হরিশ্চন্দ্র নাকাল্, সেই বিশ্বামিত্রকে যখন অঙ্গুষ্ঠ দেখাতে পেরেছি, তখন এ বুদ্ধিটে বড় যে-সে রকমের নয়। যাক্, আজ একবার সকাল সকাল রাজকার্য্যটা সেরে একটু স্ফূর্ত্তি উড়াতে হবে। সিংহাসনটায় বসতে একটু-আধটু বাধ-বাধ ঠেকে; ঠিক যেন মানিয়ে বস্‌তে পার্‌ছিনে ব'লে মনে হয়। বুকটা বেশ ক'রে ফুলিয়ে, কায়দা ক'রে বস্‌তে যাই, কিন্তু কেমন যেন হয় না ব'লে বোধ হয়। কথাগুলো ঠিক গুছিয়ে রাজার মত কর্‌তে যাই, কিন্তু মনে হয়, বুঝি হচ্ছে না, লোকে বুঝি ধ'রে ফেল্‌লে; সে সব ক্রমে হবে। ঐ যে মন্ত্রী এইদিকেই আস্‌ছে, এখন একবার সিংহাসনে ঠিক হ'য়ে বসি।

[নানারূপ ভাব প্রদর্শনপূর্ব্বক সিংহাসনে উপবেশন।]

মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। অভিবাদন, মহারাজ!

জলন্ধর। [বিশেষ গম্ভীরভাবে] অদ্য এত বিলম্বের কারণ কি অসংঘটিত হইয়াছে, তাহা আমাকে খুব সুন্দর ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেহ; আমি শ্রবণে লিপ্সান্বিত হইয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে ঔৎসুক্যতা জানাইতেছি।

মন্ত্রী। বিলম্বের কারণ, প্রত্যূষে চরমুখে শুন্‌লেম যে, গত রজনীতে নগরবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই নগর পরিত্যাগ ক'রে পলায়ন করেছে; তার সত্যাসত্য অবগত হবার জন্য নগর-পরিদর্শনে গমন করেছিলেম, তাই এই সামান্য বিলম্বের হেতু।

জলন্ধর। ছিঃ—ছিঃ! তুমি বৃদ্ধ মন্ত্রী হইয়া এই প্রকারের সামান্য তুচ্ছ কার্য্যে এমন মহামূল্যবিশিষ্ট সময়কে সুলভ দামে বিক্রয় করিতে

চাহ? তবে তোমা দ্বারায় কিরূপ করিয়া রাজকার্য্য সম্পাদিত হইবে, বল ত?

মন্ত্রী। মহারাজ! আপনি যে কার্য্যকে তুচ্ছ ব'লে উপেক্ষা কর্‌ছেন, আমি তাকে তুচ্ছ মনে না ক'রে বরং বিশেষ গুরুতর কর্ত্তব্য মনে ক'রেই সে কর্ত্তব্যপালনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেম।

জলন্ধর। তুমি কি কহিতেছ, মন্ত্রিবর? তোমায় দেখিতেছি, আত্মপদ-গৌরবত্ব কিছুমাত্রই নাহি; তুমি একজন আমার তুল্য রাজার মন্ত্রী হইয়া ক্ষুদ্র উই-পিপ্পীলিকার মত অতিশয় ছোট্ট যে নগরবাসিগণ তাহাদের পরিদর্শন করিতে গমন কর? তাহারা নগরে রহিল কি না রহিল, তাহাতে আমাদিগের কি ক্ষতি সাধন হইবে? বরঞ্চ তাহারা না থাকিলেই আমাদিগের মঙ্গল হইবে; কেননা, অধিক লোক-সকলের সমাগমে বায়ু অতিশয় দূষিত হইয়া উঠে; তাহাতে ব্যাধির দৌরাত্ম্য বিলক্ষণ বিকট আকার ধারণ করিতে পারে। সংসারের স্বাস্থ্য একটি পরম উপাদেয় পদার্থ। অতএব, সুতরাং নগর যাহাতে জনপ্রাণীশূন্য হয়, তাহার বাধা প্রদান করা কোন মতেই কর্ত্তব্য হইতে পারে না।

মন্ত্রী। [স্বগত] হায়! সিংহের আসন আজ শৃগালের অধিকৃত! স্বর্গের শান্তি-নিকেতনে আজ প্রেতের তাণ্ডবলীলা! লীলাময় হরি! জানি না, এ লীলা-রহস্য কত দিন মানুষের নিকট দুর্জ্ঞেয়রূপে র'য়ে যাবে!

জলন্ধর। সেনাপতি নাকি চৌর্য্য করিয়া রাজ্য হইতে পলায়ন করিয়াছে?

মন্ত্রী। অমন প্রভুভক্ত দেবচরিত্রে এরূপ কলঙ্কারোপ নিশ্চয়ই কোন শত্রুকৃত সন্দেহ নাই। সেনাপতি বীরেন্দ্রসিংহ রাজ্যের এই শোচনীয় দশা দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে অযোধ্যা পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন।

জলন্ধর। দেখ বৃদ্ধলোক! তুমি দেখিতেছি, সেনাপতির দোষ প্রক্ষালন করিবার জন্য বিশেষরূপে উৎসুকিত হইয়া উঠিয়াছ।

মন্ত্রী। মহারাজ! যা' সত্য, তাই বলেছি।

জলন্ধর। আমার মুখে মুখে উত্তর প্রদান করা তোমার কি মনের অভ্যন্তরে ভয়ের আতঙ্ক হইতেছে না? এতদিনে তোমাদের কিছুমাত্রও সভ্যতা শিক্ষা বিকশিত হইয়া উঠে নাই?

মন্ত্রী। মহারাজ! যে কথা জিজ্ঞাসা করছেন, তারই উত্তর দিতেছি মাত্র; নিষেধ করেন, এখন হ'তে নির্ব্বাক্ থাকব।

জলন্ধর। আমি যাহা আজ্ঞা করিব, তাহাই পালন করিতে হইবে।

মন্ত্রী। ন্যায়-ধর্ম্মসঙ্গত আজ্ঞা পালনে অবশ্যই বাধ্য হ'ব।

জলন্ধর। ন্যায়-ধর্ম্মের নাম আমার সম্মুখে কখনও করিতে পারিবে না। আমার এই নূতন রাজ্যে সব নূতন ব্যবস্থা হইবে; পুরাতন কিছুই থাকিতে পারিবে না।

বেগে ধর্ম্মদাসের প্রবেশ।

ধর্ম্মদাস।—

গান।

এই ত সবে সুরু হ'ল।
ছাইয়ে চাপা আগুন আর ক'দিন চাপা থাকে বল॥
ঢেঁকি হ'য়ে ঢুকে ঘরে, কুমীর হ'য়ে আস্‌ল জলে,
এখন মুখের মুখোস্ খুলে ফেলে, রাক্ষস হ'য়ে ঘাড় ভাঙ্গিল।
গুব্‌রে পোকা গোবর ছেড়ে, সোণার পদ্মে এসে বস্‌ল,
এবার টল্‌বে আসন, কান পেতে শোন্,
ধর্ম্মের ঢাক্ ওই বেজে উঠ্‌ল।

[বেগে প্রস্থান।

জলন্ধর। তুমি শীঘ্র ঐ অসভ্য, উন্মত্তটাকে শৃঙ্খলে উদ্বন্ধন করতঃ কারা-গৃহে আবদ্ধ রাখ গে।

মন্ত্রী। [যাইতে যাইতে—স্বগত] হা ভ্রান্ত! তুমি কা'কে উন্মত্ত ব'লে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে যাচ্ছ? যদি সে চক্ষু থাকৃত, তা' হ'লে দেখে চিনতে পারতে যে, ও সাধারণ উন্মত্ত নয়; তখন লৌহ-শৃঙ্খলের পরিবর্ত্তে ধর্ম্ম-শৃঙ্খলের প্রয়োজন বোধ করতে। যা' হ'ক, অন্যকার মত একরূপ নিষ্কৃতি পেলেম।

[প্রস্থান।

জলন্ধর। [স্বগত] বেটা সেই ছদ্মবেশী ধর্ম্ম! বেটাকে দেখলে যেন বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়। ওকে বেঁধে কারাগারে রাখতে না পারলে হচ্ছে না। কি জানি, আমার প্রকৃত পরিচয় দিয়ে পাছে কোন বিভ্রাট বাধিয়ে দেয়। তাই ত! কৈ, এখনও নর্ত্তকীরা আসছে না? ঐ আবার কা'রা যেন আসছে; ব্যাটারা আমায় বিরক্ত ক'রে ছাড়লে! এখন একবার স্ফূর্ত্তি করব, তা' না—আবার সেই রাজকার্য্য! আর সাধুভাষা জোটাতে পারিনে। এক্-একটা কথা উচ্চারণ করতে যেন দাঁতগুলো ভেঙ্গে যায়।

চারিজন নাগরিকের প্রবেশ।

নাগরিকগণ। মহারাজ! মহারাজ! আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে!

জলন্ধর। একসঙ্গে সকলে ওরূপ শৃগালের মত চীৎকার করিয়া উঠিতেছে কেন? ওরূপ চীৎকার করিলে আমার কর্ণকুহরে যে একখণ্ড অতিশয় পট্টহের মত তরল চর্ম্ম আছে, তাহাতে আঘাত প্রাপ্ত হয়, বুঝিয়াছ মূর্খগণ? এক এক করিয়া সাধুভাষায় সকলে কাহিনী কহিতে থাক।

১ম নাগরিক। আজ্ঞে ধর্ম্মরাজ!

জলন্ধর। [কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া] চুপ্, চুপ্, চুপ্।

১ম নাগরিক। আজ্ঞে ধর্ম্মাবতার!

জলন্ধর। পুনরায় ঐ নাম? কেন মহারাজ ভাষা কি মুখ হইতে বহির্গত হয় না?

১ম নাগরিক। আজ্ঞে—মহারাজ!

জলন্ধর। বেশ্, বেশ্ এইবার বলিয়া যাও।

১ম নাগরিক। গত রাত্রিরে চোরে আমার সর্ব্বস্ব চুরি ক'রে নিয়ে গেছে; আমি গরীব—আমার আর কিছু নাই।

জলন্ধর। চোরে চুরি করিবে না ত কি কর্জ্জ করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিবে? যাহার যে কাজ, তাহার সেই কাজ করাই ত উচিত।

১ম নাগরিক। মহারাজ বিচার করুন, আমি একেবারে সর্ব্বস্বান্ত।

জলন্ধর। আমি তাহার কি বিচার করিব? তুমি কেন রাত্রিতে জাগিয়া বসিয়া থাক না? চোরের কার্য্য চুরি করা—তোমার কার্য্য জাগিয়া বসিয়া থাকা। অতএব তুমি তোমার কর্ত্তব্যকার্য্য পালন কর নাই বলিয়া অপরাধ বলিয়া গণ্য। প্রহরী!

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। হুকুম?

জলন্ধর। যাও, এই ব্যক্তিকে লইয়া সজোরে ইহার পৃষ্ঠদেশে পঁচিশ বেত্রাঘাত করিয়া ছাড়িয়া দাও। যাও, তুমি তোমার দণ্ডগ্রহণ করগে।

১ম নাগরিক। হা ভগবান্!

[প্রহরীসহ প্রস্থান।

জলন্ধর। এক্ষণে বল, তোমার আবার কি ?

২য় নাগরিক। আজ্ঞে মহারাজ! গঙ্গারাম মিশ্র নামক এক দুর্বৃত্ত শত্রুতা ক'রে আমার সমস্ত গৃহ ভস্মসাৎ ক'রে দিয়েছে। আত্মীয় পরিবার পুত্র নিয়ে আমার আর দাঁড়াবার স্থান নাই।

জলন্ধর। সে তোমারই ত্রুটি হইয়াছে—তুমি সলিল সিঞ্চন করিয়া সে অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে পার নাই কেন ? সলিল-সংযোগে অগ্নি নির্ব্বাণ হয়, ইহা যে মূর্খ লোক অবগত নহে, সেইরূপ মূর্খ ব্যক্তি আমার অধিকারে থাকিবার উপযুক্ত নয় ; সুতরাং অতএব এবং তুমি এখনই এই অযোধ্যা হইতে সবেগে পলায়ন কর।

২য় নাগরিক। [স্বগত] হা প্রজাপালক হরিশ্চন্দ্র। তোমার অভাবে আজ আমাদের এই গতি হ'ল। [রোদন]

[প্রস্থান।

জলন্ধর। বল, তোমার কি ?

৩য় নাগরিক। আজ্ঞে, মহারাজ! আমরা সহোদর দুই ভ্রাতা, পিতৃদেব স্বর্গগত—সামান্য যে বিষয়-সম্পত্তি আছে, আমরা দুই ভ্রাতাই তাহার তুল্য অধিকারী। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা একখানি জাল দানপত্র প্রস্তুত ক'রে আমাকে আমার পৈত্রিক সমস্ত সম্পত্তি হ'তে বঞ্চিত কর্‌তে বসেছেন। এখন মহারাজ! এর বিচার করুন।

জলন্ধর। তুমি কেন একটা জাল দানপত্র প্রস্তুত করিতে পার নাই ? তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ, আর তোমার জ্যেষ্ঠ দেখিতেছি বিশেষ বুদ্ধিমান্। সংসারে বুদ্ধিমান্ লোকের বিশেষ প্রয়োজন, সুতরাং তুমি ভিক্ষাদ্বারা উদর পূরণ করিতে থাক। অদ্য হইতে তুমি একজন ভিক্ষুক-শ্রেণীভুক্ত বলিয়া খ্যাত হইবে, তবে এখন প্রস্থান করিতে পার।

৩য় নাগরিক। [স্বগত] হায় অদৃষ্ট! শেষে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে হবে!

[প্রস্থান।

জলন্ধর। এইবার তোমার কাহিনী সংক্ষেপে কহিয়া সত্বর বিদায় হইতে পার।

৪র্থ নাগরিক। আমার কষ্টের কথা আর কি ক'ব, মহারাজ! গত রাত্রিতে আমার গৃহে ভীষণ ডাকাতি হ'য়ে গেছে, কেবল অর্থাদি গ্রহণ ক'রে তা'রা নিবৃত্ত হয়নি, আমার একটি দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বক্ষে ক'রে আমার স্ত্রী দস্যুভয়ে অন্যত্র পলায়ন করেছিল, তখন কি বল্‌ব, মহারাজ! ব'ল্‌তে বুক ফেটে যাচ্ছে—উঃ—[রোদন]

জলন্ধর। কৈ, তোমার বক্ষঃস্থল ত বিদীর্ণ হইয়া যায় নাই, কেন তবে মিথ্যাকথা কহিতেছ? তার পর কি হয়েছে?

৪র্থ নাগরিক। তার পর সেই দুরন্ত দস্যুগণ সেই শিশুকে তার মাতার বক্ষ হ'তে কেড়ে নিয়ে, এক পাষাণ-খণ্ডের উপরে সজোরে নিক্ষেপ করলে, বাছার কোমল মস্তক তখনি চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে গেল।

জলন্ধর। যাহা চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহার আর উপায় কি করিবে?

৪র্থ নাগরিক। আরও শুনুন, মহারাজ! দস্যুগণ সেই দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিহত ক'রে অবশেষে আমার স্ত্রীর মুখ বস্ত্রদ্বারা বন্ধন ক'রে কোথায় অন্তর্দ্ধান হয়েছে।

জলন্ধর। সে ত ভালই হইয়াছে, পুরাতন স্ত্রীকে লইয়া গিয়াছে, এখন তুমি নূতন স্ত্রী আনয়ন কর, পুরাতন অপেক্ষা নূতনই ভাল। ইহাতে দুঃখের কথা তোমার কি বিস্ফুরিত হইল, বুঝিতে পারিতেছি না। যাও—তোমার বিচার হইয়া গিয়াছে, এখন যাইতে পার।

৪র্থ নাগরিক। মহারাজ! এই কি ধর্ম্মবিচার হ'ল ?

জলন্ধর। [সক্রোধে] চুপ্—প্রহরী!

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। কি আদেশ ?

জলন্ধর। যাও, ইহাকে লইয়া সাতদিন অন্ধকারাবৃত কারাগৃহে রাখিয়া দাওগে।

৪র্থ নাগরিক। [স্বগত] হা ধর্ম্ম! সত্যই কি তুমি নাই ?

[প্রহরীর প্রস্থান।

নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

জলন্ধর। আরে আইস, আইস, তোমাদের জন্য আমি মহাতিশয় সব্যাকুলিতা উৎকণ্ঠিত অবগুণ্ঠিত উত্তোলিত হইয়া সময় অতিক্রমি করিতেছি। অদ্য এই নির্জ্জন সভামধ্যে একবার নৃত্যগীতের উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া দাও।

নর্ত্তকীগণ। যে আজ্ঞে।

নৃত্যগীত।

শুধু শুধু, প্রাণ পিয়াসা-নেশা মেটে না কথায়।
দুখের পিপাসা কি গো দোয়েতে মিটায় ?
প্রাণ দেওয়া ত মুখের কথা নয়,
প্রাণ দিলে কি ফাঁকে ফাঁকে রয়,
শুধু মুখে মধু বঁধু তোমার;
বিষের ধারা হৃদয় মাঝে বহিয়ে যে যায়॥

জলন্ধর। সুন্দর! সুন্দর! আবার—আবার—

নর্ত্তকীগণ।—

নৃত্যগীত।

মাইরি মাইরি ও মাণিক ও মাণিক।
হাসির চোটে দম্ ছুটে যায়,
যোরা তবু হাসি ফিক্ ফিক্।
বাজে ধিনিকিটি ধিনি ধিকিটি ধা।
সা ধাপা মাপা গারে সা—
রং বেরঙের পেয়ালাগুলো
করছে গো ঝিক্‌মিক্॥

[নর্ত্তকীগণসহ জলন্ধরের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বনভূমি।

গীতকণ্ঠে ভীল-বালকগণ ও ভীল-বালিকাগণের
শিকারীবেশে প্রবেশ।

গান।

সকলে। দ্যা র্যা র্যা র্যা রা রা হো।
বন্ বন্ বন বন্ সন্ সন্ সন্ সন্,
সোঁ সোঁ সোঁ সোঁ সোঁ সোঁ॥
বালিকাগণ। ওই গোধা ছোটে
বালকগণ। ওই ভঁইস লোটে,
বালিকাগণ। ঢুঁরি জঙ্গল্ সারা,
বালকগণ। নেহি মিলে বঁরা,
বালিকাগণ। গিধোড় বানর পেঁচা ভোন্দড়, বিঁধি তড়াতড়্,
বালকগণ। ছুঁচো ইন্দুর, বড় বাদুড় ধরি ধড়াধড়্;
সকলে। ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্, তীরকা তারিফ,
ভোঁ ভো ভোঁ ভোঁ ভোঁ॥

[প্রস্থান।

অপর দিক্ দিয়া শর লক্ষ্য করিয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে
রোহিতাশ্বের প্রবেশ।

রোহিতাশ্ব। কৈ, কৈ কোথা গেল, দুষ্ট হুমো বাঘ?
দেখ্‌তে পেলে মার্ব্ব বেটায় ক'রে এমন তাগ্!

ঐ যে বেটা ব'সে আছে, ছোবল পেতে পথে।
যাবি কোথায় ? ওরে দুষ্টু, মর্‌বি আমার হাতে॥
আয় না বেটা, মার্‌না ছোবল, দেখি কত জোর।
এক বাণেতে দেখ্‌বি কেমন প্রাণটা নেব তোর॥
তোর চোখ রাঙান দেখে—অমনি ডরাই তেমন ছেলে।
আয়না লড়াই কর্‌ব এবার দু'জনাতে মিলে॥
ও কি দুষ্টু, পালাস্‌ কোথা লেজটা গুটিয়ে-গুটিয়ে।
আমিও যাচ্ছি পেছু পেছু ধনুক বাণ নিয়ে।

[বেগে প্রস্থান।

ব্যস্তভাবে শৈব্যার প্রবেশ।

শৈব্যা। কৈ ? এদিকেও ত দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। তবে রোহিত আমার কোন্‌ দিকে গেল ? দূর থেকে বাঘটাকে দেখে, আহ্লাদে নাচ্‌তে নাচ্‌তে বাবা আমার ধনুর্ব্বাণ নিয়ে ছুটে গেল। এত ক'রে মানা কর্‌লেম, কিছুতেই পাগল-ছেলে আমার কথা শুন্‌লে না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে নিবিড় বনের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। আজ দুই-দিন বাছা আমার, অনাহারে রয়েছে; পাছে আমরা কষ্ট পাই ব'লে, দুধের বালক আমার, খাবার কথা মুখেও আনে না। কিন্তু হায়! আমি যে অভাগিনী দশমাস গর্ভে ধরেছিলেম, আমার ত কিছুই বুঝ্‌তে বাকী থাকে না। কি কর্‌ব, বুঝ্‌তে পেরেও পাষাণীর ন্যায় পাষাণে বুক বেঁধে সবই সহ্য কর্‌ছি! মহারাজ ভিক্ষায় গেলেন—হা অদৃষ্ট! রাজ-রাজেশ্বরের স্কন্ধে আজ ভিক্ষার ঝুলি! কেমন ক'রে লোকের দ্বারে গিয়ে 'ভিক্ষা দাও' ব'লে দাঁড়াবেন ? এতক্ষণ হয় ত কোন লোকের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন; দ্বারে উপস্থিত হ'য়ে

হয় ত, মুখে কথাই ফুট্‌ছে না ; সেখান থেকে ফিরে হয় ত অপর দ্বারে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। সেখানে হয় ত কেহ ভিখারী ব'লে ঘৃণা ক'রে ভিক্ষা না দিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছে। হয় ত ভিক্ষায় বঞ্চিত হ'য়ে মহারাজ লজ্জায় আমার কাছে আস্‌তে পার্‌ছেন না। মহারাজের মুখের দিকে যখনই তাকাই, তখনই যেন মনে হয়, মহারাজ এই সর্ব্বস্ব দানের আনন্দ যেন আমার আর রোহিতের জন্য উপভোগ কর্‌তে পাচ্ছেন না। কেন না, হয়ত তিনি মনে করেন, তাঁর এই সর্ব্বস্ব দানের জন্য আমি বুঝি তাঁকে অপরাধী ব'লে মনে করি। সেইজন্যই বোধ হয়, সর্ব্বদা আমাদের কষ্ট হয়েছে মনে ক'রে মুখখানা কেমন মলিন ক'রে থাকেন, আর কিসে সে কষ্ট নিবারণ কর্‌তে পারেন, তা'র জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়েন। তাই যদি হয়, তা' হ'লে আমার মত মহাপাপিনী আর জগতে কে আছে ? কা'কে নিয়ে সুখ ? কা'র জন্য সুখ ? যাঁকে নিয়ে সুখ এবং যার জন্য সুখ, তার সুখেই আমার সুখ, তার দুঃখেই আমার দুঃখ। তিনি যখন অযোধ্যার রাজসিংহাসনে রাজরাজেশ্বর—আমিও তখন অযোধ্যার সিংহাসনে রাজ-রাজেশ্বরী ; তিনি যখন আজ পথের ভিখারী সন্ন্যাসী, আমিও তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসিনী ; এ হ'তে আর নিজেকে কত সৌভাগ্যশালিনী ব'লে মনে কর্‌ব ? কিন্তু মহারাজের ধারণা, বুঝি আমি কত কষ্টই পাচ্ছি। হায় ! তাঁর এ ধারণা কেমন ক'রে দূর কর্‌ব ? এ ধারণা দূর কর্‌তে না পার্‌লে যে, মহারাজের মনে শান্তি দিতে পার্‌ছি না। আমি যে তা' হ'লে তাঁর শান্তির পথের কণ্টক। তুচ্ছ প্রাণ দিলে যদি বুঝ্‌তে পেতেম যে, মহারাজ সুখী হবেন, তা' হ'লে এ সামান্য প্রাণ এখনই পরিত্যাগ কর্‌তেম। এক রোহিতকে ল'য়ে পিত্রালয়ে গেলে, নাথ, আমাদের বিষয়ে কিছু নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন বটে ; কিন্তু আমি সঙ্গে না

থাক্‌লে তাঁর সেবা শুশ্রূষা কে কর্‌বে? পথশ্রমে ক্লান্ত হ'লে এ দাসী ভিন্ন কে এমন ক'রে অঞ্চল ব্যজন ক'রে তাঁর শান্তি দূর ক'রে দেবে?

হাঁপাইতে হাঁপাইতে অদূরে রোহিতাশ্বের প্রবেশ।

রোহিতাশ্ব। দুষ্ট পালিয়ে গেল—পালিয়ে গেল—আমার ভয়ে দুষ্ট একদম্, জঙ্গলের ঝোপের মাঝে পালিয়ে গেল! বেটা যদি ঝোপের মাঝের ভিতর না পালিয়ে যেত, তা' হ'লে বেটাকে বিঁধে ছিলেম আর কি। আর পেরে উঠ্‌লেম না, আজ দু'দিন কিছু খাইনি, ক্ষিধেয় মাথার ভিতরে কেমন কর্‌ছে, ব্যাটার পেছু পেছু ছুটে একদম হয়রাণ হয়েছি। মা হয় ত এতক্ষণ আমাকে কত খুঁজ্‌ছে?

শৈব্যা। কৈ বাবা! রোহিত আমার এলি?

রোহিতাশ্ব। মা! পার্‌লেম না—পার্‌লেম না—ব্যাটা ভারি দুষ্ট, এমন একটা ঝোপের মধ্যে সেঁধুলো, আর খুঁজে পেলেম না! পেলে বেটাকে একবার কাঁধে করে নাচ্‌তে নাচ্‌তে নিয়ে আস্‌তেম। তুই দেখ্‌লে আমায় কত চুমো খেতিস্। বাবা দেখ্‌লে কত আমার বুক চাপ্‌ড়ে দিতেন। কৈ মা, বাবা এখনো ভিক্ষে ক'রে আসেন নি?

হরিশ্চন্দ্রের প্রবেশ।

হরিশ্চন্দ্র। এসেছি বাপ্! কিন্তু শৈব্যা! ভিক্ষা কর্‌তে পারি নি, দ্বারের কাছে গিয়ে গিয়ে ফিরে এসেছি, শৈব্যা। কত চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই, 'ভিক্ষা দাও' এ কথা মুখ থেকে বা'র কর্‌তে পারি নি। হায় শৈব্যা! কাল-অভিমানকে এখনও ত্যাগ কর্‌তে পার্‌লেম না! অভিমানের অস্তিত্ব ক্ষত্রিয়-শোণিতের প্রত্যেক বিন্দু-অনুবিন্দুতে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত থাকে। শৈশবের মাতৃস্তন্য পানের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত্রিয়-

সন্তান যে অভিমানের সুখাস্বাদন লাভ করে, সে আস্বাদনের প্রলোভন জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় কথনো বিস্মৃত হ'তে পারে না—অভিমান ক্ষত্রিয়ের অস্থিমজ্জাগত; তাই আজ শত চেষ্টা ক'রেও সে দুর্দ্ধর্ষ অভিমান পরিত্যাগ করতে পারি নি। তারই অব্যর্থ ফল—আজ এই হতভাগিনী—তোমার অনশনজনিত অরুন্তুদ অশেষ ক্লেশ! তারই অব্যর্থ ফল—আজ ঐ দুগ্ধপোষ্য শিশুর অসহ্য ক্ষুধায় অব্যক্ত যন্ত্রণা! এ ক্লেশের অপনোদন, এ যন্ত্রণার সান্ত্বনা করবার উপায় আমার পক্ষে এখন সর্ব্বতোভাবে অবরুদ্ধ। ঋষির নিষিদ্ধ পন্থায় পদার্পণ করবার তিলমাত্র শক্তি আমার নাই। তাই বলছিলেম, শৈব্যা, এখনও সময় থাকতে—এখনও প্রিয়পুত্রের মুখ নিঃসৃত মাতৃসম্বোধনে শ্রবণ পরিতৃপ্ত করতে—পুত্র বৎসলা! যাও, পুত্রসহ পিত্রালয়ে গমন কর, নতুবা আমার সঙ্গ ধ'রে থাকলে মৃত্যুর বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি অচিরাৎ দৃষ্টিপথে পতিত হবে।

শৈব্যা। যদি বিধিলিপি তাই হয়?

হরিশ্চন্দ্র। এ কথার উত্তর করা বড় কঠিন কথা, শৈব্যা; তবে এইমাত্র বলতে পারি, ভগবান্ কেবল অদৃষ্ট দিয়ে মনুষ্য-সৃষ্টি করেন নি, সেই সঙ্গে পুরুষকারও প্রদান করেছেন। মানুষ কেবল অদৃষ্টবাদী হ'লে সৃষ্টির অল্পদিন পরেই মানুষ জড়তা প্রাপ্ত হ'য়ে যেত, সন্দেহ নাই! মানুষকে জড় না ক'রে সৃষ্টির অতি উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ব'লেই, বুদ্ধিবৃত্তির চালনা—হস্তপদাদির সদ্ব্যবহার—যতক্ষণ পর্য্যন্ত চেষ্টার পথ অতি সঙ্কীর্ণভাবেও পরিদৃষ্ট হবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ নিশ্চেষ্টভাবে দৈবের উপরে নির্ভর ক'রে ব'সে থাকবে না। প্রমাণ দেখ, অকূলসমুদ্র-নিমগ্ন ব্যক্তি সামান্য তৃণ অবলম্বনেও স্বীয় উদ্ধারের চেষ্টা করে।

শৈব্যা। কিন্তু সেই তৃণ ধারণ ক'রে কেহ কি কখনো সেই অকূল সাগর পার হ'তে পেরেছে? বরং অনেক সময়ে সেই নিমগ্ন ব্যক্তি সেই সামান্য তৃণমুষ্টির আশ্রয় না পেয়েও, নিরাশ্রয় ভাবে "নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ," এই কথা বল্‌তে বল্‌তে অকূল সাগরের তরঙ্গদলে নিমগ্ন হ'য়ে গেছে; কিন্তু নাথ! দৈবের কৃপায় সেই ভীষণ তরঙ্গ আন্দোলনে সেই মুমূর্ষু ব্যক্তি জ্ঞানহীনভাবে অকূল সাগরের কূলে রক্ষিত হয়—এ দেখেও কি, পুরুষকারের জয় স্বীকার কর্‌তে হবে?

হরিশ্চন্দ্র। শৈব্যা! নিরুত্তর কর্‌লে, আমার পরীক্ষাও শেষ হ'ল। এখন যে পাষাণে বুক বেঁধেছ, তা' হ'তেও কঠিনতর কুলীশে বক্ষঃস্থল বেঁধে ফেল, ভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবী প্রলয়-অনলশিখাকে আলিঙ্গন কর্‌তে এখন হ'তে বিশেষভাবে প্রস্তুত হ'য়ে আমার অনুগামিনী হ'য়ে চল। আর তোমাকে কিছু বল্‌ব না—আর তোমার আদর্শ পাতিব্রত্য-ধর্ম্মে বাধা দেব না! কিন্তু, কিন্তু—পাষাণি—কিন্তু বজ্রময়ি! পাতিব্রত্যের দৃঢ়শৈলে বদ্ধ বক্ষঃস্থলে যে একটী অর্দ্ধ বিকশিত কমল-কোরক উৎপন্ন হয়েছে, তার কথা একবার ভেবেছ কি? ঐ দেখ, ঐ সেই স্নেহ-সলিলসিঞ্চিত সযত্ন-বর্দ্ধিত সরস মুকুলটী দিন-দিন নিদাঘ-সন্তাপে বিশুষ্ক হ'য়ে যাচ্ছে; তার কথা একবার চিন্তা করেছ কি?

শৈব্যা। চিন্তার সঙ্গে যদি উপায়ের সম্বন্ধ নিশ্চিত থাক্‌ত, তা' হ'লে সে চিন্তাকে ত্যাগ কর্‌তে পার্‌তেম না; কিন্তু হৃদয়েশ্বর! সে উপায়ের সূত্র ত মানুষের হস্তে ঈশ্বর প্রদান করেন নি।

রোহিতাশ্ব। মা! মা! আমার পেটটার ভিতরে কেমন যেন কর্‌ছে—পুড়ে যেন জ্ব'লে যাচ্ছে! বুঝি বাঘটার সঙ্গে ছুটোছুটী ক'রে এমন ধারা হয়েছে—মা, তুই একটু হাত বুলিয়ে দে ত।

হরিশ্চন্দ্র। শৈব্যা! এই প্রথম সূচনা, এই প্রথম সূত্রপাত—এর পরিসমাপ্তির জন্য অপেক্ষা কর।

শৈব্যা। [রোহিতের মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে] যিনি এ রত্নকে আমাদের কাছে গচ্ছিত রেখেছেন, আমাদের হ'তেও তাঁর দৃষ্টি সর্ব্বদাই এদিকে আছে, তাঁর ধন তিনিই রক্ষা করবেন।

হরিশ্চন্দ্র। ধন্য বিশ্বাস-বল সম্বল করেছ, শৈব্যা! এরূপ অচল বিশ্বাস সংসারবাসীর নিকট নিতান্ত সুলভ নয়।

রোহিতাশ্ব। বাবা! সত্যি ক'রে আমার ক্ষিদে পায়নি। তোমরা সে জন্য ভেব না, বাবা!

হরিশ্চন্দ্র। [স্বগত] সময় বিশেষে এরূপ মিথ্যাকথাও শত মার্জ্জনীয়। একদিকে বালক রোহিতাশ্বের এই অসাধারণ সহ্যশক্তি—অপর দিকে পতিব্রতা শৈব্যার অটল ধৈর্য্যসহ অচল বিশ্বাস, এই দুই দৃঢ় ভিত্তির উপরে আমার ঋষিঋণ পরিশোধের সুবৃহৎ আশারূপ অট্টালিকা প্রতিষ্ঠিত।

শৈব্যা। বাবা রোহিত! কৈ, এ কয়দিন তোমার গোপালের নাম একবারও মুখে আন না?

হরিশ্চন্দ্র। [জনান্তিকে] আবার সে কথা জাগিয়ে দিচ্ছ কেন, শৈব্যা?

শৈব্যা। [জনান্তিকে] জাগিয়ে দিচ্ছি না, নাথ, বাছার আমার ক্ষুধার কথা ভুলিয়ে দিচ্ছি? গোপালের কথা মনে হ'লে রোহিত আর ক্ষুধায় এমন কষ্ট বোধ করবে না।

রোহিতাশ্ব। মা! আমার যেন মনে হয়, গোপাল আমাদের সঙ্গে-সঙ্গেই আছে, কেমন আবছায়ার মত যেন সব সময়েই গোপালকে দেখতে পাই। এই যে তুমি হাত বুলিয়ে দিচ্ছ, আমার মনে হচ্ছে,

যেন গোপালের সেই হাত তোমার হাতের সঙ্গে মিশে র'য়েছে। গাছের তলায় শুয়ে যখন শীতল বাতাস বইতে থাকে, আমার যেন মনে হয়, গোপাল আমার নিজেই এসে গাছের ডাল ধ'রে আমায় বাতাস করছে। পাখীর ডাক্ শুন্‌লে মনে হয়, গোপাল যেন পাখী হ'য়ে আমাকে গান ক'রে শোনাচ্ছে। আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রোজই গোপালের সঙ্গে খেলা করি।. মা! গোপাল আস্‌বে, কেবল সেই ঋষির ভয়ে গোপাল দেখা দিতে পার্‌ছে না।

ফলহস্তে গীতকণ্ঠে বন্য-বালকবেশে গোপালের প্রবেশ।

গোপাল।—

গান।

রাঙ্গা টুক্ টুক্ টুক্, দেখনা চাহিয়ে কেমন মিঠা ফল।
দুঃখী ভুখী হেথায় ভেঁইয়া কোন্ আছিস্ রে বল।
সারা দিনরাত ঘুরি ঘুরি,
সারা জোঙ্গল ঢুঁরি ঢুঁরি,
লিয়ে এসেছি ফল হাতে করি, খেলে পাবি বল।
হামার ফলের এমনি মোজা,
না খেলে যে যায় না বুঝা,
ক্ষুধা তৃষ্ণা সেরে যাবেক্ পরাণেতে ফুটবে বল॥

রোহিতাশ্ব। বাবা! দেখ, দেখ কেমন একটী ব্যাধের ছেলে! কাছে ডাক না, বাবা! ওর গান বড় মিষ্টি।

হরিশ্চন্দ্র। বালক! তোমার হাতে ও কি ফল?

গোপাল। বড়ি মিঠাফল! তু বাবা, একটুক্‌রা খাবি?

হরিশ্চন্দ্র। কত দাম, বালক?

গোপাল। দাম্ ত হামি জানিনি, বাবা। কেবল দুঃখী ভুখী মানুষকে হামি ফল খাইয়ে বেড়াই। সেই ত হামার সুখ, বাবা। তু খাবি? এই নে না—তুহার ভুখা লাগিয়েছে, তু খানা, বাবা, আর ভুখা তুহার থাকবে না। ও ছেইলা তুহার কে, বাবা? ও ত মোর খেলার সাথী পাখী বটে। [রোহিতের প্রতি] ও খেলার সাথী! তু ভাই হামার সাথে খেলা করবি? হামার সাথে সাথে, সারা জোঙ্গল ঘুরতে পারবি? হুঁ মাই! তুহার এ ছেইলা আছে বটে? তুঁহার এ ছেইলার মুখখানা, কালিমাখা দেখে তুহার, মায়ী, কলজেটা কাটিয়ে যাচ্ছে না? হামার ত যাচ্ছে, মায়া। তু তবে কোন্ দেশের লোক, মায়ী? তুহার দেশে বুঝি ছেইলার উপর মায়া করতে জানে না, মায়ী? ভুখা লাগলে খাইতে দিতে বুঝি জানে না, মায়ী? তবে কি তুহারা ডাইনি আছিস্? হাঁ, তুঁ তাই ত আছিস্ বটে। ঐ দ্যাখ্ দ্যাখ্, তুহার ছেইলার মুখটা কেতো শুকিয়ে গেছে। এ তু তবে কেমন ধারা, মায়ী?

হরিশ্চন্দ্র। [স্বগত] এতদিনে গোপাল কে, তা' বুঝ্‌তে পেলেম। এতদিনের সংশয়-সন্দেহের গাঢ় তমসা ভেদ ক'রে সত্যের পূর্ণ জ্যোতির আজ সম্পূর্ণভাবে সমুদিত হয়েছে, নতুবা এ নিদাঘসন্তপ্ত পতনোন্মুখ কমলকোরকটী যাতে বৃন্তচ্যুত না হয়, এর উপায় আর কে কর্‌তে পারে? আহা! ছদ্মবেশ, তা' হ'লেও শুষ্কপর্ণাবৃত ফুটন্ত পদ্মের ন্যায় রূপ-জ্যোতিঃ যেন ফুটে ফুটে উঠ্‌ছে। ধন্য রোহিতাশ্ব! আর ধন্য তোর সরল সখ্যভাব।

শৈব্যা। দেখুন, নাথ! একবার বেশ ক'রে চেয়ে দেখুন, এই বন্য বালকটীর মুখের শ্রী, আর আমাদের গোপালের মুখের শ্রী যেন ঠিক একরূপ।

হরিশ্চন্দ্র। অনেকক্ষণ, দেখ্‌ছি, শৈব্যা, দেখ্‌বামাত্রই মন বশে নিয়েছি। ঐ দেখ, রোহিতাশ্ব একদৃষ্টিতে কেমন ঐ মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে।

গোপাল। এ খেলার সাথী! তু এই ফলটা একবার খেয়ে দে। এ ফল খেলে আর কিছু কষ্ট হোবে না, গায়ে তুহার শক্তি হবে। পরাণের মাঝে ফুর্‌ত্তি হবে। খা, খা, খেয়ে দে। [ফলদানে উদ্যোগ]

রোহিতাশ্ব। না—ভাই, আর আমি ফল খাব না। তোমার গান শুনে আমার ক্ষিধে-তেষ্টা সব যেন কোথায় চ'লে গেছে। তুমি আর একটা অম্‌নি ক'রে গান কর।

গোপাল। তু তবে এই ফলটা হাতে ক'রে লে, তবেই ত হামি গান্ করিয়ে শুনাবে না। [ফল দান, রোহিতাশ্বের ফলগ্রহণ]

হরিশ্চন্দ্র। দেখ শৈব্যা। এখনো কি ভ্রম আছে? এখনো কি সংশয় আছে? ঐ গোপালরূপী ভগবানের সঙ্গে সরল বালক রোহিতাশ্বের খেলা একবার নয়ন ভ'রে দেখ। শৈব্যা। আজ আমরা মানব-জীবন সার্থক করি।

রোহিতাশ্ব। এই ত ফল নিয়েছি, তুমি তবে গান কর।

গোপাল।—

গান।

হামি কত আর শুনাবে গান্।
কত গান গাহি,　　কেহ শুনে নাহি,
কারু ত নাহি যে শুন্‌বার কান্
সাগর-তুফানে কত গান করে,
পাখী শাখে বসি' কত তান ধরে,
বাতাসের গানে পরাণ শিহরে,
যমুনা বহে যে উজান্।

সারা জনম হাসি গাইয়ে কাটানু,
সারা জীবন আশ খেলিয়ে মিটানু,
সারা পরাণ হাস বিলায়ে দিউনু,
ডালি দিনু মোর মান্ অভিমান্ ॥

[প্রস্থান।

রোহিতাশ্ব। [উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায়] থেম না, থেম না, গাও—গাও—যেও না ভাই—যেও না।

বেগে ধর্ম্মদাসের প্রবেশ।

ধর্ম্মদাস।—

গান।

কই কই কোথা গেল ?
মেঘের কোলে তড়িৎ খেলে ওই মেঘেতে মিশাল ॥
পিঁজ্‌রে ভেঙ্গে প্রাণের পাখী উঠে গেল ওই,
খালি পিঁজ্‌রে রইল খালি, তারে পেলেম কই,
এখন, তা'রে ছেড়ে বল্ না কোথা রই ,—
ওই ওই ফেলে পলাল ॥

[বেগে প্রস্থান।

হরিশ্চন্দ্র। এ দৃশ্য দেখে, কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লে, শৈব্যা ?

শৈব্যা। দাসীর বুঝ্‌বার যতদূর শক্তি, তা' কি আপনার অজ্ঞাত আছে, নাথ ?

রোহিতাশ্ব। [পাগলের ন্যায়] ঐ গেল, ঐ গেল, ফল নিয়ে পালিয়ে গেল, আমায় খেতে দিতে এসে, আমার মুখের কাছে ফল নিয়ে এসে, ঐ—ঐ পালিয়ে গেল—পালিয়ে গেল। কা'র ভয়ে যেন—সেই কটমটে ঋষির ভয়ে যেন, কোথায় সে মোর পালিয়ে গেল।

কেউ ত থামালে না, কেউ ত ধ'রে রাখ্‌লে না, সে আমার পালিয়ে গেল। পালিয়ে গেল। যাবে না? এঁ্যা? যাবে নৈকি? তাকে ত আমরা সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসি নি। তার কাঁদ কাঁদ মুখখানা, ছল ছল চোখ দুটো দেখে, কৈ আমরা ত তারে কোলের মধ্যে টেনে রাখি নি? কেউ রাখে নি? তবে যাবে না? যাবে, যাবে, যাবে নৈকি? না—না—গোপাল যায় নি। না—না—সখা পালায়নি। বাবা! বাবা গো! মা—মা গো! ঐ আমার গোপাল পালাচ্ছে। ধর, ধর, তোমরা বুকের মাঝে জাপ্‌টে ধর। [পতনোপক্রম এবং শৈব্যার ধারণ]

রোহিতাশ্ব। [ক্ষণপরে] মা। স্বপন কেন ভেঙ্গে যায়?

শৈব্যা। কেন যাদু, এ কথা জিজ্ঞেস্ ক'রছ?

রোহিতাশ্ব। স্বপনে বড় সুখ, স্বপনে সব পাওয়া যায়।

শৈব্যা। সে পাওয়া ত পাওয়া নয়, বাবা।

হরিশ্চন্দ্র। কোন্ পাওয়া তবে পাওয়া, শৈব্যা? এই জাগ্রত অবস্থায়? যাকে তোমরা জাগ্রত অবস্থা বল, সে অবস্থায় যা পাওয়া যায়, তাই কি একভাবে চিরদিন থাকে? ঐ দেখ, ঐ অনল-স্ফুলিঙ্গ-বর্ষী গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড মধ্যগগনে বিরাজমান্। আবার যখন সায়াহ্নে পশ্চিম-গগনে সান্ধ্য সিন্দুরবিন্দু সুশোভিত ক'রে সিন্ধুর সুনীল সলিলতলে নিমগ্ন হ'য়ে যাবে, তখন বল দেখি, শৈব্যা, ঐ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের সেই প্রখর তেজ কি তখন একমাত্র কল্পনার বিষয়রূপে পরিণত হবে না? আবার প্রত্যূষে দেখ্‌তে পাবে, পূর্ব্ব গগনে অরুণ সঙ্গে ক'রে তরুণ তপন কেমন প্রভাত পবনসহ হাস্‌তে হাস্‌তে সমুদিত হবে। তখন ভেবে দেখ দেখি, শৈব্যা, সূর্য্যের এই শৈশব যৌবন-বার্দ্ধক্যরূপ ত্রি-অবস্থার পরিবর্ত্তন কি আমরা একদিনের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করি না? তা' হ'লেই দেখ, শৈব্যা, তুমি যাকে জাগ্রত অবস্থা ব'ল্‌ছ,

সে অবস্থায় যা' পাওয়া যায়, তাই কি প্রকৃতভাবে পাওয়া হয় ? প্রতি মুহূর্ত্তেই এই সংসার-চক্রের পরিবর্ত্তন ঘট্‌ছে ; মুহূর্ত্তের পূর্ব্বে যা' দেখ্‌তে পাচ্ছি, মুহূর্ত্তপরে তার পরিবর্ত্তন দেখ্‌ছি ! তবে আর জাগ্রত আর নিদ্রায় প্রভেদ কি, শৈব্যা ? নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে যেমন স্বপ্নের স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। আর মোহনিদ্রার সঙ্গে সঙ্গেও তেমনি ভ্রান্তির স্বপ্ন কেটে যায়। আমরা মনে কর্‌ছি, আমরা জাগ্রত, তা নয় শৈব্যা! আমরা এক স্বপ্নময় রাজত্বের স্বপ্নময়প্রদেশে সুখতন্দ্রার আবেশময় পর্য্যঙ্কে শায়িত। তবে এই যে রাজ্য-দান বা এই যে ঋষি-ঋণ, এই যে অনশন-ক্লেশ, এ সব জেনো স্বপ্নের বিকার! মায়ার কুহেলিকা! মোহের বিভীষিকা!

রোহিতাশ্ব। মা, বড় ঘুম পাচ্ছে, ঘুমলে আবার গোপালকে দেখ্‌তে পাব, মাগো! কোল্ পেতে দে, আমি ঘুমাই।

শৈব্যা। ঘুমাও বাবা! এই যে কোল্ পেতে বসেছি।

[শৈব্যার ক্রোড়ে রোহিতাশ্বের নিদ্রা]

হরিশ্চন্দ্র। আর কেন, শৈব্যা! রোহিতাশ্ব ঘুমিয়েছে, এইবার চল, এস্থান হ'তে প্রস্থান করি।

[রোহিতাশ্বকে ক্রোড়ে লইয়া হরিশ্চন্দ্রের সহ শৈব্যার প্রস্থান।

বীরেন্দ্র সিংহের হস্ত ধরিয়া ছদ্মবেশী গোপালের প্রবেশ।

বীরেন্দ্র। কৈ ? কৈ ? বালক। কোথায়, কোথায় তাঁরা ?

গোপাল। এঁ্যা! এই যে বসিয়েছিল রে, ছেলিয়াটার হাতে হামি ফল্ দিয়ে গেনু রে! তাহার মুখখানা দেখিয়ে হামার বুক্‌টো বড় ফাটিয়ে যাচ্ছিল রে! তাহার বাপ্ মার পরাণে কিছু কষ্ট দুঃখু দেখ্‌লেম না রে! ছেলিয়ার উপর তাহাদের কিছু মায়া-দয়া নাই রে!

বীরেন্দ্র। [স্বগত] বালকের কথা শুনে বোধ হচ্ছে, নিশ্চয়ই মহারাজ পত্নী-পুত্রসহ এখানে এসেছিলেন, অল্পক্ষণমাত্র হয় ত চ'লে গেছেন। হায় রে! ক্ষণকাল পূর্ব্বে এলে দেখ্‌তে পেতেম। হতভাগ্য আমি, দর্শনলাভ ঘট্‌ল্ না! এখন কোন্ পথে কোন্ দিকে যাই?

গোপাল। কি ভাবছিস্, মরদো?

বীরেন্দ্র। বালক, তুমি আমার ভাবনা কি বুঝ্‌বে। এ ভাবনা-সমুদ্রের কূল নাই—কিনারা নাই—অনন্ত—অপার—ধূ ধূ করছে!

গোপাল। তুহার পরাণে বড় ব্যথা—বড় দুঃখু, সে হামি বুঝে নিয়েছি। তু মরদো একবার পরাণ খুলিয়ে হামার কাছে বল্, তুহার কিসের ব্যথা, কিসের দুঃখু, শুনলে হাম সব সারিয়ে দিবে; হামি ভাল মন্তর জানি রে—ভাল মন্তর জানি।

বীরেন্দ্র। [স্বগত] আহা! সরল বন্য বালক! আমার দুঃখ দেখে সরল প্রাণ কেঁদে উঠেছে।

গোপাল। বল্ না, রে মরদো।

গীতকণ্ঠে ছদ্মবেশে ধর্ম্মদাসের প্রবেশ।

ধর্ম্মদাস।—

গান।

কে জানে সে কি খেলা খেলায়।
কে জানে সে কিসের তরে তার ঘুরণ-চাকা ঘুরিয়া বেড়ায়॥
রাঙ্গারবি হাতে ক'রে, দেখা দেয় সে উঠে ভোরে,
সারাদিনটা ঘুরে ঘুরে,
আবার সন্ধ্যাকালে কোথায় যেন চ'লে যায়॥
আবার শশীর হাসি মুখে নিয়ে, সাঁজের তারা ফুটিয়ে দিয়ে
সে যে আঁধার ভেঙ্গে উঠে হেসে,
জীবের চোখে ঘুমের হাতটা বুলিয়ে দেয়॥

তার এই মজার রঙ্গশালায়, কত মজার সং সে সাজায়,
(কখনো) রাজার কাঁধে ঝুলি দিয়ে রকম রকম মজা দেখায়।
সুখ-দুঃখের সূতো ধ'রে, পুতুল ল'য়ে খেলা ক'রে,
নাই তার অপর কাজ সকাল কি সাঁজ,
জীবে হাসায় কাঁদায়, কাঁদায় হাসায়॥

বীরেন্দ্র। [স্বগত] কে জানে সে কি খেলা খেলায়। তাই ত, সে কে? তা'র এ খেলার উদ্দেশ্য কি, কেউ জানে না? চেষ্টা কর্‌লেও কি কেউ জান্‌তে পারে না? যে রবি-শশী নিয়ে সংসার মাঝে দিবারাত্রির সৃষ্টি ক'রে দিতে পারে, যে কর্ম্মসূত্র ধ'রে জীবরূপ পুত্তলিকা ল'য়ে সংসার-রঙ্গমঞ্চোপরে হাসি কান্নার আলোক অন্ধকারের দৃশ্যপট দু'খানি সমভাবে পরিবর্ত্তন কর্‌তে পারে, যে সংসার-সাগরের উত্তাল তরঙ্গে সাধের তরীখানি মুহূর্ত্ত মধ্যে জন্মের মত ডুবিয়ে দিতে পারে, যে রাজরাজেশ্বরের কোমলস্কন্ধে কঠিন ভিক্ষার ঝুলি ঝুলিয়ে দিতে পারে, তাকে কেউ চেনে না? তার খেলা কেউ বুঝ্‌তে পারে না? এ যে বড় আশ্চর্য্য! এ যে বড় বিষম রহস্য! এ যে বড় ভীষণ সমস্যা!

গোপাল। ও মরদো তু বোল্ ত, কেমন লোক আছিস্ রে? তুহার ত দেখ্‌ছি, বুদ্ধিশুদ্ধি সবই লোপ পেয়েছে রে!

বীরেন্দ্র। হাঁ বালক, আমার সব লোপ পেয়েছে। তাই ত—"কে জানে সে কি খেলা খেলায়।"

ধর্ম্মদাস। কেউ জানে না, কেউ বোঝে না,
তার খেলা যে কি।
(কেবল) খেলায় খেলি, হাসায় হাসি,
কাঁদায় কত কাঁদি॥

বীরেন্দ্র। হায়! তবে কি আমরা যথার্থই তাঁর ক্রীড়ার পুতুল?

ধর্ম্মদাস। পুতুল হ'তেও পুতুল মোরা,
তুল্ ধ'রে দেখ্ মেপে।
বাতুল হ'লেও রাতুল পায়ে
প্রাণ্‌টা দে না সঁপে॥

গোপাল। এ ক্ষেপা লোক্ কি বোলে রে?

ধর্ম্মদাস। যে ক্ষেপায় তার ক্ষেপা আমি,
ক্ষেপ্‌তে পার্‌লে বাঁচি।
ক্ষেপায় ক্ষেপায় তাইতে ক্ষেপি,
ক্ষেপার তরেই আছি।

বীরেন্দ্র। [স্বগত] কে ইহারা বুঝিতে না পারি;
যেন স্বপনের বিচিত্র বিকাশে
ওই রূপ দেখেছি কোথায়?
যেন অতীতের সুদূর স্মৃতিতে
ফুটেছিল ও দু'টী কমল।
যেন কোন্ কুয়াসার
অস্পষ্ট আলোকে,
আধ-বিকসিত ভাবে,
হয়েছিল বিকসিত ও দু'টী কুসুম!
কবে কোন্ মোহ-মায়াবেশে,
হেসে হেসে এসেছিল ও যুগল ছবি!
কিন্তু না পারি স্মরিতে, হায়—
না পারি বুঝিতে মনে,
সত্য কিংবা অলীক কল্পনা!

গোপাল। এ ক্ষেপা—পাগল। তু কি কথা কহিয়ে, হামার মরদোর পরাণে ব্যেথা লাগিয়ে দিলি রে ?

ধর্ম্মদাস। ব্যাথার ব্যথী যে হবে,

সে বুঝ্‌বে ব্যথীর ব্যথা।

নইলে পরে তার কথা,

কে শুন্‌তে পারে কোথা॥

বীরেন্দ্র। [স্বগত] ভ্রান্তির গাঢ় অন্ধকার আরও ঘনিয়ে দিলে! সূচিভেদ্য ঘোর তমসার দৃঢ় আবরণ ভেদ ক'রে যে ক্ষণিক খদ্যোতের ক্ষীণ জ্যোতিঃ ক্ষণেকের তরে বিস্ফরিত হচ্ছিল, কে জানে, কার ইচ্ছায়, কার ইঙ্গিতে সে ক্ষীণ বিস্ফ্‌রণটুকুও আমার সম্মুখ হ'তে সরিয়ে নিলে। বোধ হয়, আত্মপরিচয় প্রদান এদের উদ্দেশ্য নয়, তাই এই ছদ্মবেশ, তাই এই বাক্য-কৌশল।

গোপাল। এ মরদো! তু হামারা বাড়ীতে যাবি ? চল্‌ না, তুহারে আচ্ছা করিয়া খেতে দিব।

বীরেন্দ্র। বালক! জানি না, তুমি কে, তা' যে হ'ও, ছলনাই কর, আর আত্ম-গোপনই কর, তথাপি সূর্য্য মেঘাবৃত হ'লেও তার অপ্রতিহত অপরিস্ফুট কিরণ দর্শনে লোকের নিকট যেমন তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও সংশয় থাকে না, তুমিও তেম্‌নি ছদ্মবেশ ধারণ কর্‌লেও তোমার অপ্রতিহত স্বরূপ ভাব আমার নিকটে আজ প্রকাশিত হ'য়ে পড়্‌ছে। হীরকখণ্ড যতই অন্ধকারের গাঢ় আবরণে আবৃত থাক্‌বে, ততই তাহার ঔজ্জ্বল্য লোক-চক্ষুর দৃষ্টিগোচর হবে; তবে আর এ ছদ্মভাব কেন ? তবে আর এ ভুলাবার চেষ্টা কেন ? ভুলের সংসারে মানুষ ভুল নিয়েই জন্মগ্রহণ করে; তাই মানুষ তোমায় ভুলে গিয়ে, কেবল ভুল পেয়ে ভুলে থাকে; তার উপরে যদি আবার তুমি ভুলাতে থাক, তবে বল দেখি,

মানুষ কেমন ক'রে সেই ভুলের বিকার দূর করবে? তোমার ঐ রাতুল-পাদপদ্ম-মূল ধারণ ক'রে স্থূল জ্ঞানের কুয়াশা-জাল হ'তে মুক্তিলাভ করবে। তাই বল্‌ছি বালক, আর ভুল দিয়ে ভুলিয়ে রেখো না। ভুলে যে, তোমায় একেবারে ভুলে গেলেম। একবার ভুল ভেঙ্গে দাও, ভুলের যবনিকা তুলে ফেলে দাও, সঙ্গে সঙ্গে মোহের আবরণ ছিঁড়ে ফেলে দাও, জ্ঞানের বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত ক'রে দাও, তবে জীবের ভুল যাবে—তবেই জীবের মহাঘুম ভেঙ্গে যাবে।

গোপাল। এ মর্‌দো, তু তবে হামার সাথে যাবিনে?

বীরেন্দ্র। যাব—যাব; কিন্তু যদি তুমি তোমার যথার্থ পরিচয় দাও, যদি তুমি আমার কয়েকটী জিজ্ঞাস্যের ঠিক্ ঠিক্ উত্তর দাও, তবেই আমি তোমার সঙ্গে যাব।

গোপাল। কি জিজ্ঞাস্ কর্‌বি, কর্‌না।

বীরেন্দ্র। একবার সত্য ক'রে বল, তুমি আমাদের সেই গোপাল কি না? যদি গোপালই হও, তবে বল, গোপাল! বল, তুমি কেন অযোধ্যার সাজান বাগানকে সমভূম ক'রে দিয়ে এলে? কেন সেই রাজরাজেশ্বরের স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি ঝুলিয়ে দিয়ে এলে? কেন সেই স্বর্গ-সিংহাসনে দৈত্যের বিকট মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ক'রে এলে? এ খেলা খেলে তোমার কি সুখ হয়? কি আনন্দ হয়? পূর্ণিমার পূর্ণশশধরে কলঙ্ক-লেপ, ফুটন্ত পদ্মের মৃণালে কঠিন কণ্টকারোপ, রাজলক্ষ্মীর চরিত্রে চাঞ্চল্য-বিধান—সমুদ্রের শীতল সলিলে বাড়বানল প্রদান, প্রকৃতির সুরম্য নবোদ্যানে দাবাগ্নির উৎপাত, এ সব অসামঞ্জস্যময় ঘটনার সমাবেশ ক'রে তোমার কোন্ উদ্দেশ্য সাধন কর? এ কথা কয়েটীর উত্তর একবার আমাকে প্রদান কর, তা' হ'লেই আমার সমস্ত সংশয় ভঞ্জন হয়।

গোপাল। এ পাগ্‌লা মোবদো। তু কি কহিস্ বে? তুহাব কথা ত হামি কিছু বুঝ্‌তু না বে। তুহাব ভুখা লাগিয়েছে, একটা ফল খাবি?

বীবেন্দ্র। এবাব আবাব কোন্ ফল খাওযাবে, বালক? যে ফল খাইযে এই কর্ম্মফল ভোগ কবাচ্ছ, তা'তে তোমাব সাধ মেটেনি, তাই আবাব অন্য ফলেব ব্যবস্থা কবৃছ। বুঝেছি, তুমি সহজে ধবা দেবে না।

ধর্ম্মদাস। ধবাব মাঝে এমন ধাবা
কে আছে এমন।
ধবৃতে পাবে প্রাণেব মাঝে
প্রাণেব বতন?

বীবেন্দ্র। কেউ পাবে না যদি, তবে এ প্রলোভন আসে কেন? তৃষ্ণার্ত্ত পথিকেব সম্মুখে তবে এই মবীচিকাময়ী সুশীতল সরসী বিবাজ কবে কেন? পর্ণকুটিবে শাযিত ভিক্ষুকেব চক্ষুব সমক্ষে এই সুখস্বপ্নেব বাজ-অট্টালিকা উপস্থিত হয কেন? কেন বল্‌তে পাব, মহাত্মন্! এ 'কেন'ব উত্তর কেউ খুঁজে পায না কেন? এ সমস্যাব মীমাংসা কেউ কবৃতে পাবে না কেন? এ অনন্ত সংশযেব অপনোদন কেউ কবৃতে পাবে না কেন? ভগবান্ মানুষেব জ্ঞান বুদ্ধি এতদুব সীমাবদ্ধ ক'রে বেখেছেন কি না? কেন, মানুষ কি অপবাধ করেছে যে, তাব লীলাতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম কবৃতে পাবৃবে না? যিনি স্বহস্তে এই জীব-সঙ্কুল সংসার সৃষ্টি করেছেন, তাবই সৃষ্ট হ'য়ে জীবে তাঁকে বুঝ্‌তে পাবে না কেন? কেন বল দেখি, মহাত্মন্! এমন সুন্দব সোণাব সংসাবে মানুষ শান্তি পায় না কেন? হাস্যে বোদন কেন? সুখে দুঃখ কেন? যৌবনে বার্দ্ধক্য কেন? সৌন্দর্য্যে কালিমা কেন? এই অনন্ত 'কেন'ব উত্তব

পাবার জন্য মানুষ এত ব্যাকুল কেন? তাই মনে হয়, যিনি এই বিশ্বের রচয়িতা, তার বুঝি সমদর্শিতা নাই; তার রচনাকার্য্য এখনও বুঝি সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে নাই; তিনি বুঝি এখনও সর্ব্বজ্ঞ হ'তে পারেন নাই; তার রচিত সংসারকে এখনও বুঝি তিনি সুশৃঙ্খল ভাবে সাজাতে পারেন নাই।

ধর্ম্মদাস।—

গান।

সে যে অসাধারণ, অসীম অনন্ত।
সে ত নয় সাধারণ, তবে বল সাধারণ
কেমনে পাবে তার অন্ত॥
যে জন সুচিরন্ধ্রে করিবের,
প্রবেশ করাতে পারে,
তারে বুঝ্‌তে ক'জন পারে,
কত যোগী ঋষি
চিন্তে যার পদপ্রান্ত॥
সংসার-রূপ এই চিত্রপটে,
যার চিত্র উঠ্‌ছে ফুটে,
বল তার চিত্র কে চিত্তপটে,
চিত্রিতে পারে রে ভ্রান্ত॥
ভুলে গিয়ে সংসার-তত্ত্ব,
তার তত্ত্বতে হও রে মত্ত,
বুঝ্‌লে এখন আত্মতত্ত্ব,
ভ্রান্তির তত্ত্ব হবে অন্ত॥

রোহিতাশ্ব। আঁ্যা! অনন্ত। অনন্ত! তাই তার অন্ত পাওয়া যায় না, নটে। তাই তার খেলা বোঝা যায় না নটে। তাই পূর্ণচন্দ্রে কলঙ্ক, কমলে কণ্টক, অমৃতে হলাহল, যৌবনে বার্দ্ধক্য, আশায় নিরাশা, মিলনে বিরহ, সুখে দুঃখ, স্বর্গে নরক, চন্দনে পঙ্ক, সাগরে বাড়বানল, কাননে দাবানল, কুসুমে কীট, কোমলে কাঠিন্য, শীতে গ্রীষ্ম, স্বপ্নে বিভীষিকা, মরুভূমে মরীচিকা—এ সব প্রকৃতির অপ্রতিহত নিয়ম, এই নিয়মেই সূর্য্যের উদয়াস্ত, ষড়্ঋতুর পরিবর্ত্তন, মানুষের ভাগ্য-বিপর্য্যয় নিষ্পন্ন হচ্ছে। এই নিয়মেই তবে সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান্ সৃষ্টি স্থিতি লয় কার্য্য সম্পাদন কর্‌ছেন, এই নিয়মের অধীন হ'য়েই আজ অযোধ্যার রাজরাজেশ্বর ভিক্ষাপাত্র হস্তে চির-নির্ব্বাসিত। [চিন্তা]

গোপাল। এ মর্‌দো, তু তবে যাবি না?

রোহিতাশ্ব। যাব—যাব, তবে তোমার সঙ্গে নয়, তোমার সঙ্গে গেলে ত আমি মহারাজের দেখা পাব না। কারণ, তোমার নিয়ম-চক্রের বিষম ঘূর্ণনে নিষ্পেষিত হরিশ্চন্দ্রকে আর তুমি অযোধ্যার সিংহাসনে এনে বসাতে পার্‌বে না। তবে তোমার সঙ্গে গিয়ে আমার ফল কি? তুমি জগতের উপাস্য হ'তে পার, কিন্তু আমার উপাস্য নও; আমার উদ্দেশ্য, যে আমি দিবারাত্র যার উপাসনা করি, আমি তাকে চাই—আমি তার কাছে যাব। দেখা পাই—উত্তম, না পাই সেই নাম জপ ক'রে, সেই মূর্ত্তি কল্পনা ক'রে এ নিরাশ জীবনের শেষ-যবনিকা পতন কর্‌ব। যাই, আর সময় ব্যয় কর্‌ব না। সঙ্গে দুই চক্ষু আছে, যে দিকে নিয়ে যাবে—সেই দিকে চ'লে যাই।

[নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাশী—মণিকর্ণিকাঘাট।

গীতকণ্ঠে স্নানার্থিনী বঙ্গরমণীগণের প্রবেশ।

রমণীগণ।—

গান।

ও মা গঙ্গা, তোর লীলাখেলা কিবা চমৎকার।
উলুলু উলুলু তোরে করি নমস্কার॥
বিষ্ণুর পায়ে জনম লইছো
শিবের জটায় বাসা বাঁধ্‌ছো,
পাপী তাপী তারণ কর্‌ছ, জননী আমার।
পাহার পর্ব্বত বাঙ্গে আইছো
মকরে চইরে বইসে আছ,
(আবার) হাগর-হঙ্গম কর্‌বার লাগ্‌ছো,
(কিবা) মহিমা তোমার॥

পতি পুত্র ছাইরে আইছি,
ভ্রাতা বগীর মায়া কাট্‌ছি,
তোর, রাঙ্গা পায়ে শরণ লইছি, কর মা উদ্ধার॥

[নিষ্ক্রান্ত।

গীতকণ্ঠে দণ্ডীগণের প্রবেশ।

দণ্ডীগণ।—

গান।

হর হর হর কাশীনাথ বিশ্বেশ্বর।
শুভ্র-তুষার-হার-ধবল, ধবলাচল সমাসীন হে বাঘাম্বর॥

কুলু কুলু জাহ্নবী জটাজুট মাঝে,
ঢুলু ঢুলু সুন্দর ত্রিনয়ন রাজে,
ডিমি ডিমি ডমরু মধুর বাজে,
হে মদনমোহন প্রমথেশ মহেশ্বর ॥
(বববম্ ভোলা, বববম্ ভোলা, বববম্ ভোলা,)
তাল বেতাল যত পিশাচ সঙ্গে,
নাচে মহাকাল তাণ্ডবে রঙ্গে,
নাশন নাশন শমন ভ্রূভঙ্গে,
হে শিব শঙ্কর আশুতোষ সর্ব্বেশ্বর ॥
(বববম্ ভোলা, বববম্ ভোলা, বববম্ ভোলা,)।

[নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় দৃশ্য।

কাশীপথ।

বিভাণ্ডকের প্রবেশ।

বিভাণ্ডক। না, কোথাও খোঁজ্ পেলেম না ; এই দু'দিন দুই রাত্রির নিরম্বু—একবার জলস্পর্শও নয়, মা অন্নপূর্ণার খোলা ভাণ্ডারে এসে এমন শূন্য উদরে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ, তবুও কোন খোঁজ পাওয়া গেল না গা ? আর ছাই। তা'রা কি আর এ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পেরেছে ? রাজভোগে পুষ্ট শরীর; পদব্রজে এই দুর্গম পথ অতিক্রম করা কি সোজা কথা হে, বাপু ? অনাহার, অনিদ্রায় ক'রে হয় ত কোথায় ভবলীলা সাঙ্গ ক'রে ফেলেছে, অথবা দক্ষিণা দিবার ভয়ে হয় ত কোন পর্ব্বত-গহ্বরে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। যার একটিমাত্র তণ্ডুলকণা সম্বল নেই, সে

কেমন ক'রে সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা দক্ষিণা প্রদান করবে? সময়ে সময়ে প্রভুর যে কি রকম এক-একটা গোঁ চ'ড়ে বসে, তা' আর বুঝে ওঠা যায় না; যার উপর একবার কৃপাদৃষ্টিপাত হ'ল, তাকে একবারে ভিটস্থ ঘুঘুস্থ না ক'রে ছাড়ান্ নাই, পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব থাকে। পর্য্যন্ত কোনরূপেই পরিত্রাণ নাই—প্রভুর এমনি অপার করুণা। ভাবনা হয় যে, কি জানি কবে ঐ দয়ার সাগরের মধ্যে প'ড়ে এই কঙ্কালসার দেহখানা পাছে ভেসে চ'লে যায়। ঘরে সাপ নিয়ে বাস করা, আর মৃত্যুর সাথে কোলাকুলি করা একই কথা। অমন যে একটা রাজা হরিশ্চন্দ্র—সে স্ব-ইচ্ছায় হাস্‌তে হাস্‌তে নিজের সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রেও যার করে নিষ্কৃতি লাভ করতে পেলে না—আর আমরা ত কোন্ ছার! ভাবলেম যা' হ'ক, অযোধ্যার রাজত্বটা যখন প্রভুরই হ'ল, তখন আমরাও বেড়ে পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে রাজভোগে উদর-দেবের তৃপ্তি সাধন ক'রে নেব। ওমা, কোথেকে এক বেটা জলন্ধর না ধুবন্ধর অসুরবায় এসে জুটল, হ'ল সে গিয়ে অযোধ্যার রাজা, আর আমরা বেটা যে ভিখেরী সেই ভিখেরী, হা পোড়া অদৃষ্ট। তোকে অতিক্রম করে কা'র সাধ্য? এতদিন ধ'রে যে প্রভুর সেবা ক'রে এলেম, তা'তে কি ফল পেলেম? না হলেম—একটা ঋষি তপস্বী, না হলেম—একটা সিদ্ধ পুরুষ, নিদেন যদি ভস্মকরণ বিদ্যেটাও শিখ্‌তে পারতেম, তা' হ'লেও না হয় ভয় দেখিয়ে মানুষগুলোর কাছ থেকে অনেক কার্য্য সিদ্ধি ক'রে নেওয়া যেত; তা' কোন কিছুই হ'ল না। প্রভু কেবল বলেন যে, সংযম শিক্ষা কর, সংযম শিক্ষা কর, আরে কপাল! সংযম শিক্ষা করতে করতে যে স্বয়ং যম এসে কবে হাজির হ'ন্, তার ঠিকানা নাই। ঐ যে ঘণ্টারাম ভায়াও শুষ্কমুখে সমাগত, ভায়ারও ঠিক আমারই দশা দেখ্‌ছি।

ঘণ্টারামের প্রবেশ।

কোন খোঁজটোজ পেলে, ভায়া ?

ঘণ্টারাম। [তোৎলাস্বরে] না দাদা! কি-কি কিছু না। ত-ত-তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেছি, পা-পা-পা পায়ের ঘাম মাথায় উঠেছে, তবুও কিছু না।

বিভাণ্ডক। তা' বুঝ্‌তে পেরেছি।

ঘণ্টারাম। এখন ঝাঁ-ঝাঁ-ঝাঁটা মারার দেশ থেকে পা-পা পালাতে পার্‌লে বাঁচি।

বিভাণ্ডক। বল কি ভায়া! জগতের লোক যেথানে আস্‌তে পার্‌লে বাঁচে, তুমি তেমন কাশীধাম ছাড়্‌তে পার্‌লে বাঁচ ?

ঘণ্টারাম। যা-যা যাদের পিঠের চামড়া গৃহিনীর ঝাঁ-ঝাঁ ঝাঁটা খেয়ে খেয়ে শক্ত হ'য়ে গেছে, তারাই এই ঝাঁ-ঝাঁ ঝাঁটা মারার দেশে টিক্‌তে পারে।

বিভাণ্ডক। কি হয়েছে বল দেখি ?

ঘণ্টারাম। সে দু-দু-দুঃখের কথা আর কি বল্‌ব, দাদা! পি-পি-পৃষ্ঠদেশটা একবার চেয়ে দেখ। [পৃষ্ঠ প্রদর্শন] পা-পা-পার ত ভাই, একটু হা-হা-হাত বুলিয়ে দাও।

বিভাণ্ডক। তাই ত, এ কে কর্‌লে ? এমন কাশীধামে ব্রাহ্মণকে কে প্রহার দিল ? বাবা কালভৈরবের হাতে সে মহাপাপীর কথনও পরিত্রাণ নাই।

ঘণ্টারাম। ঐ—ঐ—তোমার সেই কা-কা-কালভৈরবই আমার এই দ-দ-দশা করেছে। কা-কা-কালভৈরবের ঝাঁটা নাম শোননি ? প্রভুর আদেশ সেই ত সেই রা-রা-রাজা বেটাকে খুঁজ্‌তে বে-বে-

বেরুলেম, কো-কো-কোথায়ও না পেয়ে শে-শে-শেষটা ঢুক্‌লেম গিয়ে কালভৈরবের বাড়ীতে—যেমন ঢো-ঢো-ঢোকা, অমনি ঝাঁ-ঝাঁ-ঝাঁটা, ব্যাটা একেবারে দ-দ-দফারফা ক'রে ছেড়েছে।

বিভাণ্ডক। ল্যাঠা ত কম নয় তবে? তা'তেই আপশোষে মরি যে, প্রভু যদি ভস্ম করা বিদ্যেটা শিখিয়ে দিতেন, তা' হ'লে কি আর এই ঝঞ্ঝাটে পড়্‌তে হয়। যা'ই হ'ক, এখন প্রভু কোথায় গেলেন? এখানেই ত সাক্ষাৎ হবার কথা। এখন আবার এসে দেখ, কোন্ আদেশ হয়।

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র। এই যে এসেছ, হরিশ্চন্দ্রের কোন সন্ধান পেলে?

বিভাণ্ডক। আজ্ঞে না।

বিশ্বামিত্র। সে কি! ভাল ক'রে সন্ধান ক'রে দেখেছ?

বিভাণ্ডক। কেবল গঙ্গাগর্ভটি খুঁজ্‌তে বাকী রেখেছি।

ঘণ্টারাম। [পূর্ব্বস্বরে] আদেশ হয় ত সে-সে-সেখানটাও একবার দে-দে-দেখে আসি।

বিশ্বামিত্র। চুপ কর, মূর্খ।

ঘণ্টারাম। [সভয়ে ক্রন্দন।]

বিভাণ্ডক। আমার বোধ হয় দক্ষিণা দেবার ভয়ে, কোন নিবিড়-বনে লুকিয়ে আছে।

বিশ্বামিত্র। বন ত অল্প কথা, অতল জলধির তলে গিয়ে লুকালেও বিশ্বামিত্রের অব্যর্থ অভিসম্পাতের ফল হ'তে অব্যাহতি পাবার সাধ্য নাই। [উদ্দেশে] ভ্রমান্ধ! এখনও বিশ্বামিত্রকে বুঝ্‌তে পার নাই! বরং মৃত্যুর করে অব্যাহতি লাভ সম্ভবপর হ'তে পারে, কিন্তু বিশ্বামিত্রের নিকট হ'তে সে দুরাশা নিতান্ত সুদূরপরাহত।

বিভাণ্ডক। তবে আর এখানে কালবিলম্বের প্রয়োজন কি?

বিশ্বামিত্র। প্রয়োজন আছে বই কি? নির্দ্দিষ্ট দিন পর্য্যন্ত এখানে অপেক্ষা কর্‌তে হবে।

বিভাণ্ডক। সে দিনের আর কয় দিন বাকী?

বিশ্বামিত্র। আর একদিন মাত্র।

বিভাণ্ডক। দেখুন, রাতারাতি হয় ত এসে পৌঁছিতেও পারে।

বিশ্বামিত্র। পারে উত্তম, না পারে তার ফলও হাতে হাতে প্রাপ্ত হবে।

বিভাণ্ডক। হয় ত বা দক্ষিণা সংগ্রহ কর্‌তে বিলম্ব হচ্ছে, তাই এখনও কাশীতে এসে পৌঁছিতে পারেনি।

বিশ্বামিত্র। কাশী ভিন্ন অন্য স্থানে অবস্থান করা যে নিষিদ্ধ।

বিভাণ্ডক। ভাব্‌ছে, কে আর জান্‌তে পার্‌বে।

বিশ্বামিত্র। উৎসন্ন যাবার সময়ে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি এইরূপই বিকৃত হয়। চল, এখন মণিকর্ণিকায় গিয়ে স্নান-আহ্নিক সমাপন করি।

বিভাণ্ডক। [স্বগত] তা' হ'লেও বাঁচি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কাশী—দশাশ্বমেধ ঘাট।

দুইজন পাণ্ডার কলহ করিতে করিতে অগ্রে প্রবেশ, পশ্চাৎ শৈব্যা ও রোহিতাশ্বসহ হরিশ্চন্দ্রের প্রবেশ।

১ম পাণ্ডা। তুই কে রে? তোকে আবার চেনে কে রে? যা, স'রে যা, আমার এ যাত্রীর কাছ থেকে স'রে যা। [হরিশ্চন্দ্রের প্রতি] আসুন—আসুন বাবা! আমার সঙ্গে আসুন।

২য় পাণ্ডা। তোর সঙ্গে কোথায় যাবে রে? দেখ্‌ছিস্ নে ব্যাটা! ভদ্রলোক—সঙ্গে পরিবার, ছেলে রয়েছে; তুই ভদ্রলোকের থাক্‌বার জায়গা দিবি কোত্থেকে রে! পালা—পালা—[হরিশ্চন্দ্রের প্রতি] আসুন—আসুন বাবাজি! বরাবর আমার সঙ্গে চ'লে আসুন! দিব্যি সুন্দর দোতোলা ঘর—সবে কলি ফিরিয়ে রেখেছি, সাদা ধপ্‌ধপ্ কর্‌ছে, বাড়ীটে কেমন খট্‌খটে—ঝর্‌ঝরে, দাসদাসী মোতেয়ান্—যখন যা' হুকুম কর্‌বেন, তখনি তাই দেখ্‌তে পাবেন। ও ব্যাটার কথা শুন্‌বেন না—ব্যাটা ভাললোক নয়, ব্যাটার মৎলব খারাপ—কাশী জায়গা—বুঝে-সুঝে কাজ কর্‌বেন, হাঁ!

১ম পাণ্ডা। এই ভোগালে দেখ্‌ছি, ব্যাটা। শালা এই রকম ক'রে লম্বাচওড়া কথা ফেঁদে বিদেশী ভদ্রলোকদিগকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে শেষে যা' কর্‌বার তাই ক'রে ফেলে। [হরিশ্চন্দ্রের প্রতি] দেখুন মহাশয়! আপনাকে নিরীহ ভালমানুষটী দেখ্‌তে পাচ্ছি; আর সঙ্গে যখন স্ত্রীলোক আছেন, তখন ও ভোগালের কথায় ভুল্‌বেন না। ও শালা বড্ড

ধড়ীবাজ, ওর অসাধ্য কাজ নেই! কাশীতে ওর নাম কর্‌লে লোকে থু থু ফেলে ; তাই বল্‌ছি, আপনারা সোজা আমার ছ'মহল বাড়ী দেখ্‌তে পাবেন, আপনাদের মত কত ভদ্রযাত্রী সেখানে রয়েছেন—দেখ্‌তে পারেন। বাবা বিশ্বনাথের বাড়ী, মা-অন্নপূর্ণার মন্দির একেবারে আমার বাড়ীর লাগোয়া ; যখন খুসী দর্শন কর্‌তে পার্‌বেন। আসুন, চ'লে আসুন—আর দেরী কর্‌বেন না।

২য় পাণ্ডা। শালা বলে কি রে! হাঁ রে শালা! তোর চৌদ্দ-পুরুষের মধ্যে কেউ কখনো ছ-মহল বা'ড়ী চোখে দেখেছে ? ব্যাটা ভুজং দিয়ে আমার যাত্রী ভাগাতে এসেছ ? নিজের মাথা গুঁজ্‌বার জায়গাটুকু নেই, তা' আবার ছ'মহল বাড়ী! দেখুন মহাশয়, ও ব্যাটা কাশীর গুণ্ডা, ওর হাতে পড়্‌লে আর রক্ষে নাই, একবারে ধনে-প্রাণে মারা যাবেন। শালা কতবার কয়েদ খেটেছে—তার ঠিকানা নেই।

১ম পাণ্ডা। ও পাজি! আমার যাত্রী ভদ্রঘরের ছেলে, লোকের চেহারা দেখ্‌লেই বেশ বুঝ্‌তে পারে যে, কে ভাললোক, কে মন্দলোক। তুই যতই বলিস্—কিছুতেই ভুল্‌তে পার্‌বি নে। এ তোর সাঁওতাল ভীল পাস্ নি যে, দমবাজী ক'রে কাজ হাসিল্ কর্‌বি। ইনি হচ্ছেন—এক জন মহাবুদ্ধিশালী। তাই বল্‌ছি, এখন খ'সে পড়—অপর চেষ্টা করগে, এখানে সুবিধে হবে না। আসুন আপনারা! আর কালবিলম্ব কর্‌বেন না, বেলা ঢের হয়ে গেছে, কষ্ট পাচ্ছেন যে!

২য় পাণ্ডা। দেখ্ বল্‌ছি শালা! এখনো এ যাত্রীর আশা ত্যাগ কর্ ; নইলে পরে নাকালের শেষ থাক্‌বে না, আক্কেল দিয়ে ছাড়্‌ব। [হরিশ্চন্দ্রের প্রতি] আসুন বাবা! মা-জীকে নিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে আসুন, আমি ছেলেটীকে কোলে ক'রে নিয়ে যাচ্ছি। আহা! ছেলেটী যেন রাজপুত্তুর! মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গেছে!

১ম পাণ্ডা। ওঃ, তুই দেখ্‌ছি সোজা কথার পাত্র ন'স্‌। যেমনি কুকুর—তেমনি মুগুর না হ'লে চল্‌ছে না।

২য় পাণ্ডা। কি বল্‌লি বেল্লিক। আমি কুকুর? উল্লুক, মদ্দূর মুখ না তদ্দূব কথা! এক থাপ্পড়ে মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেব।

১ম পাণ্ডা। তবে না রে গিদ্‌খোর-কা বাচ্ছা!

[কোমর বন্ধন ও প্রহারোপক্রম]

২য় পাণ্ডা। আয় তবে শালা।

[উভয়ের উভয়কে আক্রমণ]

হরিশ্চন্দ্র। [উভয়ের মধ্যে গিয়া উভয়ের হস্তধারণপূর্ব্বক] আহা! করেন কি আপনারা, ক্ষান্ত হউন।

পাণ্ডাদ্বয়। না—না—কিছুতেই না।

হরিশ্চন্দ্র। আচ্ছা, আমি যা' বলি, আগে তাই শুনুন, তার পর যা হয় করবেন। আপনারা উভয়েই আমাকে তীর্থযাত্রী মনে ক'রে ভ্রান্তির মধ্যে পড়েছেন; আমি তীর্থযাত্রী নই। আমি ভিক্ষুক, আমি কপর্দ্দকশূন্য ভিক্ষুক মাত্র। এই দেখুন, স্কন্ধে আমার ভিক্ষার ঝুলি; তাও আবার তণ্ডুলশূন্য। আমরা কোন আশ্রয়প্রার্থী নই, উন্মুক্ত জাহ্নবীতটই আমাদের আশ্রয়-স্থান। অতএব আপনারা পরস্পর বিবাদ হ'তে নিরস্ত হোন্‌।

পাণ্ডাদ্বয়। [বিস্ময়ের সহিত স্বগত] তাই ত! সত্যসত্যই ভিখারী দেখ্‌ছি। শুধু বকাবকিই সার হ'ল দেখ্‌ছি।

১ম পাণ্ডা। বলি অন্ততঃ বাবাকে একবার দর্শন ত করবেন?

হরিশ্চন্দ্র। বাবাকে দর্শনের ইচ্ছা কা'র না আছে? তবে যদি সেই দর্শনের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধ থাকে, তা' হ'লে আপাততঃ সে দর্শন-সুখ আমাদের ভাগ্যে ঘট্‌ল না, দেখ্‌ছি।

২য় পাণ্ডা। বলি, মায়ের শ্রীমন্দিরেও ত আপনাদের একবার যেতে হবে ?

হরিশ্চন্দ্র। সম্প্রতি সে সৌভাগ্য আমাদের নাই, ঠাকুর।

পাণ্ডাদ্বয়। [পরস্পর ইঙ্গিতের সহিত] বেছে বেছে বেশ যাত্রী ধরা গেছে।

১ম পাণ্ডা। কে জানে বাবা। এমন নিঃসম্বলে কাশীধামে এসেছে।

২য় পাণ্ডা। চেহারা দেখে বুঝছনা, না খেতে পেয়ে মাগ ছেলে নিয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।

১ম পাণ্ডা। আজ ক'ার মুখ দেখে বিছানা থেকে উঠেছিলেম যে, এমন অ-যাত্রার হাতে পড়্‌তে হ'ল। আজকে যা' রোজগার হবে, বেশ বুঝ্‌তেই পারছি।

২য় পাণ্ডা। [১ম পাণ্ডার কর্ণে কর্ণে পরামর্শ]

১ম পাণ্ডা। বলি ওহে অ-যাত্রা! সবই ত করলে, এখন টেঁকে কিছু আছে-টাছে ? থাকে ত মানে মানে খুলে দাও।

হরিশ্চন্দ্র। কিছুই নাই। [প্রদর্শন]

২য় পাণ্ডা। কাছার মুড়োয় বেঁধে-টেঁধে রাখনি ত ?

হরিশ্চন্দ্র। কেন সন্দেহ করছেন ?

১ম পাণ্ডা। নিদেন্ পয়সাটা সিকিটা, তা' হ'লেও যে বউনিটে হ'ত।

হরিশ্চন্দ্র। বলিইছি ত, আমি একেবারে নিঃসম্বল।

পাণ্ডাদ্বয়। দূর্ শালা।

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে একদল ভিখারী-বালকের প্রবেশ।

বালকগণ।—

গান।

জয় জয়কার হবে তুহার একটী পয়সা দে।
ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হ'ক্, থাক্‌বি রে পরম সুখে॥
গোলা-ভরা ধান হবে তোর, গোয়াল ভরা গরু,
কোঠাবাড়ী হবে রে আর ফলে ভরা তরু,
(কারো) ধার্‌বি নে ধার, হবে সুসার—বাড়বে পসার রে॥
ছুটো মুড়ী দেনা মাই,
মোরা পেট্টা ভ'রে খাই,
তোরাই মোদের বাপ-মা সবি, আর কেহ ত নাই ;—
বিশ্বনাথের বরে তোরা যাবি রে স্বর্গলোকে॥

[গীতান্তে] জয়-জয়কার হ'ক, জয়-জয়কার হ'ক, দে বাজা বাবা! একটী পয়সা দে ; দে রাণী মাজী! মোদের খেতে দে।

হরিশ্চন্দ্র। আমাদের কাছে কিছুই নাই। বালকগণ! আমরাও তোমাদের মতন ভিক্ষুক দরিদ্র।

[ভিখারী-বালকগণের প্রস্থান।

রোহিতাশ্ব। বাবা! আমি এদের সঙ্গে ভিক্ষা কর্‌তে যা'ব?

হরিশ্চন্দ্র। আজকার দিন অপেক্ষা কর, আজ আমার ঋষিঋণ পরিশোধ কর্‌বার শেষদিন।

শৈব্যা। উপায় কি হবে, নাথ?

হরিশ্চন্দ্র। উপায় সেই নিরুপায়ের উপায় ভগবান্। তা' ভিন্ন অন্য উপায় কি আছে, শৈব্যা?

একটী বালকের হস্ত ধরিয়া জনৈক অন্ধ-ভিখারীর প্রবেশ।

অন্ধ। বাবা, দুটী চক্ষু অন্ধ—নাচার, দয়া ক'রে এই অন্ধের হাতে দুটী পয়সা দাও, বাবা!

হরিশ্চন্দ্র। [স্বগত] হায়, আমার তুল্য নিঃসম্বল তীর্থযাত্রীর সমক্ষে এ সব কি দৃশ্য প্রদর্শন কর্‌ছ, হরি ?

অন্ধ। বাবা! দুটী চক্ষু অন্ধ—নাচার, বাবা, দয়া ক'রে এই অন্ধের হাতে দুটো পয়সা দেও, বাবা!

হরিশ্চন্দ্র। আমি একজন মহাপাপী কপর্দ্দকহীন দরিদ্র; নতুবা তুমি অন্ধ, তোমার হাতে সামান্য দুটী পয়সা দেবার শক্তিও আমার নাই ?

অন্ধ। বাবা! এতদিন কাশীধামে ভিক্ষে ক'রে উদর পূরণ কর্‌ছি, কিন্তু তোমার মত লোক কখন দেখ্‌তে পাই নি যে, দুটী পয়সা অন্ধকে দেবার ক্ষমতা নেই। যা' হ'ক বাবা! তীর্থে এসেও মিথ্যেকথা ছাড় নি, তোমার বাহাদুরী আছে বটে। চাও ত তোমাকে আমি দুটো-চার্‌টে পয়সা দিয়ে যেতে পারি। চল্ রে চল্, ছোঁড়া! অপর জায়গায় চল্।

[প্রস্থান।

শৈব্যা। আর কত সহ্য কর্‌ব! হৃদয় পাষাণ না হ'লে এতক্ষণ বিদীর্ণ হ'য়ে যেত। হায়! দু'দিন পূর্ব্বে যিনি স্বহস্তে অজস্র ধন বিতরণ ক'রে তবুও মনের তৃপ্তি সাধন কর্‌তে পারেন নাই, পরদুঃখ দূর কর্‌বার জন্য যার ধন-ভাণ্ডার সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাক্‌ত, কালচক্রে আজ তিনি অন্ধের হাতে একটী পয়সা প্রদান কর্‌তে পার্‌লেন না। অর্থিগণ যাঁর দান গ্রহণ ক'রে দু' হাত তুলে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে কর্‌তে বিদায়

হয়েছে, আজ কি না তাঁকে সামান্য ভিক্ষুকের দুর্ব্বাক্য পর্য্যন্ত সহ্য করতে হচ্ছে। হতভাগিনী আমি, এ দৃশ্য দেখ্‌বার আগে আমার কেন মৃত্যু হ'ল না। [অশ্রুমোচন]

হরিশ্চন্দ্র। বৃথা আক্ষেপে ফল কি, শৈব্যা? ধন-ঐশ্বর্য্যে অনেক সময়ে অন্যের দুঃখ মোচন করা যায় সত্য, কিন্তু তা' হ'লেও সে ধন-ঐশ্বর্য্য আমি প্রার্থনা করি না; কেননা, ঐ ঐশ্বর্য্যের মোহ-মদিরা পানে প্রমত্ত মানব-মন ঈশ্বরপদে স্থির থাকতে পারে না; নতুবা যোগিঋষিগণ যখন ইচ্ছা করলেই ইন্দ্রত্বপদ পর্য্যন্ত লাভ ক'রতে পারেন, কিন্তু তা' না ক'রে বল দেখি, শৈব্যা, তাঁরা সামান্য পর্ণকুটিরবাসী হ'য়ে ফলমূলে জীবিকানির্ব্বাহ করেন কেন? অথচ সেই ধনরত্নবিহীন ভিক্ষাজীবী যোগিগণ কিন্তু যতদূর জগতের হিতসাধন করতে পেরেছেন, লক্ষ লক্ষ লক্ষপতিও তার শতাংশের একাংশমাত্রও জগতের হিত-সাধন করতে পারেন নাই। শৈব্যা। জগতের প্রকৃত কল্যাণ সাধন পক্ষে ধনৈশ্বর্য্য অতি তুচ্ছ পদার্থ। তুমি স্থির জেনো, শৈব্যা। আজ যদি বিশ্বামিত্রের ঋণ হ'তে উদ্ধারলাভ করতে পারি, তা' হ'লে এই অকিঞ্চিৎকর জীবন জগতের জন্য চির-উৎসর্গ ক'রে প্রাণের প্রবল পিপাসার শান্তি করব; নতুবা ঋষি-ক্রোধানলে ভস্মীভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার এই অনন্ত আশার চির-অবসান হ'য়ে যাবে। রাণি—রাণি—না কি বলছি। এখন কে রাজা, কে রাণী? ভিখারী—ভিখারী। শৈব্যা, আজ এই অন্ধ-ভিখারীকে দেখে আমার মনে এক দারুণ সঙ্কল্প হয়েছে; মনে হচ্ছে, আমার চোখ দুটা উৎপাটন ক'রে এই ভিখারীর মত অন্ধ হই, তা' হ'লে দাতার মনে সহজে করুণার উদ্রেক করতে পারব—ভিক্ষা পাব; তবে—তবে—এ জীবনে আমি আর তোমাদের মুখ—

রোহিতাশ্ব। [বাধা দিয়া] না বাবা—তুমি অন্ধ হ'লে আর আমাদের মুখ দেখ্‌তে পাবে না , না বাবা, সে বড় কষ্ট হবে।

হরিশ্চন্দ্র। বাবা যখন তোমাদের হাসিমুখ ছিল, তখন চোখ ছিল ; এখন তোমাদের ঐ মলিন মুখ দেখার যে কি কষ্ট, তা' তুমি কি বুঝ্‌বে, বালক ? ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হ'লে পর যখন সাশ্রুনেত্রে শুষ্ককণ্ঠে পিতার মুখের দিকে চায়, তখন যে পিতার হৃদয়ে কি দুর্ব্বিষহ ভাব হয়, তা' এখন তুমি কি বুঝ্‌বে ? আগে পিতা হও, তখন সহজে বুঝ্‌বে। আমার অন্ধ হওয়াই ভাল—উচিত।

রোহিতাশ্ব। না বাবা, আর ক্ষুধা পেলে তোমার মুখের দিকে চাইব না।

শৈব্যা। নাথ দাসী সামান্যবুদ্ধি, দুর্ব্বলা নারী মাত্র , প্রতিপদে আত্মীয়জনের অমঙ্গল আশঙ্কায় নারী-হৃদয় সর্ব্বদা শঙ্কিত, বিপদের সহস্র বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি যেন নিয়ত নারী-চক্ষের দৃষ্টিপথে নৃত্য ক'রে বেড়ায় ; তাই দাসী আজ বড় ব্যাকুলা হ'য়ে উঠেছে। কি জানি, কেমন এক অমঙ্গল-কল্পনা হৃদয় মধ্যে উদিত হ'য়ে যেন কিছুতেই অশ্রু-সংবরণ কর্‌তে দিচ্ছে না। নাথ ! বলুন—বলুন কেমন ক'রে আজ ঋষি-ক্রোধানল হ'তে পরিত্রাণ লাভ কর্‌বেন ?

হরিশ্চন্দ্র। কেমন ক'রে পরিত্রাণ লাভ কর্‌ব, তা' জানি না, শৈব্যা। কিন্তু হৃদয়ে পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে, যে ভাবেই হোক ঋষিঋণ পরিশোধ ক'রে প্রতিজ্ঞা-সাগর পার হ'তে পার্‌বই। আর যদি অবশ্যম্ভাবী ঘটনা তার অন্যরূপ প্রতিকূলাচরণ করে, তা' হ'লেই বা দুঃখ-ক্ষোভের কি কারণ আছে ? যে রূপেই হ'ক, সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গল-ইচ্ছা পূর্ণ হবে ; শত পুরুষকার সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ কর্‌তে পার্‌বে না। কেন শৈব্যা ! পুরুষকার হ'তে যে দৈব শ্রেষ্ঠ, এ কথা

তুমিই ত এ যাবৎ স্বীকার ক'রে আসছ; তবে যতক্ষণ ভ্রান্ত মানব অহঙ্কার-ভ্রান্তিজাল ছিন্ন করতে না পারবে, ততক্ষণ প্রকারান্তরকে একেবারে পরিত্যাগ করতে পারবে না। তাই আমিও এখন বলেম, শৈব্যা, এই নগর মধ্যে যদি কোন দয়াল দাতার নিকট হ'তে ভিক্ষা ক'রে সহস্র সুবর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করতে পারি কি না। এ ক্ষেত্রে এ ভিন্ন প্রকারান্তর সাধনের অন্য পন্থা নাই। তুমি রোহিতকে নিয়ে এখানে অপেক্ষা কর, যদি রাজর্ষি বিশ্বামিত্র এসে উপস্থিত হ'ন, তা' হ'লে তাঁকে স্তুতি-মিনতির সহিত সৎকার করতে ত্রুটি করো না, এ কথা তোমাকে বুঝিয়ে বলা বাহুল্যমাত্র, তবে এখন আসি।

রোহিতাশ্ব। আমিও যাব, বাবা। দুজনে মিলে একসঙ্গে ভিক্ষা করলে, বেশী বেশী পাওয়া যাবে।

হরিশ্চন্দ্র। না রোহিতাশ্ব। তুমি তোমার মায়ের কাছেই থাক, আমি শীঘ্রই ফিরে আসব। [গমনোদ্যত]

বিশ্বামিত্র, তৎসঙ্গে বিভাণ্ডক ও ঘণ্টাকর্ণের প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র। [প্রবেশ পথ হইতে] না, কোথায়ও যেতে হবে না, আমি এসেছি।

[হরিশ্চন্দ্র, শৈব্যা ও রোহিতাশ্ব বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করিলেন।]

মাসান্তে প্রতিশ্রুতি রক্ষার কথা স্মরণ আছে ত? আজ সেই দিন উপস্থিত, দক্ষিণা প্রদান ক'রে সে ঋণ হ'তে উদ্ধার লাভ কর।

হরিশ্চন্দ্র। সেই দক্ষিণা-সংগ্রহের জন্যই ভিক্ষায় গমন করছিলেম।

বিশ্বামিত্র। এখনও সমস্ত সংগ্রহ ক'রে রাখ নাই?

হরিশ্চন্দ্র। আজ্ঞা, সমস্ত কেন, কিছুমাত্র সংগ্রহ করতে পারি নাই।

বিশ্বামিত্র। তুমি কি আমায় বিদ্রূপ করছ না কি?

হরিশ্চন্দ্র। না প্রভু! সত্যসত্যই কিছু সংগ্রহ কর্‌তে পারি নি।

বিশ্বামিত্র। বলি, এত সাহস, এত নির্ভীকতা কিসে হ'ল যে বিশ্বামিত্রের নেত্রবহ্নি বিস্মৃত হ'য়ে একমাস পর্য্যন্ত পত্নীপুত্র সহ নিত্যানন্দ উপভোগ করা হয়েছে? তখন কৃপা ক'রে একমাস সময় দিয়েছিলেম, তাই বুঝি এই শৈথিল্য?

হরিশ্চন্দ্র। প্রভু! এই মাস পর্য্যন্ত কাশী আস্‌বার পথে যেখানে যে ধনী ব্যক্তির সন্ধান পেয়েছি, ত'ার কাছে গিয়েই দক্ষিণা সংগ্রহের জন্য প্রার্থনা করেছি, কিন্তু ভাগ্যদোষে সর্ব্বত্রই বিফলমনোরথ হয়েছি; এমন কি, সামান্য ভিক্ষায় পর্য্যন্তও সকল স্থানে সংগ্রহ কর্‌তে পারি নি, অবশেষে নিরুপায় ভাবে অদ্য অল্পক্ষণমাত্র কাশীধামে এসে উপস্থিত হয়েছি। এখন আজ্ঞা করুন, আমি নগর মধ্যে গিয়ে প্রভুঁর দক্ষিণা সংগ্রহের চেষ্টা করি।

বিশ্বামিত্র। কি বালক-ভুলাবার কথাই বলা হ'ল! একমাস পর্য্যন্ত চেষ্টা ক'রে যে কিছুমাত্র উপায় কর্‌তে পার্‌লে না, সে কিনা আজ একদিনের মধ্যে ভিক্ষা ক'রে সহস্র স্বর্ণ প্রাপ্ত হবে—কি চমৎকার আশাপ্রদ কথা! সে দিন নাই যে, রাজ-সিংহাসনে ব'সে নিরীহ প্রজাগণের শোণিত শোষণ ক'রে কূটবুদ্ধির পরিচালনা কর্‌বে। এবার বিশ্বামিত্রের কবলে পতিত হয়েছ, এখানে ও সব কূট-কৌশল স্থান পাবে না। ভেবছ সর্ব্বস্ব দান ক'রে দাতা নাম কিনেছ, সেই গর্ব্বে ঋণ পরিশোধের কথা বিস্মৃত হ'য়ে নিশ্চিন্ত মনে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছ। কিন্তু জান না যে, এ কা'র সঙ্গে তুমি প্রতারণা কর্‌ছ! ঠিক জেনো, এ স্বেচ্ছায় কালসর্পের পুচ্ছ ধারণ ক'রে ক্রীড়া কর্‌তে বসেছ। ধ্বংসের কোলে আশ্রয় নেবার ইচ্ছা যদি না থাকে, তা' হ'লে এই দণ্ডে—এই মুহূর্ত্তে অঙ্গীকার প্রতিপালন কর।

বিভাণ্ডক। [স্বগত] চোখের দিকে এখন তাকায় কা'র বাবার সাধ্য? যেন আগুনের হল্‌কা ছুটেছে! সাধে কি আর ঐ বিদ্যেটা শিক্ষা কর্‌তে চাই।

বিশ্বামিত্র। বলি কৈ হে বিখ্যাত দাতা! নিরুত্তর হ'য়ে রইলে যে? অভিমান হ'ল বুঝি? তা' নাই বা হ'বে কেন? উনি মনে করছেন, আমি একজন সসাগরা ধরার একচ্ছত্রী সম্রাট্ ছিলাম, আমাকে কি না একজন বন্যফলমূলভোজী ঋষি তপস্বী এসে সামান্য দক্ষিণার জন্য বিরক্ত কর্‌ছে।

হরিশ্চন্দ্র। প্রভো! ক্ষমা ভিক্ষা চাই, ওরূপ কথা ব'লে আমাকে পাপভাগী কর্‌বেন না।

বিশ্বামিত্র। সে কি কথা—তুমি একজন জগদ্বিখ্যাত ধার্ম্মিক পুরুষ! তার পর আবার ক্ষুদ্র তপস্বীর তপোবিঘ্ন উৎপাদন ক'রে মহাপুণ্য সঞ্চয় করেছ! তোমাকে কি পাপ স্পর্শ কর্‌তে পারে? তা' হ'লে যে, শাস্ত্র মিথ্যা হ'য়ে যায়!

হরিশ্চন্দ্র। [স্বগত] হায় রে ঋণ-দায়! জগতে যত রকম মহাপাতক আছে, তুমি বুঝি সকলকেই পরাস্ত করেছিলে। ঋণ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত বুঝি অনন্তকাল নরক-বাসেও হ'য়ে ওঠে না। আজ জগতের লোক আমাকে দেখে শিক্ষালাভ করুক্ যে, ঋণ ক'রে যে পরিশোধ কর্‌তে না পারে, তা'র দুর্গতি কিরূপ; বরং একাহারে বা অনশনে থেকে দিনপাত কর্‌বে, তথাপি যেন কেহ কখনো ঋণ-জালে জড়িত হ'য়ো না।

বিশ্বামিত্র। যা হ'ক্, এখন ত যা' হয়, একটা উত্তর দেওয়া হ'ক্, তা' হ'লে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারি।

হরিশ্চন্দ্র। উত্তর দিবার আমার আর কি আছে, প্রভো?

বিশ্বামিত্র। স্পষ্টাক্ষরে না ব'লে ঘুরিয়ে বলা হচ্ছে যে, আমি দক্ষিণা প্রদান কর্‌বো না।

হরিশ্চন্দ্র। নিরুপায়, যদি কোনও উপায়ের সূত্র থাকে ত আমাকে আদেশ করুন, আমি তাই কর্‌তে প্রস্তুত।

বিশ্বামিত্র। কাজেই, তুমি কিছুই বুঝ না, নিতান্ত অজ্ঞ বালক, সুতরাং তোমার উপায়ের সূত্র আমাকে দেখিয়ে দিতে হ'বে বইকি।

হরিশ্চন্দ্র। উপস্থিত বিপদে আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়েছি; আমার জ্ঞান-বুদ্ধি সব বিলুপ্ত হয়েছে, আমি ঐ পাদপদ্মে শরণ প্রার্থনা কর্‌ছি, আমার কর্ত্তব্য কি, স্থির ক'রে দিন। [পদ ধারণ]

বিশ্বামিত্র। [সক্রোধে] দূর হও—চণ্ডাল! স্পর্শ করো না, তুমি আমার পদ ধারণের উপযুক্ত নও। সত্যভঙ্গকারী অস্পৃশ্য নারকী! যে রসনায় দক্ষিণা দানের কথা উচ্চারণ করেছিলি, সে রসনায় এখনও অন্যরূপ বাক্য উচ্চারণ কর্‌তে লজ্জা বোধ হচ্ছে না? নির্লজ্জ! ক্ষত্রকুলকলঙ্ক। এখনও শঠতার প্রশ্রয় দানে অভিলাষ? বক-ধার্ম্মিক! যে ব্রাহ্মণকে সামান্য দক্ষিণা দান কর্‌তে পরাঙ্মুখ, তার আবার জগৎ ভ'রে দাতা নাম রটাবার প্রয়োজন ছিল কি? মদান্ধ বর্ব্বর! আমি তোর কর্ত্তব্য নির্ণয় ক'রে দেবো? শোন্ চণ্ডাল! শেষ কথা বল্‌ছি, স্ত্রীপুত্র বিক্রয় ক'রেই হ'ক্, অথবা নিজেকে বিক্রয় ক'রেই হ'ক্, যে ভাবেই হ'ক্, অদ্য সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে আমার ঋণ পরিশোধ করা চাই, নতুবা শেষফল ভোগ কর্‌বার জন্য প্রস্তুত হ'। আমি আর দ্বিতীয় কথা শুন্‌ব না। মনে থাকে যেন, আমি বিশ্বামিত্র।

ঘণ্টারাম। [তোৎলাস্বরে] এইবার দাদা? ম-ম-মহারাজাকে ভস্মিতং হ-হ-হ'তে হ'বে দেখ্‌ছি; বে-বে-বেশ হয়েছে, ওকে খুঁজ্‌তে যে নাকালটা হওয়া গেছে, পি-পি-পিঠের ঘা এখনও শুকায় নি।

বিভাণ্ডক। চুপ্ ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ, কোন কথা কয়ো না, ও জ্বলন্ত অনলে আর ঘিয়ের ছিটে দিয়ো না।

হরিশ্চন্দ্র। [স্বগত] তবে ত এখনও উপায়ের পথ আছে। ভ্রান্ত আমি, আমার এতক্ষণ সে বুদ্ধির উদয় হয়নি, এখনও পত্নী-পুত্র এবং নিজের দেহ বিক্রয় দ্বারা ঋণ পরিশোধের পন্থা বর্ত্তমান আছে, তবে আর ভাবনা কি ? মঙ্গলময় হরি। সহস্র নৈরাশ্যের অন্ধকার ভেদ ক'রে তোমার ভবসার আলোক-জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয় ; শত শত অমঙ্গলের মধ্য দিয়ে তোমার মঙ্গলময় হস্ত প্রসারিত হ'য়ে মানুষকে অভয় প্রদান করে ; এতদিনে বুঝ্‌তে পার্‌লেম যে, বিষম বিপদে পতিত না হ'লে তোমার করুণা-ধারা লাভ করা যায় না, বিপদ্-বারিধির উত্তালতরঙ্গে নিমগ্ন না হ'লে তোমার পদতরণী প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মানুষ কেবল বুঝ্‌তে না পেরে বৃথা দৈবের প্রতি দোষারোপ করে।

শৈব্যা। [স্বগত] আর কেন তবে, এই ত সুযোগ, তুচ্ছ আত্ম-বিক্রয় দ্বারা যদি আজ মহারাজকে ঋণমুক্ত ক'রে ঋষির অভিসম্পাত থেকে পরিত্রাণ কর্‌তে পারি, তা' হ'তে অধিক পুণ্য সঞ্চয় কি আছে ? হরি! দয়াময়! দাসীর সাধ পূর্ণ ক'রো, হতভাগিনীর ভাগ্যে এ হ'তে আর শুভ-অবসর ঘটবে না।

বিশ্বামিত্র। বলি, এখনও ত বজ্রাঘাত হয় নি যে, নিস্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে আছ ?

শৈব্যা। [করযোড়ে] প্রভু। অভাগিনীর একটী প্রার্থনা—

বিশ্বামিত্র। [বাধা দিয়া] সে সুবিধা আমার কাছে হবে না।

শৈব্যা। অপর কিছুই নয়।

বিশ্বামিত্র। কি তবে ?

শৈব্যা। যদি এই দাসীর দেহ বিক্রয় দ্বারা প্রভু-ঋণের পরিশোধ হয়, তবে আমি তা'তে সম্মতা আছি; আপনি অবিলম্বে আমাকে বিক্রয় ক'রে সেই অর্থ গ্রহণ করুন।

বিশ্বামিত্র। কথাটী স্বামীর প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর উপযুক্তই বলেছ, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে কতদূর কি হবে, বল্‌তে পারি না। তবে এক কথা হ'চ্ছে, তোমাকে বিক্রয় করার অধিকার ত আমার নাই; সে অধিকার তোমার স্বামীরই আছে। স্বামীর সম্মতি ভিন্ন তোমারও আত্মবিক্রয়ে অধিকার নাই।

শৈব্যা। [হরিশ্চন্দ্রের প্রতি] স্বামিন্! হৃদয়বল্লভ! জীবনে কোন পুণ্য কাজ ক'রে পুণ্য-সঞ্চয়ের সুখাস্বাদন লাভ করিনি, আজ ভগবান্ দাসীকে সে সুযোগ প্রদান করেছেন; কিন্তু আপনার অনুমতি ভিন্ন যে দাসীর সে পুণ্য-সঞ্চয়েও অধিকার নাই। একবার অনুমতি হ'লে অভাগিনী শৈব্যা আজ সে সাধ পূর্ণ ক'রে নারীজন্ম সার্থক করে।

হরিশ্চন্দ্র। [স্বগত] হৃদয়! বিচলিত হয়ো না; শ্রবণ! বধির হয়ো না; মর্ম্মগ্রন্থি! শিথিল হয়ো না; সম্মুখে কঠোর পরীক্ষা—উত্তীর্ণ হ'তে প্রস্তুত হও। [প্রকাশ্যে] কি বল্‌ছিলে আবার বল, শৈব্যা! আমি স্থিরকর্ণে শুন্‌ছি।

শৈব্যা। বল্‌ছিলেম, এই পাদসেবিকা দাসীকে বিক্রয় ক'রে ঋষিঋণ পরিশোধ করুন।

হরিশ্চন্দ্র। শৈব্যা! শৈব্যা! তুমি কে? তুমি মানবী না দেবী?

শৈব্যা। নাথ, আমি দাসী—আপনার পদাশ্রিতা চরণ-সেবার অধিকারিণী মাত্র।

হরিশ্চন্দ্র। না শৈব্যা, তুমি দেবী। তোমার হৃদয়ের মহত্ত্ব কল্পনা-কেও অতিক্রম করেছে; সে মহত্ত্ব বুঝ্‌বার শক্তি আমার নাই। তবে যাও, দেবি! তোমার ইচ্ছায় বাধা প্রদান কর্‌ব না।

শৈব্যা। [বিশ্বামিত্রের প্রতি] প্রভো! আর চিন্তার কারণ নাই; মহারাজের অনুমতি পেয়েছি, এখন আমাকে কে ক্রয় কর্‌বে, তার সন্ধান কোথায় পাব, ব'লে দিন।

বিভাণ্ডক। [স্বগত] এ ত বাবা কখনই মানুষ নয়, সংসারে এমন স্ত্রীলোক কে আছে যে, নিজে বিক্রীতা হ'য়ে স্বামীকে ঋণমুক্ত করে? তাজ্জব্, বাবা তাজ্জব! নিশ্চয়ই এ কোন ভেল্কীওলার ঘরের মেয়ে।

অদূরে বিষ্ণুশর্ম্মার প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র। ঐ যে একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আস্‌ছে, ওকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ-দেখি, ওর কোন দাসীর দরকার আছে কি না?

শৈব্যা। ঠাকুর! আপনার কি কোন দাসীর প্রয়োজন আছে?

বিষ্ণুশর্ম্মা। কে গা তুমি? তুমি কি কিছু মন্ত্রতন্ত্র জান না কি? আমি যে দাসী ক্রয় কর্‌বার জন্য এসেছি, তা' কি ক'রে জান্‌লে?

শৈব্যা। আজ্ঞা, আমার নিজের বিক্রয় হবার দরকার, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি।

বিষ্ণুশর্ম্মা। কি বল্‌ছ, তুমি নিজেই বিক্রী হবে?

শৈব্যা। আজ্ঞা হাঁ।

বিষ্ণুশর্ম্মা। না, বিশ্বাস হয় না।

শৈব্যা। আমি আপনার কাছে মিথ্যাকথা বল্‌ছি না।

বিষ্ণুশর্ম্মা। এস, তবে তোমাকে একবার ভাল ক'রে দেখি, তোমার কথাগুলোও ত ঠিক্ দাসীদের মত শুনাচ্ছে না। [বিশেষভাবে

নিরীক্ষণ] উঁ হুঁ, না—কখনই না, আমি যে সামুদ্রিকবিদ্যা জানি, তোমার অঙ্গের যে সব লক্ষণ, তা'তে বিলক্ষণ বোধ হচ্ছে যে, তুমি কোন সুলক্ষণা রাজমহিষী। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখে কি পরিহাস কর্‌তে আছে, মা ? যাও মা, ঘরে যাও।

শৈব্যা। সময়ে রাজমহিষী কি ভিখারিণী হ'তে পারে না ?

বিষ্ণুশর্ম্মা। পার্‌বে না কেন, আমাদের জ্যোতিষশাস্ত্রে সে কথাও আছে।

শৈব্যা। তবে আর সংশয় কি ?

বিষ্ণুশর্ম্মা। রাজরাণী ভিখারিণী হ'তে পারে, কিন্তু দাসী হ'তে পারে কি না, সেটা আমার ভাল জানা নাই।

শৈব্যা। রমণীজাতি দাসী ভিন্ন আর কি ?

বিষ্ণুশর্ম্মা। তোমার এ উত্তরে বড় তুষ্ট হলেম মা ! আর এক কথা, তোমাকে ত সধবা ব'লে বোধ হচ্ছে। সে তবে কেমন স্বামী যে, এমন স্ত্রীকে অন্যের দাসত্ব কর্‌তে পাঠাতে পারে ?

শৈব্যা। তাঁর কোন দোষ নাই, আমি নিজেই ইচ্ছা ক'রে এসেছি।

বিষ্ণুশর্ম্মা। তা' হ'লে যে তুমি স্বেচ্ছাচারিণী হও, মা।

হরিশ্চন্দ্র। স্বেচ্ছাচারিণী নয়—প্রভু, আমারই অনুমতি।

বিষ্ণুশর্ম্মা। তুমিই তা' হ'লে সেই হতভাগ্য নিষ্ঠুর স্বামী ?

শৈব্যা। অমন দয়ার সাগরকে নিষ্ঠুর বল্‌বেন না ; আপনি যখন প্রকৃত ব্যাপার জান্‌তে পার্‌বেন, তখন সব কথা বুঝ্‌তে পার্‌বেন ; এখন দয়া ক'রে আমাকে ক্রয় করুন।

বিষ্ণুশর্ম্মা। আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, মা ; মাথা যেন গুলিয়ে যাচ্চে।

বিশ্বামিত্র। বুঝবে আর কি মাথা-মুণ্ড? ইনি আমার নিকটে ঋণজালে জড়িত, তাই ওঁর স্ত্রী আত্মবিক্রয় দ্বারা স্বামীকে ঋণমুক্ত করতে ইচ্ছা করেছেন।

বিষ্ণুশর্ম্মা। কেন, উনি কেন নিজেকে বিক্রয় করুন না?

বিশ্বামিত্র। নির্দ্দিষ্ট ঋণ যদি ওর বিক্রয় দ্বারা পরিশোধ না হয়, তা' হ'লে ওকেও বিক্রীত হ'তে হবে। এখন তুমি কি মূল্য দিতে পারবে, বল; বৃথা বাক্যব্যয়ে সময় নষ্ট ক'রে কি হবে?

বিষ্ণুশর্ম্মা। আপনি দেখ্‌ছি, একজন ত্যাগীপুরুষ; আপনি কেন একটু ত্যাগস্বীকার ক'রে এদের ঋণমুক্ত করুন না? তা' হ'লে ত আর এদের বিক্রীত হ'তে হয় না।

বিশ্বামিত্র। সে উপদেশ আমি তোমার নিকটে নিতে আসিনি; তুমি এখন কি মূল্য দিতে পার বল। দিবা অবসান প্রায়।

বিষ্ণুশর্ম্মা। [স্বগত] তাই ত এখন কি করি? দাসী একটার ত নিতান্ত প্রয়োজন; এমন লক্ষীস্বরূপিণীকেই বা কেমন ক'রে দাসীরূপে গ্রহণ করি? গৃহে যে প্রখরা ব্রাহ্মণী জাজ্জ্বল্যমানা আছেন, তাঁর মিষ্টভাষা শুন্‌লে ত একদিনও ইনি সেখানে টিক্‌তে পার্‌বেন না; অথচ আমি ক্রয় না করলেও এদের ঋণ শোধের কোন্ ব্যবস্থা হয় না; কালান্তক যমের স্বরূপ ক্রুদ্ধ ঋষিটি সঙ্গে সঙ্গে লেগেই রয়েছেন; তাই ত কি করা যায়?

বিশ্বামিত্র। কি ভাবছ, ঠাকুর? যা' হয় কর।

বিষ্ণুশর্ম্মা। আচ্ছা, মা। তুমি যে দাসী হ'তে চাচ্ছ, তা' তুমি সংসারের সব কাজ গুছিয়ে করতে পারবে ত? সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নিয়ত খাট্‌তে হবে, একটুকুও ফুরসুৎ পাবে না। বাড়ীতে আমার যে গৃহিণী আছেন, তিনি বড়ই অসুস্থা; ভুগে ভুগে একটু খিট্‌খিটে তিরিক্ষি-

খিরিখি মেজাজ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ; তাই সময়ে সময়ে তোমাকে একটু-আধটু কথাও সইতে হবে—গৃহস্থ ঘরে তা' অমন হ'য়েও থাকে।

শৈব্যা। আমি সব কাজ কর্‌তে পার্‌ব, সব কথা সহ্য কর্‌তে পার্‌ব ; আমার সেবা-শুশ্রূষায় মা আমার শীঘ্রই সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌বেন।

বিষ্ণুশর্ম্মা। মা, তুমি পার্‌বে ব'লেই এখন বোধ হচ্ছে ; তবে এখন আমি তোমাকে পঞ্চশত স্বর্ণ-মুদ্রা মূল্য দিয়ে ক্রয় কর্‌তে পারি।

বিশ্বামিত্র। ও যে নিতান্ত কম হ'ল, ঠাকুর ?

বিষ্ণুশর্ম্মা। আমি গরীব ব্রাহ্মণ ; এই মূল্য ভিন্ন অধিক দিবার আমার সাধ্য নাই।

বিশ্বামিত্র। তবে দাও, উপস্থিত যা' পাওয়া গেল, তাই ভাল।

বিষ্ণুশর্ম্মা। এঁর হাতেই দিই তবে ?

হরিশ্চন্দ্র। হাঁ, দিন্।

বিষ্ণুশর্ম্মা। [অর্থ লইয়া] এই নিন্, বেশ ক'রে গুণে নিন্।

বিশ্বামিত্র। কি হে বাপু হরিশ্চন্দ্র! আমি কি বিক্রেতা ? তুমি বিক্রেতা—তুমি অর্থ নিয়ে আমাকে দাও।

হরিশ্চন্দ্র। হাঁ—হাঁ—আমি বিক্রেতা—পত্নী-বিক্রেতা—দাও—দাও—দাও—অর্থ দাও—অর্থ দাও—[বিষ্ণুশর্ম্মার নিকট হইতে অর্থ লইয়া] উঃ উঃ! একি অর্থ! এ যে জলন্ত অঙ্গার—করতল দগ্ধ হ'য়ে গেল—দগ্ধ হ'য়ে গেল! ঋষিবর! এই নিন্—আপনার দক্ষিণা নিন্—আমি আর কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছি না—আকাশের সমস্ত আলো ম্লান হ'য়ে গেল—পায়ের নীচে হ'তে পৃথিবী স'রে যাচ্ছে—এখনি রসাতলে পড়্‌ব—ঋষি—ঋষি—এই আপনার দক্ষিণা—

বিশ্বামিত্র। দিতে এত কাতর হচ্ছ কেন, হে বাপু ? দাও—কই নিয়ে এস। [হরিশ্চন্দ্রের নিকট অর্থ গ্রহণ]

হরিশ্চন্দ্র। [স্বগত] হরিশ্চন্দ্র, আজ তুই একটী কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লি; এই যে মস্তিষ্ক বেশ স্থির আছে, দৃষ্টিশক্তির কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নি—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ঠিক সমভাবে চল্‌ছে, জগৎ-প্রকৃতির কোন বিপর্য্যয় উপস্থিত হয় নি, সবই বেশ শান্ত,—স্থির, অচল—অটল!

বিষ্ণুশর্ম্মা। তবে এস মা, আমার সঙ্গে এস।

শৈব্যা। ঠাকুর অভাগিনীর অন্ধের যষ্টি, চক্ষের মণি জীবনের শেষ সম্বল এই পুত্রটীকে যদি দয়া ক'রে এক মুষ্টি অন্ন দেন, তা' হ'লে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসি।

বিষ্ণুশর্ম্মা। এটী তোমার ছেলে? তা' মা, আমার তা'তে কোন আপত্তি নাই; তবে ব্রাহ্মণী বাড়ীতে বেশী লোকের গোলমাল শুন্‌তে পারেন না—কারণ শিরঃপীড়া আছে কি না। তা' ছেলেটী শান্ত শিষ্ট আছে ত?

শৈব্যা। তা' আপনারা যে ভাবে চল্‌তে বল্‌বেন, সেই ভাবেই চল্‌বে—বরং আপনার পূজার ফুল বিল্বপত্র তুলে এনে দেবে।

বিষ্ণুশর্ম্মা। তা' দেখ মা! বলতে কি, তোমার প্রতি আমার কেমন একটা স্নেহ এসে দাঁড়িয়েছে, তাই যেন তোমার কোন কথা ফেল্‌তে পার্‌ছিনে; তবে আমার বোধ হয়, তুমি যেরূপ মিষ্টভাষিণী বুদ্ধিমতী, তা'তে যদি ব্রাহ্মণীকে একটু ভাল ক'রে বল্‌তে-কইতে পার, তা' হ'লে আর কোন কথাই নাই।

শৈব্যা। তিনি আমার মা, আমি তাঁর পা দু'খানি ধ'রে তাঁকে সম্মতা ক'রে নেব।

বিষ্ণুশর্ম্মা। বেশ কথা, তবে চল এখন; এস ছেলে, তুমিও সঙ্গে এস।

রোহিতাশ্ব। আমাকে নিয়ে তুমি কাদের বাড়ী যাচ্ছ, মা?

শৈব্যা। আমার বাপের বাড়ী যাচ্ছি, বাবা। সেখানে আমার মা আছেন, তাঁর কাছে থাক্‌ব।

রোহিতাশ্ব। তা' হ'লে আমার মামার বাড়ী; মামার বাড়ীতে বাবা যাবেন না কেন, মা?

শৈব্যা। ওঁকে সেখানে যেতে নেই—উনি অপর জায়গায় যাবেন।

রোহিতাশ্ব। তবে আমিও মা বাবার সঙ্গে অপর জায়গায় যাব; তুমি তোমার মায়ের কাছে গিয়ে সুখে থাক্‌বে, আর বাবা আমাদের ছেড়ে একলাটী থাক্‌লে কত দুঃখ পাবেন; আমি বাবার কাছে থাক্‌লে বাবাকে কষ্ট পেতে দেবো না।

শৈব্যা। [স্বগত] রোহিতাশ্বের মত ছেলে যে লাভ করেছে, তার আবার সংসারে কষ্ট কি। তাই ত, এখন সরল বালককে কি ব'লে ভুলাই?

হরিশ্চন্দ্র। যাও বাবা রোহিতাশ্ব। তুমি তোমার মায়ের সঙ্গেই যাও, তুমি না থাক্‌লে তোমার মায়ের বড় কষ্ট হবে।

রোহিতাশ্ব। আর তুমি না গেলে মায়ের বুঝি কোন কষ্ট হ'বে না, বাবা? একদিন তোমার মৃগয়া থেকে আস্‌তে বিলম্ব হয়েছিল ব'লে, মা আমার একেবারে কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছিল; তবে আজ তোমাকে ছেড়ে মা কেমন ক'রে থাক্‌বে? তোমাকে না দেখ্‌লেই মা কেবল ব'সে ব'সে কাঁদ্‌বে, আমি তা' সইতে পার্‌ব না।

শৈব্যা। [স্বগত] হরি! দীনবন্ধু! যে কার্য্যে আজ অগ্রসর হয়েছি, যে উদ্দেশ্যে আজ বুকের মধ্যে স্বহস্তে চিতা জ্বাল্‌তে বসেছি, যে পরীক্ষা দিয়ে আজ কর্ত্তব্য পালন কর্‌তে উদ্যত হয়েছি, সে কার্য্য— সে উদ্দেশ্য পূর্ণ কর্‌তে পার্‌ব কি? সে মহাপরীক্ষায় পতিত হ'য়ে কর্ত্তব্য স্থির রাখ্‌তে পার্‌ব কি? জীবন বিসর্জ্জন দিয়ে শূন্য দেহ

নিয়ে থাকতে পারব কি? হৃৎপিণ্ড স্বহস্তে ছিন্ন ক'রে জীবন ধারণ কর্‌তে পার্‌ব কি? দু'হাতে নিদারুণ শোকের সুতীক্ষ্ণ শেল চেপে রেখে ধৈর্য্যশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতে পার্‌ব কি? ওঃ! ভাব্‌তেও যে পার্‌ছিনে! যিনি ক্ষণমাত্র চক্ষের অন্তরালে গেলে সংসার অন্ধকার-ময় ব'লে বোধ হয়, যার ছায়াটী দেখ্‌লে প্রাণে কত আনন্দ এসে উপস্থিত হয়, তাকে আজ জনমের মত পরিত্যাগ ক'রে এই জীবন নিয়ে বেঁচে থাক্‌তে পার্‌ব। উঃ। দুর্ব্বলের বল নারায়ণ! অবলার দুর্ব্বল হৃদয়ে বল দাও, প্রভো! ব্যথাহারা ভগবন্! আজ দুঃখিনী শৈব্যার সকল ব্যথা দূর ক'রে তোমার ব্যথাহারী নামের গুণ দেখাও।

হরিশ্চন্দ্র। রোহিতাশ্ব। তুমি তোমার মায়ের সঙ্গেই যাও। তুমি কাছে থাক্‌লে, তোমার মা যখন আমার জন্য কাঁদ্‌বেন, তখন তুমি সান্ত্বনা কর্‌তে পার্‌বে।

রোহিতাশ্ব। তুমি আবার কতদিন পরে আমার মাকে দেখা দেবে, বাবা?

হরিশ্চন্দ্র। কতদিন পরে জান—বল্‌ছি, যেদিন আমরা এই পুরাতন সংসার-খেলার শেষ ক'রে আবার এক নূতন সংসার পাতিয়ে বস্‌ব, যেদিন এই মাটীর দেহের পরিবর্ত্তে আবার এক নূতন দেহ ধারণ কর্‌ব, সেইদিন আবার আমরা একত্রে মিলিত হব।

রোহিতাশ্ব। তা' হ'লে সেই নূতন বাড়ী তৈয়ের না হ'লে আর তোমার দেখা পাব না?

হরিশ্চন্দ্র। সম্ভব।

রোহিতাশ্ব। কিন্তু বাবা। মা যদি বেশী কাঁদে, তা' হ'লে আমি তোমাকে গিয়ে নিয়ে আস্‌ব। মা। তুই বাবাকে না দেখে না কেঁদে থাক্‌তে পার্‌বি?

হরিশ্চন্দ্র। তুমি বেশ শান্ত হ'য়ে ভালভাবে থেক, তা' হ'লে আর কাঁদ্বে না।

রোহিতাশ্ব। আর বাবা! তুমি যদি গোপালকে দেখ্‌তে পাও, তা' হ'লে তাকে আমার এই মামার বাড়ীতে আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দিও; আর ব'লে দিয়ো যে, এখানে সে ঋষির ভয় নাই।

বিশ্বামিত্র। আর জ্যাটামো কর্‌তে হ'বে না, এখন বিদায় হও।

রোহিতাশ্ব। এই যাচ্ছি, কিন্তু ঠাকুর! তোমার দুটী পায়ে ধ'রে বল্‌ছি, বাবার উপর যেন আর কোন রাগ করো না।

বিষ্ণুশর্ম্মা। বড় বিলম্ব হ'য়ে যাচ্ছে, মা! সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ী গিয়ে পৌঁছিতে হবে।

শৈব্যা। [বিশ্বামিত্রের প্রতি] প্রভো! অভাগিনী আমি, প্রণাম কর্‌ছি; আশীর্ব্বাদ করুন, যেন জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রাণপণে সতীর কর্ত্তব্য পালন ক'রে যেতে পারি। [রোহিতাশ্বের প্রতি] বাবা! প্রভুকে প্রণাম কর। [রোহিত বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করিলে হরিশ্চন্দ্রের প্রতি] নাথ! হৃদয়বল্লভ! শেষ ভিক্ষা, মনে বড় সাধ ছিল, জীবনান্ত-কালে ওই দু'টী রাঙ্গা চরণ মস্তকে ধারণ ক'রে শেষ নিঃশ্বাস ফেল্‌ব; তা' যখন হ'ল না, তখন শেষ ভিক্ষা এই, জীবনে যখন আর কখনও ও চরণ দর্শন ভাগ্যে ঘট্‌বে না, তখন একবার এই অভাগিনীর মস্তকে রাঙ্গা চরণ দু'খানি প্রদান করুন, আর আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এই বিক্রীত জীবনে কর্ত্তব্যপালন ক'রে অন্তিমকালে ওই রাঙ্গা চরণ ধ্যান ক'রে, দুই চক্ষু চিরমুদ্রিত কর্‌তে পারি। আর কোন সাধ—কোন আকিঞ্চন নাই, আর কিছু বল্‌বার নাই। [স্বগত] অশ্রু! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, এ সময় আমার দৃষ্টিপথ অবরোধ করো না, আমি মহারাজকে দেখ্‌ছি, হয় ত জন্মের মত এই দেখাই শেষ দেখা, আর দেখ্‌তে পাব না—এই

শেষ—শেষ—ভাল ক'রে দেখ্‌তে দাও! হৃদয়! আর একটু কাল ধৈর্য্য ধারণ কর। কাতর হয়ো না—এমন ক'রে এ সময় ভেঙ্গে প'ড়ো না! তা' হ'লে মহারাজ মনে কর্‌বেন, আমি বুঝি, কষ্ট পেয়ে অনিচ্ছাগত্যে যাচ্ছি। [প্রকাশ্যে] নাথ! দাসীর প্রণাম গ্রহণ করুন।

হরিশ্চন্দ্র। শৈব্যা! তোমাকেও আর আমার বল্‌বার কিছুই নাই, এখন তোমাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, যতদিন চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, আকাশতলে উদিত থাক্‌বেন, যতদিন হিমাদ্রির তুঙ্গচূড়া উন্নতভাবে বর্ত্তমান থাক্‌বে, যতদিন জগতে জগৎপ্রাণ সমীরণ সঞ্চারিত থাক্‌বে, ততদিন—ততদিন শৈব্যা, তোমার এই সতী-মাহাত্ম্য লোকমুখে চির-কীর্ত্তিত হবে। এখন যাও, সতি! হাস্‌তে হাস্‌তে তোমার প্রভু-পিতার সঙ্গে চ'লে যাও। সুখে দুঃখে কখনো ভগবান্‌কে ভুলো না, জীবনে মরণে কখনো তাঁর মঙ্গল-কার্য্যে অবিশ্বাস স্থাপন ক'রো না, জীবনে যত বিপদ্‌ই আসুক না কেন, বিচলিত না হ'য়ে একমনে সেই বিপদ্‌বারণ নারায়ণকে স্মরণ করো—কোন বিপদ্ থাক্‌বে না, তিনিই তোমাকে রক্ষা কর্‌বেন। আর দেখ, শৈব্যা! এ সংসার-ক্ষেত্র ক্ষণিক মিলনের একটী নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রস্থান, বিয়োগ ব্যতীত চির-মিলনের আশা করা এখানে বিড়ম্বনামাত্র; দু'দিনের হাসি কান্না, দুদিনের সম্পদ্, দুদিনের সুখ দুঃখ এ সংসারক্ষেত্রের নিত্যধর্ম্ম; স্বামী, স্ত্রী, ভ্রাতা, ভগিনী, আত্মীয় স্বজন, এ সবই এই সংসার-নাট্যের ক্ষণিক অভিনয়। দৃশ্য শেষ হ'লেই যবনিকা-পতনের সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়ের পরিসমাপ্তি, তবেই ভেবে দেখ শৈব্যা, সেই জলবিম্বসম সদ্যোবিনাশী স্বামী স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতির জন্য এত মায়া প্রকাশ কিসের জন্য? বৃথা মায়া—বৃথা স্নেহ দূর ক'রে ফেলে দাও; শৈব্যা! যে কাজ কর্‌তে সংসারে এসেছ, শৈব্যা, যে কাজের উচ্চ আদর্শ দেখে ভবিষ্যৎ জগতে শিক্ষালাভ

কর্‌তে পার্‌বে, শৈব্যা, সেই কাজ ক'রে চ'লে যাও, একলক্ষ্যে সেই ধ্রুবতারা ধ'রে চ'লে যাও, আর আস্‌তে হ'বে না, আর ভুগ্‌তে হ'বে না যাও—যাও—স্থিরভাবে চ'লে যাও।

[বিষ্ণুশর্ম্মা সহ শৈব্যা ও রোহিতাশ্বের প্রস্থান।

বিশ্বামিত্র। [স্বগত] স্তম্ভিত হয়েছি, রমণী-হৃদয় এত উচ্চ, এত পবিত্র, তা' আজ সাক্ষাতে প্রত্যক্ষ কর্‌লেম। আর হরিশ্চন্দ্রকে সাধারণ মানুষ ব'লে ধারণা করতে পার্‌ছিনে। আচ্ছা, এখনও পরীক্ষার শেষ হয় নাই। [প্রকাশ্যে] বলি হরিশ্চন্দ্র, এখনও বক্তৃতা ক'রে সময় নষ্ট করলে চল্‌ছে না ; তোমার স্ত্রীর বিক্রয় দ্বারা সহস্র সুবর্ণের অর্দ্ধমূল্য মাত্র প্রাপ্ত হয়েছি, এখনও কিন্তু বাকী অর্দ্ধ ঋণ পরিশোধ হয় নাই, সেটা একবার ভাব্‌ছ ?

হরিশ্চন্দ্র। প্রভো! এখন তবে আমি নিজে বিক্রীত হ'য়ে অবশিষ্ট অর্দ্ধ ঋণ পরিশোধ করি।

বিশ্বামিত্র। সে তোমার ইচ্ছা ; তুমি বিক্রীত হ'বে কি অবিক্রীত হবে, সে কথা আমার জান্‌বার কিছু প্রয়োজন নাই ; আমার দক্ষিণা-প্রাপ্তি নিয়ে কথা।

হরিশ্চন্দ্র। তবে আমি ক্রেতা সংগ্রহ করি। [উচ্চৈঃস্বরে] হে কাশীবাসী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণ! আপনাদের যদি কা'রও দাসের প্রয়োজন থাকে, আসুন—আমাকে ক্রয় করুন।

বিশ্বামিত্র। আত্মাভিমানটা দেখ্‌ছি, এখনও সম্পূর্ণই রয়েছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ভিন্ন আর কোন ক্রেতাকে আহ্বান করা হচ্ছে না, পাছে মানের খর্ব্ব হয়। চোখের উপরে যে নিজের স্ত্রীর বিক্রয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে পারে, তার আবার আত্মাভিমান!

হরিশ্চন্দ্র। [উচ্চৈঃস্বরে] হে কাশীবাসী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র কিংবা চণ্ডাল, যেই হও, আমাকে দাসরূপে ক্রয় ক'রে দয়ার পরাকাষ্ঠা দেখাও।

বিশ্বামিত্র। হাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে। নতুবা অত জাত-বেজাত বাছ্‌লে কি আর খদ্দের হয়?

অদূরে নর-কপালে মুড়ি খাইতে খাইতে ভুলুয়া চণ্ডাল ও নীলুয়া চণ্ডালের প্রবেশ।

চণ্ডালদ্বয়। মোরা কিন্‌বে রে—মোরা কিন্‌বে রে।

বিশ্বামিত্র। [স্বগত] এইবার উপযুক্ত ক্রেতা জুটেছে, হরিশ্চন্দ্রের শেষ-পরীক্ষা এইবার হবে।

ভুলুয়া। কৈ রে! কোন্ লোক আছিস্ রে?

হরিশ্চন্দ্র। এই যে, আমিই আছি।

ভুলুয়া। তুঁ বটে! সত্যি না হামাদের সঙ্গে চালাকি খেলাচ্ছিস্? জানিস্, এ ভুলুয়া চণ্ডালের সাথে কোন চালাকী কথা চল্‌বে নেই; বল্, এখন সত্যিকথা বল্।

হরিশ্চন্দ্র। সত্যকথাই বল্‌ছি, আমিই বিক্রীত হ'ব।

ভুলুয়া। আরে নীলুয়া ভাই! এ লোক কি বোলে রে! একে ত ভদ্দর আদ্‌মি ব'লে মালুম হচ্ছে রে! এ লোক কেমন ক'রে মোদের কাম্ করবে রে?

নীলুয়া। পরখ্ ক'রে লেনা; কাম্ চাল্‌তি যদি না পারে, তবে কেন দাম দিতে যাব?

ভুলুয়া। আরে মরদো, তুঁ মোদের কাম জানিস্? হামরা শ্মশান-ঘাটে পাহারা দি; আঁধার রাতে বাজের কড়্‌কড়ানি শুনে

হামরা নাচ্‌তে থাকি ; শেয়াল কুকুরে মুদ্দো ছিঁড়িয়ে ছিঁড়িয়ে খায়, হামরা মজা দেখি ; দানা-দত্যি এসে ধেই ধেই ক'রে নাচে, খিল্‌ খিল্‌ ক'রে হাসে, মোদের বড় ফুর্‌ত্তি বাড়ে ; তুঁ এ সব দেখি ডার্‌ খাবিনি ত ? পরাণে যদি ডার্‌ থাকে, তবে এ সব কাম্‌ তুঁ চালাতে নার্‌বি। এ কাম বড় শক্ত কাম আছে।

হরিশ্চন্দ্র। যা' ব'লে দেবে, সব পার্‌ব ; আমার কোন ভয় হ'বে না।

ভুলুয়া। আরো বলি শুন্‌, তুহার ও সব নিজের বুলি ছাড়্‌—তুহারে মোদের বুলি শিখ্‌তে হোবে, মোদের মোতন খাওয়া-পোর্‌না কর্‌তি হোবে ; মাথার উপর দিয়ে জল ঝড় বাদল ব'য়ে যাবে, সে সব সইতে হোবে ; ভুখা লাগেতো মুদ্দোর চুল্লিতে হাঁড়ী চড়িয়ে দিবে, এ সব যদি পার্‌বি, তবে বল্‌, তোকে কিনিয়ে লোয়ে যাই।

হরিশ্চন্দ্র। একদিনে হবে না—কর্‌তে কর্‌তে শিখে নেব।

ভুলুয়া। শিগ্‌গির শিগ্‌গির সব শিখে নিবি, না পারিস্‌ ত এই দাণ্ডার ঘায় মাথা ভাঙ্গিয়ে দিব।

নীলুয়া। তুঁ আগাড়ি হামার এই একটা ডাণ্ডার ঘা খাইয়ে লেত, তবে হামি বুঝ্‌বে, তুঁ কেমন জোয়ান্‌ আছিস্‌। [ডাণ্ডার দ্বারা হরিশ্চন্দ্রের পৃষ্ঠে আঘাত] হাঁ, জোয়ান্‌ আছিস্‌ বটে, এই রকম ডাণ্ডার ঘা হরদম্‌ পিঠ্‌ পেতে লিতে হোবে, তবে তুঁ ঠিক্‌ নোকর হবি।

বিশ্বামিত্র। সময় উত্তীর্ণ হয় যে। ঐ দেখ হরিশ্চন্দ্র, তোমার বংশ-নিদান সূর্য্যদেব তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হ'য়ে আরক্তলোচনে অস্তাচলে গমন কর্‌ছেন।

হরিশ্চন্দ্র। [স্বগত] যেয়ো না, দিনদেব ! আর একটু অপেক্ষা কর, তুমি গেলে আর আমি প্রতিজ্ঞা পালন কর্‌তে পার্‌ব না। তুমি

গেলে তোমার নির্ম্মল কুলে এই কুলাঙ্গার হ'তে কলঙ্কের কালিমারেখা-পাত হবে ; তুমি গেলে আজ এই মহাপাপী হরিশ্চন্দ্র হ'তে সূর্য্যবংশের চির যশোরশ্মি চিরকালের জন্য নির্ব্বাপিত হবে ; তাই বল্‌ছি, দিনদেব ! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর—একবার দাঁড়াও।

বিভাণ্ডক। [স্বগত] একেবারে থ' বানিয়ে দিলে যে, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার ! কোথায় রাজ-সিংহাসন, আর কোথায় শ্মশানের অঙ্গার-ময় বীভৎস্য পিশাচ-প্রাঙ্গণ ! কোথায় সে ষোড়শোপচারে রাজভোগ, আর এ কোথায় সদ্যঃ শবদাহী চিতাগ্নিপক্ক হুক্কারজনক কদন্ন ভোজন ! কোথায়-সুবর্ণ-রাজদণ্ড চালনা, আর এ কোথায় দগ্ধাবশিষ্ট কাষ্ঠদ্বারা শৃগাল তাড়না ! কিছুতেই আপত্তি নাই, একবার নাসিকাটী পর্য্যন্ত কুঞ্চিত হ'ল না, একি ভয়ানক সংযম, বাবা ! না বাবা ! উপবাস ক'রে সাতদিন কাটাতে পারি, কিন্তু এরূপ ঘৃণিত খাদ্য—রাম ! রাম ! থু—থু—মনে হ'লেই যে হুক্কার আসে ! চণ্ডাল ছুটো সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আছে, তাই যেন গা ঘিন্‌ঘিন্ কর্‌ছে—গঙ্গাস্নান না কর্‌লে যেন আর শান্তি হ'চ্ছে না। এই যদি সংযম হয়, তবে চাইনে—সে সংযম, বরং যমরাজ্ অনুগ্রহ করুন—সে বরং উত্তম ! তবু বাবা, অমন সংযমে কাজ নাই।

হরিশ্চন্দ্র। দাও, চণ্ডাল-রাজ ! আমার বিনিময়ে অর্থ দাও, আমি ঋণ পরিশোধ করি।

ভুলুয়া। তুঁ ক' কাহন কড়ি লিবি বল্, হামি দিচ্ছি।

হরিশ্চন্দ্র। পঞ্চশত সুবর্ণ মূল্য দাও, তা' হ'লেই যথেষ্ট।

ভুলুয়া। নেহি—নেহি—কিছু কম্‌তি কোরিয়ে লে। তুঁ বেটাতো এখনো ভালো কাম চালাতে নার্‌বি।

নীলুয়া। হাঁ—হাঁ, খুব কম্‌তি কোরিয়ে লে।

হরিশ্চন্দ্র। যে দাম বলেছি, তা'র কম হ'লে যে, আমার ঋণ পরিশোধ হবে না।

ভুলুয়া। ওঁ বেটা হামার সাথে চ'ল্; কে এমন্ মোর্দো আছে বে, যে ভুলুয়া সর্দারের নোকরকা পাছ দেনার জুলুম কর্‌বে? হাঁ, এ যেমন তেমন নয়—ইহার নাম ভুলুয়া সর্দার—ভুলুয়ার নাম শুন্‌লে সবার পরাণ উড়িয়ে যায়।

বিশ্বামিত্র। দেখ হরিশ্চন্দ্র, তোমাকে অনেক ক্ষমা করেছি, তোমার শৈথিল্য অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু আর পার্‌লেম না, ধৈর্য্য-শক্তি সীমা অতিক্রম ক'রে উঠেছে। ঐ দেখ অন্ধ। সূর্য্যদেব অর্দ্ধ-অস্তগত, গোধূলির আরক্তচ্ছটা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, এখনি প্রতিশ্রুতি পালন কর।

হরিশ্চন্দ্র। ঐ গেল, ঐ বুঝি দিনদেব অস্তাচলে ডুবে গেল। হায়, হায়। হ'ল না,—হ'ল না, ঋণ পরিশোধ বুঝি আমার হ'ল না। সত্যভঙ্গ হ'ল, আর উপায় নাই। বজ্র, একবার তড়িদ্বেগে হরিশ্চন্দ্রের মস্তকে পতিত হ'। ঐ বিশ্বামিত্রের রোষ-কটাক্ষে ব্রহ্মাণ্ড ভস্মসাৎ হ'ল, এখন কি করি? চণ্ডাল! চণ্ডাল। [চণ্ডালের পদ সমীপে যুক্তকরে বসিয়া] রক্ষা কর—রক্ষা কর—এ বিষম ঋণদায়ে আমাকে উদ্ধার কর। আমি তোমার ক্রীত-দাস হ'য়ে থাকব, তোমার আদেশ বিন্দুমাত্র লঙ্ঘন কর্‌ব না। শ্মশান ত দূরের কথা, যদি বল বিষ্ঠাকুণ্ডে নিমগ্ন হ'তে হবে তাই হ'ব। গলিত শবমাংস ভক্ষণ কর্‌তে বল—তাই কর্‌ব। দিবারাত্র ঐ দাণ্ডার আঘাত পিঠ পেতে নেব, কিছুতে দৃক্‌পাত কর্‌ব না। তুমি একবার আমাকে ক্রয় কর—সময় যায়। ঐ যে—ঐ যে সূর্য্যদেবের কিয়দংশমাত্র দৃষ্টিগোচর হচ্ছে! দাও—দাও—অর্থ দাও—অর্থ দাও—আমাকে ক্রয় কর—ক্রয় কর!

ভুলুয়া। [জনান্তিকে] নীলুয়া রে, কড়ি গুণিয়ে দে—এ লোক্ আচ্ছা মবোদ আছে, আচ্ছা কাম চোলবে।

নীলুয়া। এই তবে আর একটা ডাণ্ডার ঘা সইয়ে নিয়ে তবে কড়ি গুণিয়ে দেবো। [প্রহার]

হরিশ্চন্দ্র। একটা কেন, সহস্র প্রহার কর, কিন্তু—কিন্তু—চণ্ডাল! আমাকে ক্রয় কর—ক্রয় কর। ওই—ওই—দিনকর অন্তর্হিত হ'ল।

বিশ্বামিত্র। [স্বগত] মস্তিষ্ক বিকৃত হ'ল নাকি!

নীলুয়া। এই নে তবে মবোদ, তুঁহার জান খুব শক্ত বটে—[অর্থ দান]

হরিশ্চন্দ্র। [অর্থ লইয়া] এই নিন্, প্রভো, সূর্য্যের শেষরশ্মি থাক্‌তে থাক্‌তে সুবর্ণ গ্রহণ করুন। [বিশ্বামিত্রকে অর্থ প্রদান]

বিশ্বামিত্র। বহুকষ্টে আদায় হ'ল।

হরিশ্চন্দ্র। বলুন প্রভো, একবার বলুন, আমি এখন ঋণমুক্ত?

বিশ্বামিত্র। হাঁ, ঋণমুক্ত হ'লে বইকি।

হরিশ্চন্দ্র। [আনন্দের সহিত] ওঃ—কি আনন্দ! কি আনন্দ! হরিশ্চন্দ্র আজ ঋণমুক্ত—ভাষায় এমন শব্দ নাই—শব্দের এমন অর্থ নাই—অর্থের এমন ভাব নাই, ভাবের এমন উচ্ছ্বাস নাই, যদ্দারা হরিশ্চন্দ্র আজ তার প্রাণের আনন্দ প্রকাশ কর্‌তে পারে। শৈব্যা! শৈব্যা! অদৃষ্টে নাই, এমন স্বর্গীয় অপার আনন্দ উপভোগ কর্‌তে পার্‌লে না! আজ দু' হাত তুলে, প্রেমানন্দে নৃত্য কর্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছে; কি আনন্দ! কি আনন্দ! আজ আমি ঋণমুক্ত—আজ আমি সত্যরক্ষা কর্‌তে পেরেছি—চণ্ডাল! চণ্ডাল! তুমি নিশ্চয়ই কোন দেবতা—তুমিই আজ আমাকে উদ্ধার কর্‌লে। চল—চল—চণ্ডাল! আমাকে নিয়ে কোথায় কি কাজ করাবে, চল।

ভুলুয়া। এবে নীলুয়া! পাগলা নাকি এটা রে? চল্ চল্, দুজনে এটাকে শক্ত ক'রে বাঁধিয়ে নিয়ে যাই; দেখিস্, যেন ছুটিয়ে পালায় না।

[চণ্ডালদ্বয় হরিশ্চন্দ্রকে বন্ধন করিয়া অগ্রসর।]

হরিশ্চন্দ্র। [যাইতে যাইতে] রাজর্ষি! পদরজঃ গ্রহণ করতে পারলেম না, তাই নতশিরে প্রণাম করি। আর অধিক আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি না—কেবল এই প্রার্থনা, যেন বিক্রীত দাস-জীবনের কর্ত্তব্যপালন ক'রে শেষব্রত উদ্‌যাপন করতে পারি। জগদ্বাসী! যদি কেহ কখন কা'রও ঋণ পরিশোধ ক'রে থাক, তা' হ'লে আজ আমার আনন্দের মাত্রা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে; কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর, কেহ যেন কখনও প্রাণান্তেও ঋণ-পাপে লিপ্ত হ'য়ো না। হরিবোল! হরিবোল!

[চণ্ডালদ্বয়ের সহিত প্রস্থান।

[বিশ্বামিত্রের স্তম্ভিতভাবে অবস্থিতি]

ঘণ্টারাম। [বিভাণ্ডকের প্রতি, তোৎলা স্বরে] এ-এ-এ-এই ত শে-শে-শেষ—না আ-আ-আরো কি-কি-কি-কিছু আছে?

বিভাণ্ডক। কে জানে, কখন কি খেয়াল ধরেন? দেখছ না, কেমন এক স্তব্ধভাব ধরেছেন। ঝড় উঠ্‌বার আগে প্রকৃতি যেমন গম্ভীর ভাব ধারণ করে, এও বোধ হচ্ছে, তেমনি ভাব। কে জানে, আবার কোন্ ঝড় উঠে বসে!

বিশ্বামিত্র। অ্যাঁ! একি দৃশ্য দেখিনু নয়নে?
আশ্চর্য্য এ দৃশ্য দেখি' হয়েছি স্তম্ভিত।
রুদ্ধগতি শোণিত-প্রবাহ!
প্রতিরুদ্ধ ধমনীর ক্রিয়া!

আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য !
অচিন্তিত হেন ভাব
কল্পনায় না পারি আনিতে ;
কি ভীষণ পরীক্ষা-বারিধি,
অবহেলে উত্তরিলা হরিশ্চন্দ্র রাজা।
পরীক্ষা-প্রদান ছলে,
কোন্ শিক্ষা দিয়ে গেল মোরে ?
অস্পৃশ্য চণ্ডাল-করে
হৃষ্টচিত্তে করি' দেহ দান,
কিবা শিক্ষা দিয়া গেল মোরে ?
সত্য রক্ষিবারে
নারী পুত্রে করিয়া বিক্রয়,
পুণ্যভূমি বারাণসীধামে
কিবা শিক্ষা দিয়া গেল মোরে ?
বিশ্বামিত্র ! এতদিনে গর্ব্ব খর্ব্ব তব,
তপোবল এতদিনে হইল দুর্ব্বল।
প্রকৃত হৃদয়-বলে বলীয়ান্ যেবা,
তার কাছে তুচ্ছ হয় শত তপোবল।
বিশ্বামিত্র !
বৃথা সে ব্রহ্মর্ষিপদে আকিঞ্চন তব ;
দর্প, দম্ভ, ক্রোধ রিপু
এখনও পূর্ণভাবে যাহার হৃদয়ে,
সে হৃদয়ে ব্রহ্মভাব অতি অসম্ভব।
বৃথা এ রাজর্ষি নাম ক'রেছি ধারণ ;

প্রকৃত রাজর্ষি যেবা,
যায় ওই চণ্ডালের সাথে ;
বিশ্বামিত্র নহে কভু রাজর্ষি জগতে।
বিশ্বামিত্র ক্ষত্র ছিল --এখনও আছে।

[পদচারণ।]

বিভাণ্ডক। প্রভু, প্রভু, একি ভাব তব ?

বিশ্বামিত্র। কেবা প্রভু ? আমি প্রভু নই,
প্রভু ওই হরিশ্চন্দ্র চণ্ডালের ঘরে।
বিভাণ্ডক, বিভাণ্ডক,
যাও চলি' ত্যজি মোরে সবে।
ভণ্ডমাত্র বিশ্বামিত্র,
কর সবে অন্যত্র গমন।

বিভাণ্ডক। কিবা অপরাধ, প্রভু, করেছি চরণে ?

বিশ্বামিত্র। অপরাধ ? অপরাধ কর নাই কেহ—
করিয়াছে বিশ্বামিত্র ঘোর অপরাধ।
ক্রোধবশে চণ্ডালের ন্যায়
হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হ'য়ে,
কি ভীষণ কার্য্য আমি করেছি জগতে।
অহো, স্মরিলেও হৃৎকম্প হয়।
হায়! হায়! কি নিষ্ঠুর আমি,
বিনাদোষে রাজ্যভ্রষ্ট করি'
হরিশ্চন্দ্রে করিলাম চণ্ডালে বিক্রয়।
সাধ্বী সতী শৈব্যারাণী,
পুত্র সহ ক্রীতদাসী আমার কারণে।

অযোধ্যার স্বর্গরাজ্য,
আমি তারে করেছি শ্মশান!
ওঃ বিভাণ্ডক! অপরাধ! অপরাধ!
কি বিষম অপরাধ!
হেন অপরাধে নাই কভু
ক্ষমার সম্ভব।
বিভাণ্ডক! অকস্মাৎ কেবা যেন
থাকি' অন্তরালে
অন্ধনেত্র ফুটায়েছে মোর।
সহসা কে যেন আজি
স্বহস্তে তুলিয়া দিল মোহ-যবনিকা!
অনুতাপ! অনুতাপ! অনুতাপ!
শতকোটী বৃশ্চিক-দংশনে
জর্জ্জরিত বিশ্বামিত্র আজি;
জ্বলন্ত অনল সম প্রতপ্ত পবন,
প্রলয়ের চিতা-বহ্নি গর্জ্জিছে হৃদয়ে।
কে আছ কোথায়? কর শান্তি দান,
করযোড়ে বিশ্বামিত্র শান্তি ভিক্ষা চায়!
শান্তি দাও—শান্তি দাও,—কোথা শান্তি পাই?

[বেগে প্রস্থান।

বিভাণ্ডক। বেগে চল, ঘণ্টারাম! প্রভু কোথায় গেলেন, দেখিগে।

[উভয়ের নিষ্ক্রান্ত।

সপ্তম দৃশ্য।

কাশী—পথ

অন্নপাত্র ও দর্ব্বী হস্তে গীতকণ্ঠে বালিকাবেশে অন্নপূর্ণার প্রবেশ।

অন্নপূর্ণা।— গান।

আমি পাষাণ বাপের মেয়ে, আমার মা-ও যে পাষাণী।
বুড়ো বরে করলে আমায় কাশীবাসিনী॥
সকল ভুলে ভোলা সে মোর, ভূত নিয়ে ফেরে;
লজ্জা মানের পানে, কভু চায় না সে ফিরে;
আমার সে উদাসী, তাই গো আমি হই উদাসিনী॥
আমায় দেখ্‌তে ছোট, তবু শত ছেলের মা,
দুষ্টু ছেলেগুলো আমার কথা শোনে না।
(তবু) খিদে পেলে, ডাক্‌লে ছেলে আমি হই পাগলিনী॥

ছদ্মবালক মাণিকের বেশে গীতকণ্ঠে গোপালের প্রবেশ।

গোপাল।— গান।

যেমন মা, তার তেমনি ছেলে, তাইতে করে দুষ্টামী।
ওই দুষ্ট মেয়ে বিয়ে ক'রে গো, বাবার বেড়েছে নষ্টামী।
ভাতের থালা হাতে ক'রে, রাস্তায় রাস্তায় বেড়ায় ঘুরে,
যায় না ফিরে আপন ঘরে, মিছে কেন এ ধাষ্টামী॥
পাষাণ বাপের বেটী বটে, পাষাণী নাম তাইতে রটে,
(তাই) পাষাণ ছেলের জন্ম ঘটে, কৃষ্ণাতিথির অষ্টমী।

অন্নপূর্ণা। দুষ্টু ছেলেই বটে, নইলে কি মায়ের এত নিন্দে করে ?

গোপাল। মায়ের দোষেই ছেলে দুষ্ট, তা'ত বল্‌লেমই।

অন্নপূর্ণা। তা'তে বুঝি বাপের কোন দোষ নাই ?

গোপাল। বাপ বেচারী মায়ের ভয়েই আড়ষ্ট, অষ্টপ্রহরই পায়ের তলায় চেপে রেখে দিয়েছ।

অন্নপূর্ণা। ছেলে ত বড় কম ছেলে নয়! বলে কি!

গোপাল। কেমন মায়ের ছেলে, কম হবার যো আছে কি ?

অন্নপূর্ণা। এ ছেলের সঙ্গে যে পেরে উঠা দায়!

গোপাল। সত্যিকথা, এমনি বালাই।

অন্নপূর্ণা। মায়ের দুধের ধার এমনি ক'রেই এখন ছেলেরা শোধ ক'রে।

গোপাল। এ মায়ের সে বালাই নাই; পেটেও ধর্‌তে হয় না—দুধও দিতে হয় না, অথচ ষোলআনা মা।

অন্নপূর্ণা। সে আবার কেমন ?

গোপাল। ঐ এক রকম! খেতেও দিতে হয় না, প'র্‌তেও দিতে হয় না, তবুও ষোল আনা কেন—একেবারে সাড়ে ষোল আনা মা।

অন্নপূর্ণা। মাতৃনিন্দা মহাপাপ, তুমি ছেলে হ'য়ে জান না ?

গোপাল। আর ছেলেকে কষ্ট দিয়ে কি হয়, মায়ের তা' জানা আছে ত ?

অন্নপূর্ণা। মা কি কখন ছেলেকে মিছামিছি কষ্ট দিতে পারে ?

গোপাল। আর ছেলেকে বুঝি তা' পার্‌তেই হবে, কারণ মায়েরই ছেলে, আর ছেলের বুঝি মা কেউ নয় ?

অন্নপূর্ণা। তোমায় ছেলে পেরে উঠা দায়! আচ্ছা, আমি এইবার চুপ্ কর্‌লুম।

গোপাল। আমি একলাটী আর কা'র সঙ্গে তবে কথা ক'ব? আমাকেও চুপ করতে হ'ল।

অন্নপূর্ণা। যাই—দেখি, আমার পাগল ছেলেটা কোথায় গেল; খুঁজে দুটী খাওয়াইগে, আমি না খাওয়ালে সে ত খায় না।

গোপাল। সে ছেলে তবে কেমন ছেলে যে, মায়ের হাতে খায়?

অন্নপূর্ণা। সে ছেলে তবে কেমন ছেলে যে, মায়ের হাতে খায় না?

গোপাল। আবার বাধ্‌ল যে!

অন্নপূর্ণা। না, না, আর বাঁধিয়ে কাজ নাই, মা, মা-ই থাকে, ছেলে যে ছেলে থাকে না, তাই দুঃখ। আমি যাই, ছেলের খোঁজ করিগে।

[প্রস্থান।

গোপাল। আমিও যাই, যার জন্য এখানে আসা, তার খোঁজ করিগে।

[নিষ্ক্রান্ত।

উদ্যত যষ্টিহস্তে বেগে বীরেন্দ্রসিংহের প্রবেশ।

বীরেন্দ্র। [উত্তেজিতভাবে] কৈ রাজা! কোথা রাজা! ব'লে দাও, কোন্ পথে গেল—কোন্‌দিকে গেল? আমি আর একবার দেখ্‌তে যাব; দেখি, কোন্ চণ্ডাল তাঁ'কে দাস-রূপে ক্রয় ক'রেছে; দেখে আস্‌ব—পৃথিবীশ্বর আজ কেমন ক'রে চণ্ডালের দাসত্ব করছেন! সত্যই কি পৃথিবীশ্বর আজ শ্মশান-রক্ষক? সত্যই কি অযোধ্যানাথকে আজ

শ্মশানের চিতাকাষ্ঠ বহন কর্‌তে হচ্ছে? ওহো হো! এ তবে কা'র চক্র? বিশ্বামিত্রের? হাঁ, হাঁ, বিশ্বামিত্রের। না, না, সে বিশ্বামিত্র নয়—সে চণ্ডাল; না—না—বিশ্বামিত্র নয়—সে একটি উত্তপ্ত মরুভূমির বিষাক্ত বায়ু-শ্বাস; তা' নইলে কি ধর্ম্মরাজকে চণ্ডালের কাছে বিক্রয় কর্‌তে পারে! তা' নইলে কি স্বর্গের পারিজাতকে নরককুণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ কর্‌তে পারে! হায়—হায়—হায়—কোথায় যাব? কি করব? আকাশ, ভেঙ্গে পড়্! পৃথিবি, রসাতলে যা! হিমাচল, ধূলিসাৎ হ'! হরিশ্চন্দ্র আজ চণ্ডালের দাস! চণ্ডালের দাস! ধর্ম্ম, দূর হ'! কর্ম্ম, নষ্ট হ'! দান, ধ্বংস হ'! হরিশ্চন্দ্র আজ চণ্ডালের দাস—চণ্ডালের দাস! হো-হো-হো [হাস্য] আমার হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বর—প্রত্যক্ষ দেবতা, আজ চণ্ডালের দাস—চণ্ডালের দাস! বিশ্বনাথ! তোমার কাশীধামে আজ মহারাজ হরিশ্চন্দ্র চণ্ডালের দাস! কাশীর কি মহিমা! বাবা বিশ্বনাথের কি নামের মাহাত্ম্য! সব গেছে—সব গেছে—কিছু নাই—কিছু নাই! ধর্ম্ম নাই—কর্ম্ম নাই! সত্য নাই—দয়া নাই—দান নাই—ধ্যান নাই—কাশী নাই—বিশ্বেশ্বর নাই—পাপীর শাসক কাল-ভৈরব নাই! আছে—আছে—কেবল একমাত্র পাপের ভীষণ মূর্ত্তি—মূর্ত্তিমান্ ক্রোধরূপী বিশ্বামিত্র আছে! আছে কেবল একমাত্র বিশ্ববিদাহী একটি ভীষণ অনল-পিণ্ড! কোথায় সে ভণ্ড যোগী! একবার তার তপোবল পরীক্ষা কর্‌ব—তরবারি ত্যাগ করেছি, কিন্তু এই যষ্টি এখনও হাতে আছে, দেখি কে আজ বিশ্বামিত্রকে রক্ষা করে, মার্—মার্—মার্—

[বেগে প্রস্থান।

বালিকাবেশে অন্নপূর্ণার প্রবেশ।

অন্নপূর্ণা। আড়াল থেকে দেখেছি, পাগল ছেলে আমার আজ বড্ড ক্ষেপে উঠেছে, তার রাজাকে কে চণ্ডালের কাছে বিক্রী করেছে, তাই বড্ড ক্ষেপে উঠেছে; যাই আমিও পিছনে পিছনে যাই; না খাইয়ে ছাড়্ছিনে, আমি যে মা—মা কি ছেলেকে না খাইয়ে থাক্‌তে পারে—যাই—যাই—

[বেগে প্রস্থান।

বেগে ছদ্ম বালকবেশী গোপালের প্রবেশ।

গোপাল। পাগলকে আজ বড্ড ক্ষেপিয়ে তুলেছি, হরিশ্চন্দ্র রাজার বিক্রীর কথা আমিই তাকে ব'লে দিয়েছি। দেখি পাগল কি করে? চণ্ডালপাড়া মুখো ছুটেছে—আমিও পিছু পিছু যাই।

[বেগে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

অপর পথ।

উদ্যত যষ্টিহস্তে বীরেন্দ্র সিংহের প্রবেশ।

বীরেন্দ্র। না, পারলেম না, দেখা পেলেম না। কত খুঁজলেম, তবু তাঁর দেখা পেলেম না—কে লুকিয়ে রাখলি রে। আমার রাজাকে তোরা কে লুকিয়ে রাখলি রে। একটিবার তাঁরে দেখব, একবারটী তাঁকে জন্মের শোধ দেখে নিয়ে ওই জাহ্নবীর জলে ঝাঁপ দিব—দে—দে, তোরা একবার তাঁকে দেখতে দে, আমি তাঁর বিনিময়ে জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সব দেবো, একটিবার আমাকে দেখতে দে। আর কিছু চাই না, আমি কাশী চাই না—বিশ্বেশ্বর চাই না, বৈকুণ্ঠ চাই না, চাই কেবল এক তাঁকে। ওই—ওই আবার সেই চণ্ডালেরা আমার রাজাকে ঘিরে ফেলেছে—সাবধান—চণ্ডাল, সাবধান বিশ্বামিত্র। এখনও সেনাপতি বীরেন্দ্র সিংহ বেঁচে আছে, দাঁড়া—দাঁড়া—এই যষ্টি, হা—বা-বা-বা-বা—

[বেগে প্রস্থান।

বেগে বালিকাবেশে অন্নপূর্ণার প্রবেশ।

অন্নপূর্ণা। ক্ষেপা ছেলে ছুটে চ'লেছে, ধরতে পারছিনে। আহা, পেটে অন্ন নাই! যাই—যাই—আমি যে মা, ছেলেকে খাওয়াই গিয়ে—

[প্রস্থান।

বেগে বালক বেশে গোপালের প্রবেশ।

পাগল। ক্ষেপা এমন ছুটতে পারে, এই ধরি ধরি—আবার কোথায় অ-দেখা হ'য়ে যায়, এইবার খুব জোরে ছুটব।

[বেগে প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

কাশী—অপর পথ।

বীরেন্দ্র সিংহের প্রবেশ।

বীরেন্দ্র। [নিঃশব্দে ধীরে ধীরে প্রবেশ পথ হইতে] চুপ্—চুপ্—কেউ কথা কয়ো না, নিঃশ্বাসটা পর্য্যন্ত জোরে ফেলো না, ধীরে—খুব ধীরে, কত কাল পরে রাজা আমার আজ ঘুমিয়েছে। কেউ কোন শব্দ করো না—ঘুম ভেঙ্গে যাবে, শ্মশানে চণ্ডালের সাথে রাত্ জেগে জেগে, রাজভোগ না খেতে পেয়ে দেখ রাজা আমার কত রোগা হ'য়ে গেছে। তাই বল্‌ছি, ধীরে—খুব ধীরে, ঘুমাও, রাজা, ঘুমাও কতকাল পরে আজ প্রাণভরে বিভোর হ'য়ে ঘুমাও—ভয় কি? বীরেন্দ্র সিংহ তোমায় পাহারা দিচ্ছে, বিশ্বামিত্রের উত্তপ্ত শোণিত আজ প্রাণ ভ'রে পান করেছি—চণ্ডালবংশ সমূলে ধ্বংস করেছি। আর বিশ্বামিত্রের ভয় নাই, ঘুমাও, প্রাণ ভ'রে ঘুমাও, ঐ যে অযোধ্যাবাসী প্রজাগণ আজ মহানন্দে রাজদর্শন কর্‌তে আসছে অযোধ্যা নগরী কত দিন পরে আজ আবার জেগে উঠেছে, অযোধ্যায় পূর্ণশশী আজ উদিত হয়েছে কি না, তাই এত আনন্দ। অযোধ্যার শূন্য-সিংহাসন কতকাল পরে আজ আবার পূর্ণ হয়েছে। চারিদিকে জয়ধ্বনি আনন্দের হুলাহুলী, শান্তির প্রবাহিণী—তৃপ্তির নির্ঝরিণী—শান্তিময় প্রভাতের নব-সূর্য্য কিরণে প্রকৃতি আজ বিশ্ব-বিমোহিনী। সুপ্রভাত! সুপ্রভাত। কি সুন্দর দৃশ্য। কি সুষমার সুধাময়ী মাধুরী! হরি। হরি। হরি! প্রাণ ভ'রে গেল রে—হৃদয়

আনন্দে বিভোর হ'য়ে উঠ্‌ল রে! [বিচলিতভাবে] অ্যাঁ। এ কি, সহসা বিদ্যুৎ চম্‌কাল কেন? কড়্ কড়্ নাদে সদ্যঃসম্ভূত মেঘমধ্যে ঘোররবে সহসা এমন বজ্রনাদ হ'ল কেন? মুহূর্ত্তমধ্যে সুন্দর অমরাপুরীর সজ্জিত দীপমালা নির্ব্বাপিত ক'রে একটা পৈশাচিক তীব্র দৃশ্য দৃষ্ট হচ্চে কেন? অদূরে নীলসিন্ধুর ফেনিল তরঙ্গপুঞ্জ উর্দ্ধমুখে গর্জ্জন কর্‌তে কর্‌তে ওই দেখ, এইদিকে আস্‌ছে, এইবার সাধের পৃথিবী প্রলয়-সিন্ধুর অতল জলে ডুবে গেল। না—না—না, আবার ওই মাথা তুল্‌লে, আবার ওই পূর্ব্বে-গগনে ঊষার স্নিগ্ধ-কিরণ উদ্ভাসিত হ'ল! ওই আবার নূতন সৃষ্টি হ'তে বস্‌ল—একে একে সব সৃষ্টি হ'ল। দেবতা, কিন্নর, নর পশু, পক্ষী সব সৃষ্টি হ'চ্ছে—আবার আনন্দের ফুল ফুটে উঠ্‌ল, আবার শান্তির সৌরভ সঞ্চারিত হ'ল, বেশ হ'ল—বেশ হ'ল। ওই—ওই আবার সেই তীব্র-তড়িৎ—আবার সেই মহাপ্রলয়ের ঘনঘটা। আবার সেই কাল-সিন্ধুর ভৈরব গর্জ্জন! ব্যস্, এক ঢেউয়ে সব পরিষ্কার। অনন্ত অপার অসীম মহাসাগর নৃত্য কর্‌ছে; আবার বটপত্র ভাস্‌ল—আবার ওই অনন্তশায়ী বিরাট পুরুষ হ'তে সৃষ্টিতত্ত্ব আরম্ভ হ'ল! দেখ্‌তে দেখ্‌তে আবার শোভার ভাণ্ডার মাথায় ক'রে পৃথিবীটে ভেসে উঠ্‌ল—আবার ভাস্‌ল। ডুবল—ভাস্‌ল। ভাস্‌ল—ডুব্‌ল। বেশ—বেশ- মজা মন্দ নয়। কেবল এক ডোবা ভাসা—ভাঙ্গা গড়া, বেশ খেলা চমৎকার খেলা! খেল—খেল—কে খেল্‌ছ? আবার খেল, সারাদিন খেল— সারারাত্রি খেল—আমি ব'সে ব'সে দেখি।

বালিকাবেশে অন্নপূর্ণার প্রবেশ।

অন্নপূর্ণা। তা' বই কি, ব'সে ব'সে খেলা দেখ, আর খেয়ে-নেয়ে কাজ নেই।

বীরেন্দ্র। চুপ্, চুপ্, আস্তে আস্তে, খেলা ভেঙ্গে যাবে যে।

অন্নপূর্ণা। দুষ্ট ছেলে! আজ যে মুখে জলবিন্দুও যায় নি, তা' মনে আছে কি?

বীরেন্দ্র। আছে—আছে—সব মনে আছে; মনে আছে ব'লেই ত ব'সে ব'সে খেলা দেখ্‌ছি।

অন্নপূর্ণা। ছেলে একেবারে ভাবে বিভোর, আমার কথা কিছুই শুন্‌ছে না।

বীরেন্দ্র। [অন্যমনে] শুন্‌ছিনে—শুন্‌ছিনে—খেলা দেখ্‌ছি, সারা রাত জেগে খেলা দেখ্‌ছি—বড় চমৎকার খেলা! ওই ডোবে—ওই ভাসে—ওই ডোবে, ডোবে ভাসে, আর ভাসে ডোবে, আহা হা! কি মজার খেলা রে।

অন্নপূর্ণা। মাথা একেবারে বিগ্‌ড়ে গেছে—এখন কিছু না খাওয়ালে ঠিক্ হচ্ছে না। বলি, ও ছেলে।

বীরেন্দ্র। তা' বল, 'ছেলে' বল—'বাবা' বল—যা খুসী তাই বল; কিন্তু খেলা ভাঙ্গ্‌তে এসো না! খেল্‌ছে—খেলুক, তোমার তাতে ক্ষতি কি?

অন্নপূর্ণা। তুমি দুটি খাও, আমি চ'লে যাচ্ছি।

বীরেন্দ্র। খেল-না—তুমি ব'সে ব'সে খেল, ভাঙ্গাকে গড়, গড়াকে ভাঙ্গ; রাজা গড়—রাণী গড়—রাজপুত্তুর গড়—নাও তাদের রাজ্য কেড়ে নাও, তাদের ভিখারী সাজিয়ে ফেল, তাদের চণ্ডালের ঘরে বিক্রী ক'রে ফেল, তার পর? তার পর? খেলা শেষ!

অন্নপূর্ণা। শেষ হয়েছে?

বীরেন্দ্র। হাঁ, আর থাকে কি? বিক্রী পর্য্যন্ত হ'য়ে গেল যে, আর বাকী আছে কি?

অন্নপূর্ণা। তবে ছুটী খাও।

বীরেন্দ্র। বিক্রী যখন হ'য়ে গেল, তখন আর খেতে বাধা কি ?

অন্নপূর্ণা। এখনও আমাকে ভাল ক'রে চিনতে পার নি, 'রাজা' 'রাজা' ক'রেই পাগল। এমন রাজভক্ত পাগল ছেলে আর আমার একটিও নাই।

বীরেন্দ্র। [অন্যমনে] ভাঙো—গড়, গড়—ভাঙো, তার পরেই চণ্ডালের কাছে বিক্রী কর ; তা' হ'লেই খেলা শেষ—বেশ। বেশ !

অন্নপূর্ণা। খেলার কি আবার শেষ হয় রে বোকা ছেলে ?

বীরেন্দ্র। আরে বিক্রী হ'য়ে গেল যে, বিক্রীর পর আর খেলা চলে না ; আর তুমি যদি বল, যে তাও হয়—তবে চলুক্—খেলা চলুক্—চলুক্—চলুক্—

অন্নপূর্ণা। কে খেলাচ্ছে, ছেলে ?

বীরেন্দ্র। কে খেলাচ্ছে ? তুই নাকি, বালিকা ? তা' বেশ। বেশ। লক্ষীমেয়ে ! ভাল ক'রে খেলাও, ভাল ক'রে তোমার পুতুল-ঘর সাজাও, পুতুলের বিয়ে দাও, পুতুলকে রাজা কর, আবার কেড়ে নিয়ে তাকে দূর ক'রে ফে'লে দাও !

অন্নপূর্ণা। আমায় তুমি মেয়ে বলছ, দুষ্ট ছেলে ? আমি যে তোমার মা, আমায় আজ চিনতে পারছ না ?

বীরেন্দ্র। [চিনিয়া] এই যে মা, এসেছ। মা। আজ আমায় ছুটী খেতে দিস্‌নি ?

অন্নপূর্ণা। দেবো ব'লেই যে, বাবা আমার, তোমার পিছু পিছু ছুটে বেড়াচ্ছি ; তুমি খাও, যাদু।

বীরেন্দ্র। আমি তোর পুতুল, কেমন মা ? আমায় নিয়ে তুই খেলা কর্‌ছিস্ ? তা' কর্ ; কিন্তু রাজা করিস্‌নি যেন।

অন্নপূর্ণা। এখন খাও, যাদু।

বীরেন্দ্র। পুতুল কি আপনা হ'তে খেতে পারে ?

অন্নপূর্ণা। এই যে খাইয়ে দিচ্ছি। [খাওয়াইতে খাওয়াইতে স্বগত] আপনার হাতে ছেলের মুখে খাবার তুলে দিতে মায়ের প্রাণে যে কি সুখ হয়, তা' এক মা-ই জানে, সাধে কি মা হ'তে চাই।

বীরেন্দ্র। দে—এইবার তোর পুতুলের মুখ আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দে।

অন্নপূর্ণা। [তথাকরণ] ওই যে কুহুলে ছেলেটা এইদিকে আসছে, আমি পালাই।

[বেগে প্রস্থান।

বালক মাণিকের ছদ্মবেশে গোপালের প্রবেশ।

বীরেন্দ্র। মাণিকে এসেছিস্ ? আর, তোকে দেখ্‌লে মা বেটী পালিয়ে যায়।

গোপাল। আমি ওকে একেবারেই দেখ্‌তে পারিনে, ও বেটী বড় দুষ্ট মা।

বীরেন্দ্র। মাণ্‌কে, তোর মিঠে গলায় তেম্‌নি ক'রে একটা গান কর্‌না, ভাই।

গোপাল। গান শুন্‌লে তুমি যে কাঁদ, তাই আমার গাইতে ইচ্ছে হয় না।

বীরেন্দ্র। কি জানি, তোর গান শুন্‌লে কেন আমার চোখ দিয়ে আপনা-আপনি জল গড়িয়ে পড়ে, তা' হ'ক, তবুও তা'তে কত সুখ— তুই গান কর্।

গোপাল।—

গান।

লও মনোমত পথ চিনিয়া।
যাও সেই পরিচিত পথে চলিয়া॥
যেতে যেতে যদি হও পথহারা—

[সহসা থামিয়া] তুমি কাদ্‌ছ, তবে আর গাইব না—

বীরেন্দ্র। মাগ্‌কে, মাগ্‌কে, আমি পথ হারিয়েছি, আমি পথ-হারা—

গোপাল।—

গান।

[পূর্ব্বগীতের অবশিষ্টাংশ]
যেতে যেতে যদি হও পথহারা,
ভয়ে কেঁদে কভু হয়ো না সারা,
ধ'রো স্বজন পথিকে করি' ধ্রুবতারা,
(চল) আঁখিতারা সেদিক্ রাখিয়া॥
দিবা অবসানে ডোবে দিনমণি,
তিমির-বাসনা আসে নিশিথিনী,
থাকিতে দিবস রেখো পথ চিনি,
(তখন) যেয়ো না সে কথা ভুলিয়া॥

বীরেন্দ্র। মাগ্‌কে, মাগ্‌কে, আমি পথ হারিয়েছি, কোন্ পথে যাব চিন্‌তে পার্‌ছিনে; ওই দিনমণি ডুবে যাচ্ছে, আঁধার ঘনিয়ে আস্‌ছে, ধর্ আমাকে—আমার হাত ধর্। [গোপালের হস্তধারণ] চল্—চল্ আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্—[গমনোদ্যোগ]

গোপাল। চল চল পথিক, তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাই।

[বীরেন্দ্রের হাত ধরিয়া লইয়া প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অযোধ্যা—রাজ-পথ।

মিথ্যার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া বিলাসিনী নর্ত্তকীগণ সহ
মদমত্ত জলন্ধরের প্রবেশ।

জলন্ধর। [জড়িতস্বরে] স্ফূর্ত্তি—স্ফূর্ত্তি—হরদম স্ফূর্ত্তি! স্ফূরতির দমে দুনিয়া উড়িয়া যাক্। আবার নূতন ক'রে দুনিয়া গ'ড়্‌ব, ভাবনা কি? সেই দুনিয়ার ভেতর দিয়ে সুরার একটা সাগর ব'য়ে যাবে। প্রেমের একটা পাহাড় উঠে বসবে, স্ফূরতির একটা হাট বসিয়ে দেবো; তাই বলছি বিলাসিনীগণ স্ফূর্ত্তি কর—স্ফূর্ত্তি কর, স্ফূর্ত্তি চাই, কেবল স্ফূর্ত্তি চাই [মিথ্যার প্রতি] দাও, চাঁদবদনি, একপাত্র ঢেলে প্রসাদ ক'রে দাও।

মিথ্যা। [জড়িতস্বরে] লে, লে, ইয়ার এহ লে, [মদ্যপান করিয়া জলন্ধরকে প্রদান]।

জলন্ধর। ভুলে যাচ্ছ, ভুলে যাচ্ছ, সাধুভাষায় কথা কও, তুমি যে এখন রাজরাণী, 'প্রাণনাথ' বল, 'প্রাণেশ্বর' বল। [মদ্যপান] আচ্ছা, লাগাও—এইবার সুন্দরীরা—একখানা মন মজানো, প্রাণ ভেজানো বিহার-সঙ্গীত লাগাও।

নর্ত্তকীগণ।—

গান।

প্রাণ বঁধুয়া, ইয়া তুঁহু মেরি জান্।
হরদমসে পিলাতা দারু, ঠারি' আঁখিবাণ।
আশমান্‌কা দীপ জ্বলে কিয়া তারিফ্,
ফুরতিকা প্রাণ মেরা তুয়া মাফিক্,
পিও পিও—পিয়ালা ভর্,
নেশাতে হবে তর্‌তর্,
মিঠি মিঠি চিড়িয়া বোলে, হানে কোয়েলা তান॥

জলন্ধর। বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা! কেয়াবাৎ—কেয়াবাৎ! একেবারে মাৎ ক'রে ফেলেছে চাঁদেরা!

বিশ্বামিত্র ও তৎপশ্চাতে বিভাণ্ডক ও ঘণ্টারামের প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র। দূর হ'—দূর হ' পাষণ্ড পিশাচ! পাপের প্রস্রবণ খুলে দিয়েছিস্! পাপিষ্ঠ বর্ব্বর! দূর হ'—দূর হ' এখনি এখান হ'তে দূর হ'য়ে যা!

[নর্ত্তকীগণের সভয়ে প্রস্থান।

জলন্ধর। [জড়িতস্বরে] কে আছিস্ রে, এ ধেড়ে মুনিটাকে বেঁধে ফেল্—বেঁধে ফেল্!

বিশ্বামিত্র। অন্ধ! চেয়ে দেখ্—আমি কে।

জলন্ধর। তুমি, তুমি বাবা বাব্‌লা গাছের পেত্নী, না বাবা কিছু ভুল হ'য়েছে, পেত্নী নও, তুমি একটা ছুঁচোধরা আর্‌সোলা, অথবা একটা গুব্‌রে পোকা! [মিথ্যার প্রতি] কেমন প্রাণ! ঠিক্ বলেছি কি না?

বিশ্বামিত্র। কে আছ এখানে?

প্রহরিদ্বয়ের প্রবেশ।

প্রহরিদ্বয়। [সেলাম করিয়া] আজ্ঞা।

বিশ্বামিত্র। তোমরা এখনি এই মদমত্ত পাষণ্ডকে বন্ধন কর।

জলন্ধর। এই পাহারাওয়ালা?

প্রহরিদ্বয়। আজ্ঞে—আজ্ঞে—

বিশ্বামিত্র। শীঘ্র বন্ধন কর।

প্রহরিদ্বয়। এই কর্‌ছি।

জলন্ধর। এই, খবর্‌দার।

প্রহরিদ্বয়। [সভয়ে] বাপ্‌রে।

বিশ্বামিত্র। কোন ভয় নাই—বেঁধে ফেল।

জলন্ধর। এই—এই—চোপ্‌রাও।

[প্রহরিদ্বয় জলন্ধরকে বন্ধন করিতে উদ্যত হইল]

জলন্ধর। [সহসা সরিয়া গিয়া, পাপের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া] আর বাঁধ্‌তে হবে না; আমি স্বয়ং পাপ; জলন্ধর বেশে এই মিথ্যা সহচরী সঙ্গে তোমাকে প্রতারণা ক'রে অযোধ্যার রাজা হ'য়েছিলেম; বিনা দোষে রাজাকে বনবাস দিয়েছিলে, তাই বন্ধু পেয়েছিলেম। তাই তোমার পাপের সংস্পর্শ ঘটেছিল। এতদিনে যখন তোমার অনুতাপ উপস্থিত হ'য়েছে, তখন আর পাপ তোমার সংস্রবে থাক্‌তে পার্‌ছে না; তাই এ রাজ্য ছেড়ে পালাচ্ছে। এস মিথ্যা! [উদ্দেশে] ধর্ম্ম! তোমারই জয় হ'ল।

[মিথ্যাসহ প্রস্থান।

বিশ্বামিত্র। [পরিভ্রমণ করিতে করিতে] পাপ ব'লে গেল, অনুতাপ এসেছে—বিশ্বামিত্রের হৃদয়ে অনুতাপ এসেছে—অসম্ভব!

অনুতাপ এলে এতক্ষণ বিশ্বামিত্রের হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে যেত, মর্ম্মস্থল চূর্ণ হ'য়ে যেত, বিশ্বামিত্রের যেদিন অনুতাপ উপস্থিত হবে, সেদিন এই জগতের একটা মহা বিপর্য্যয় উপস্থিত হবে, সেদিন পৃথিবীর একটা খণ্ডপ্রলয় হ'য়ে যাবে। অনুতাপ—অনুতাপ—মিথ্যাকথা— মিথ্যাকথা বিভাণ্ডক।

বিভাণ্ডক। আজ্ঞে।

বিশ্বামিত্র। ঘণ্টারাম।

ঘণ্টারাম। আজ্ঞে—আজ্ঞে—

বিশ্বামিত্র। তোমরা এখনও আমাকে ত্যাগ কর নি?

বিভাণ্ডক। [ঘণ্টারামের প্রতি জনান্তিকে] ঘণ্টারাম, আবার সেই ব্যাধি উপস্থিত।

বিশ্বামিত্র। অযোধ্যার পুণ্যময় সিংহাসনে পাপের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা, অযোধ্যার শান্তি-নিকেতনে অশান্তির প্রবল শিখা জ্বালিয়ে দেওয়া, পৃথিবীশ্বরকে চণ্ডালের দাসত্ব স্বীকার করান, এ সব কা'র কীর্ত্তি? বিশ্বামিত্রের। ব্রহ্মর্ষিপদাভিমানী মহাপাপী বিশ্বামিত্রের এ কীর্ত্তি-চিহ্ন অনন্তকাল সাক্ষ্য প্রদান করবে। সর্পের হিংসা, মূর্খের ক্রোধ নিয়ে বিশ্বামিত্র জন্মগ্রহণ করেছিল, তার চির-সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে প্রতি-পালন করেছে।

বিভাণ্ডক। প্রভো।

বিশ্বামিত্র। বিদ্রূপ—বিদ্রূপ। সংসার আমাকে দেখে বিদ্রূপ করছে—চারিদিক্ হ'তে লোকে বিদ্রূপ—ঘৃণা—অবজ্ঞা বিকট হাসি হাসছে, টিট্‌কারি দিচ্ছে, করতালি প্রদান করছে, গায়ে ধূলি নিক্ষেপ করছে, কি লজ্জা।

বিভাণ্ডক। গুরুদেব।

বিশ্বামিত্র। কিসের গুরুদেব ? ছলনা শিক্ষার না কাপট্য শিক্ষার ?

বিভাণ্ডক। [জনান্তিকে ঘণ্টারামের প্রতি] ঘণ্টারাম, গতিক ভাল নয়, ভায়া।

ঘণ্টারাম। [জনান্তিকে] চটিতং নাকি ?

বিভাণ্ডক। [জনান্তিকে] আর চটিতং তটিতং নাই, এখন একেবারে মাটিতং প্রায়।

বিশ্বামিত্র। আজ বাঁশী এমন বেসুর বাজ্‌ছে কেন ? সংসারটা এমন বিশৃঙ্খল কর্কশ ব'লে বোধ হচ্ছে কেন ? সূর্য্য-কিরণ এমন কৃষ্ণ-বর্ণ ধারণ করেছে কেন ? কি যেন একটা নৈরাশ্যের হুঙ্কার চারিদিক্ হ'তে উত্থিত হ'চ্ছে, কি যেন পাপের বিভীষিকা দৃষ্টিপথে পতিত হ'য়ে বিশ্বামিত্রের নির্ভীক হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার ক'রে দিচ্ছে। কি যেন একটা অস্ফুট কোলাহল কোথা হ'তে শ্রুতিগোচর হচ্ছে! সূর্য্য মলিন, বায়ু দুর্গন্ধ, সলিল বিষাক্ত, তটিনী শোণিতময়ী—মনুষ্য কঙ্কালসার—এ সব হচ্ছে কেন ? কেন, তা' কে জানে ? এ বিশ্বসংসার আমাকে দিয়ে কি খেলা খেলাচ্ছে, তা' কে জানে, কে বল্‌তে পারে ? আমার বিরুদ্ধে কি যেন একটা জগদ্ব্যাপী বিরাট ষড়্‌যন্ত্র হচ্ছে, তা' ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে। বিশ্বামিত্র আজ বিশ্বের অমিত্র—শত্রু, তাই বিশ্ববাসী আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে। আবার এদিকে একটা বিষাক্ত তীক্ষ্ণ শলাকা আমার হৃদয়ের মধ্যে যেন আমূল বিদ্ধ হচ্ছে। অসহ্য যন্ত্রণা, সহ্য কর্‌তে পার্‌ছিনে! এ কি! চারিদিকে আগুন জ্ব'লে উঠ্‌ল কেন ? লেলিহান্ অগ্নি-জিহ্বা চারিদিকে লক্ লক্ কর্‌ছে—জ্ব'লে গেল। জ্ব'লে গেল! মাটী পর্য্যন্ত পুড়ে গেল! দাঁড়াই কোথা ? যাই কোথা—জুড়াই কোথা ? ওই—ওই—সমুদ্র আমায় দেখে শুষ্ক হ'য়ে গেল, মরুভূমি আমায় দেখে

আলিঙ্গন করতে আসছে, মলেম—মলেম—পরিত্রাহি—পরিত্রাহি; হরিশ্চন্দ্র—হরিশ্চন্দ্র, আমাকে রক্ষা কর!

[বেগে প্রস্থান।

বিভাণ্ডক। আর কাঁহাতক সঙ্গে সঙ্গে ছুটোছুটী ক'রে পারা যায়—সংযম শিক্ষা যা' হ'বার তা'ত হ'ল, এখন আপন আপন রাস্তা ধরা যাক্। ভায়া হে। চল—পথ দেখা যাক্, দেশে গিয়ে একটা স্বামীজি-টামিজি হ'য়ে বসা যাক্গে, গেরুয়ার গুণে চেলা জুটোবার ভাবনা ত হবে না। কত বেটা বেটী এসে পায়ের উপর পড়্বে। ভস্ম করা বিদ্যেটা না শিখ্তে পেলেও জটাজুটের ভেতরে ক্রোধভরে যার দিকে একবার চাইব, নিদেন তার বুক্টো একটু তিড়্বিড়িয়ে উঠ্বেই উঠ্বেই। চল ভায়া, বেরিয়ে পড়ি।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাশী—গৃহ-প্রাঙ্গন।

বিষ্ণুশর্ম্মার প্রবেশ।

বিষ্ণুশর্ম্মা। স্বয়ং পূর্ণলক্ষ্মীকে গৃহে এনেছি। মা'টী এসে অবধি যেন গৃহের চেহারা ফিরে গেছে, ঘরখানির সঙ্গে বছরের মধ্যে একদিনও ঝাড়ুর সম্বন্ধ ঘটেছে কিনা সন্দেহ, ইঁদুর আর আরসোলাই ছিল যে ঘরের আসবাব, আজ আমার সেই গৃহখানি কেমন পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, সুন্দর ঝর ঝর করছে। যেখানকার যেটী, অমনি সেখানটীতে গুছোনো র'য়েছে, সারাদিন রাত ভূতের খাটুনি খাটছে, তবুও মুখে 'রা' শব্দটী নেই, রাগের ভাব নেই, আচার, বিচার, ধরণধারণ দেখলে মেয়েটীকে যে-সে ঘরের মেয়ে ব'লে বোধ হয় না; কত সময় পরিচয় চেয়েছি, কিন্তু সজলনেত্রে করযোড়ে মুখের দিকে চেয়েছে, আর জিজ্ঞাসা করতে পারিনি। যাক্, কিন্তু বেচারি এত যে খাটে, তবুও ব্রাহ্মণীর আমার মুখভারী গেল না। দিনরাত খুঁৎ খুঁজেই বেড়াচ্ছেন। কপালে সুখ না থাকলে ওইরূপই হয়।

ধীরে ধীরে শৈব্যার প্রবেশ।

শৈব্যা। বাবা! আপনার আহ্নিকের স্থান ক'রে রেখেছি; আহ্নিক করবেন আসুন।

বিষ্ণুশর্ম্মা। এত সকাল সকাল কেন, মা? একটু বেলা হ'ক্।

শৈব্যা। কাল একাদশীর উপবাস ক'রে রয়েছেন, তাই সকাল-সকাল আহ্নিকের স্থান ক'রে রেখেছি।

বিষ্ণুশর্ম্মা। তুমি আমার যথার্থই মেয়ে মা।

ব্রাহ্মণীর প্রবেশ ও অন্তরালে অবস্থিতি।

ব্রাহ্মণী। [স্বগত] ঐ দেখ, সেই ফুস্থুর ফুস্থুর, এতে সন্দ না হ'য়ে যায় কা'র?

শৈব্যা। পিতা কি কখনও মেয়ের দোষ ধরেন? তাই, আমায় অত ভালবাসেন।

ব্রাহ্মণী। [স্বগত] আবার ভালবাসার কথা হ'চ্ছে, আস্তে আস্তে পিরীত পাকিয়ে তোলা হচ্ছে।

বিষ্ণুশর্ম্মা। যথার্থই তোমাকে আমি বড় ভালবেসে ফেলেছি।

ব্রাহ্মণী। [স্বগত] ঐ যে, একবারে বুড়ো মিন্‌সে গ'লে গেল।

শৈব্যা। অভাগিনীর পূর্ব্বজন্মের পুণ্যবলেই এমন অসময়ে আপনার আশ্রয়ে এসে আপনার স্নেহ পেয়েছি।

বিষ্ণুশর্ম্মা। সে তোমার নিজের গুণে।

ব্রাহ্মণী। [স্বগত] আহা হা, পীরিত একেবারে জ'মে উঠ্‌লো! মুখপোড়া বুড়োকে আজ একবার দেখ্‌তে হবে—কোথেকে একটা ডাইনীকে নিয়ে এসেছে, ডাইনী বেটী আবার গুন-জ্ঞান করতে বসেছে।

বিষ্ণুশর্ম্মা। দেখ, তোমায় পূর্ব্বেও বলেছি, আবার এখনও বলছি, তোমার লক্ষণ দেখে তোমাকে বিশেষ সুলক্ষণা ব'লেই বোধ হয়।

ব্রাহ্মণী। [স্বগত] তা' আর হ'বে না? ডাইনী মন্ত্র ঝেড়েছে কিনা। তা' নইলে ঠিক কথা বল্‌তে গেলে, আমার বাঁ পায়ের কাছেও ওমাগী দাঁড়াতে পারে না। আঃ! কিবা মুখের শ্রী, যেন ঝুনো নারিকেল! কিবা চোখের শ্রী, যেন ড্যাব্ ড্যাব্ কর্‌ছে। কিবা নাসিকা, যেন তল্‌দা বাঁশ। কিবা বুকের গড়ন, যেন একটা মাঠ!

কিবা কোমরের ভঙ্গি—যেন ধাক্কা দিলে মচাক্‌ ক'রে ভেঙ্গে পড়ে। ঐ চেহারা দেখেই বুড়োর মুণ্ডু ঘুরে গেছে।

বিষ্ণুশর্ম্মা। আচ্ছা, তোমার প্রকৃত পরিচয়টা কি, কিছুতেই বল্‌বে না?

ব্রাহ্মণী। [স্বগত] এইবার কুলের ঠিকানা নেওয়া হচ্ছে। বড় কুলীনের ঘরের মেয়ে গো, বড় কুলীনের ঘরের মেয়ে!

শৈব্যা। [করযোড়ে] মেয়ের অপরাধ ক্ষমা করুন।

ব্রাহ্মণী। [স্বগত] কেমন ছিনাল্‌ মাগী দেখ, আবার হাতযোড় করে কত ভঙ্গিই দেখান হচ্ছে।

বিষ্ণুশর্ম্মা। থাক্‌, আমি আর জিজ্ঞাসা কর্‌ছিনে।

ব্রাহ্মণী। [স্বগত] দুঃখতে ম'রে যাচ্ছি, বুড়োর ঢং দেখে যান কোথা মা! রাথ—তোমাদের পীরিত জমাচ্ছি। [সম্মুখে আসিয়া প্রকাশ্যে] বলি। হাঁ গা—এ কি রকম ব্যাভার গা? তুমি আবার নাকি গেরস্থ ঘরের মেয়ে? গেরস্থ ঘরের মেয়ে হ'লে কি আর এমন চলিয়ে বেড়ায়? তা' যেদিন এখানে আগমন করেছ, সেইদিনই বুঝ্‌তে পেরেছি, শেষে কপালে ছিল—বার জেতের জল খাওয়া, তাই আমার ঘট্‌ল। [কৃত্রিম অসুখের ভান প্রদর্শন ও মাথা হস্ত দ্বারা ধারণ] ওমা! গেলুম গো—মাথাটা কেটে গেল—এই সব অনাচার পাপে মাথার অসুখ আরও বেড়ে উঠেছে।

বিষ্ণুশর্ম্মা। ওকি, ব্রাহ্মণি! ভাল-মানুষের মেয়েকে ওকি কুৎসিত কথা বল্‌ছ? ছিঃ।

ব্রাহ্মণী। প্রাণে বড্ড লাগ্‌ল বুঝি? আমি কিছু আর বুঝিনে বুঝি? উঃ—উঃ—গেলুম গো, মলেম্‌ গো—

শৈব্যা। মাথা টিপে দেবো, মা?

ব্রাহ্মণী। থাক্—থাক্—আর মাথা দেখাতে হবে না। যা' কর্‌ছ, তাই কর। উঃ—উঃ পোড়া মাথার আর অপরাধটাই বা কি? ওষুধ নেই, পত্তর নেই—দু'দণ্ড মাথাটা টিপে দেয়, এমন লোকটা নেই; সাধ ক'রে দাসী রাখা হয়েছে, দাসী যে মাথায় চ'ড়ে বসেছেন, ওঃ—গেল!—মাথাটা যেন ফেটে চৌ'ফাঁক হ'যে গেল। একটু কথা কইলেই রোগ বেড়ে উঠ্‌ছে যে গো।

বিষ্ণুশর্ম্মা। তা' কথা না বল্‌লেই ত হয়।

ব্রাহ্মণী। [ভেঙ্গাইয়া] তা' হয় বই কি। আমি বোবা হ'যে থাকি, কেমন? তা' হ'লেই তুমি বাঁচ।

বিষ্ণুশর্ম্মা। আমি কি তাই বল্‌ছি যে—

ব্রাহ্মণী। [বাধা দিয়া] থাক্, আর তোমার ব'লে কাজ নেই; তুমি এখন যে বসে হাবুডুবু খাচ্ছ, তাই খাও; আমার অসুখ-বিসুখের খবরে তোমার দরকার কি? আঃ—গেল মা, কোমরটায় আমার কি হ'ল। [কোমর ধরিয়া কৃত্রিম যন্ত্রণা প্রকাশ]

শৈব্যা। বিশ্বনাথ। তোমার অভয় পদে দাসীকে স্থান দাও, নতুবা অভাগিনীর আর কোন উপায় নাই।

ব্রাহ্মণী। এই যে দাঁড়িয়ে আছে; বলে না মাগী যে, কোমরটা একটু টিপে দেবো; পয়সা খায় না? মাগ্‌না নাকি? রাত পোয়ালে দেখি, কাঁড়ি কাঁড়ি উড়ে যায়। কাজের বেলায় কথা নাই—উঃ—উঃ যাই যে মা।

শৈব্যা। [স্বগত] পোড়া উদর। তোর জন্য আজ আমার এত লাঞ্ছনা।

বিষ্ণুশর্ম্মা। দেখ ব্রাহ্মণি, আজ তুমি কি হ'য়েছ? যা' মুখে আস্‌ছে, তাই বল্‌ছ।

ব্রাহ্মণী। অমনি ব্যথা লেগেছে! বুড়ো বয়সে ভীমরথী ধরেছে, নইলে তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে—শেষটা বাড়ীর দাসী বাঁদী নিয়ে এই সব ঢলাঢলি। পাড়ার লোকে মুখে কাপড় দিয়ে হাসছে, লজ্জা ঘেন্নার মাথা খেয়েছে—আবার সম্বন্ধ পাতান হয়েছে, বাপ বেটী, ছিঃ ছিঃ, গলায় দড়ী গলায় দড়ী। উ—হু—হু।

বিষ্ণুশর্ম্মা। [কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া] রাম রাম রাম। বৃদ্ধকালে আমার মত যার তরুণী ভার্য্যা থাকে, তা'র শেষ-দশা এইরূপ ঘ'টে থাকে।

[প্রস্থান।

ব্রাহ্মণী। এখন কাণে আঙ্গুল দিয়ে পালাবে বই কি? মুখপোড়া খোলা-কাটা হতচ্ছাড়া বামুন। শোনবার এখন হয়েছে কি?

শৈব্যা। মা! মা! আমি তোমার মেয়ে, মেয়েকে অমন কথা বলো না, মা! [রোদন]

ব্রাহ্মণী। আজ্ঞাকারী চোখের জল অমনি এসে হাজির; নইলে কি আর পুরুষ চরিয়ে খেতে পারে?

শৈব্যা। আমায় তুমি অপর যা' খুসী গালাগালি কর, কিন্তু ও-সব কথা বলো না—মা, তোমার পায়ে ধরি।

[ব্রাহ্মণীর পদ ধারণে উদ্যত]

ব্রাহ্মণী। [সরিয়া গিয়া] কর্‌তে আছে—আর শুন্‌তে নেই? পোড়ামুখী! কোন্ সাহসে তুই বুড়োর সঙ্গে প্রেম কর্‌তে যাস্ লা? জানিস্ নে, ঝাঁটা মেরে এখনি বিদেয় কর্‌ব? আঃ—মরণ আর কি! দেখ-না। উঃ, উঃ অত কথা বলা কি আমার ধাতে সয়?

শৈব্যা। তুমি আমার মা। তুমি এমন কর্‌লে দাঁড়াব কোথা, মা?

ব্রাহ্মণী। তোমার আবার দাঁড়াবার ভাবনা। অমন রূপ, অমন ভরা যৌবন রয়েছে, ছেনালিপানাও বেশ শেখা আছে—তোমার আবার দাঁড়াবার ভাবনা। বলি রাজার ত চিনিয়ে দিতে হবে না?

শৈব্যা। [স্বগত] শ্রবণ, বধির হ', বধির হ'। পাপ-জীবন! এখনও দেহে রয়েছিস্? হা মহারাজ। আজ কোথায় তুমি?

[নেত্রে অঞ্চল প্রদান।

ব্রাহ্মণী। মর্ মাগী। মনে মনে গালাগালি দিচ্ছিস্ নাকি। কত কুল মজিয়ে শেষটা এখানে এসে ঢলাতে বসেছে। ইচ্ছে কর্‌ছে, মুখে চুণ কালী দিয়ে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে বাড়ীর বা'র ক'রে দিই। এত কেলেঙ্কারী কি আর বরদাস্ত হয় গা? আপনি মরি—রোগের জ্বালায়, তার উপরে আবার এই জ্বালামুখী এসে জ্বালাতে বসেছে। যাই—যাই—শুইগে, এতক্ষণ কি দাঁড়াতে পারি। পায়ে আবার ঝিঁ ঝিঁ বাত্ ধরেছে। উঃ—উঃ—গেলুম যে গো—আর বাঁচিনে গো।

[প্রস্থান।

শৈব্যা। কখন যা' মনেও করি নি, সেই কলঙ্ক বহন কর্‌তে হ'ল। এক মরণ ভিন্ন যে এ যন্ত্রণার অবসান হ'বে না। আমি মর্‌তে পারি, কিন্তু আমি ম'লে আমার রোহিতের কি দশা হ'বে, সেই ভাবনায় মর্‌তে পার্‌ছি নে। হা হরি! একবার দুঃখিনীর প্রতি মুখ তুলে চাও, তুমি বই যে আর আমার অন্য গতি নাই, হরি। তুমি যে দয়াময়, তবে এই দাসীর প্রতি নির্দ্দয় কেন? হরি। রাজরাণী ছিলেম, পথের কাঙ্গালিনী হয়েছিলেম, তাতেও দুঃখ ছিল না; নারী-জীবনের সম্বল পতি—কর্ত্তব্যের অনুরোধে সেই পতিকেও ছেড়ে এসেছি। সে দুঃখও বুক পেতে সহ্য কর্‌ছি, কিন্তু এ আবার কি বিষম অবস্থায় পড়্‌লেম!

সতী সব সইতে পারে, কিন্তু নিজ মিথ্যা কলঙ্কের কথা কখন সইতে পারে না ; কিন্তু নিরুপায়—এ কলঙ্ক মোচনের কোন উপায় নাই। তাই বল্‌ছি, নিরুপায়ের উপায় হরি ! এই উপায়হীনা শৈব্যার উপায় কর। এ অকূল সাগর পা'র হ'বার উপায় তোমার পদতরী ভিন্ন অন্য কিছুই নাই ; আজ সেই পদতরী দানে দাসীকে উদ্ধার কর।

মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রোহিতাশ্বের প্রবেশ।

রোহিতাশ্ব। মা। মা। [রোদন]

শৈব্যা। একি বাবা। তুমি যে খেল্‌তে গিয়েছিলে, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ফিরে এলে কেন ?

রোহিতাশ্ব। আমায় আজ কাঁদিয়ে দিয়েছে।

শৈব্যা। কে বাবা ?

রোহিতাশ্ব। পাণ্ডাদের ছেলেরা ; তাদের সঙ্গেই আমি খেলা কর্‌ছিলুম।

শৈব্যা। কেন, তা'রা কি তোমায় মেরেছে ?

রোহিতাশ্ব। না মা ; মার্‌লেও আমার এত কষ্ট হ'ত না।

শৈব্যা। তবে কি করেছে, বাবা ?

রোহিতাশ্ব। তোমাকে দাসী বলেছে, আমাকেও দাসীর ছেলে বলেছে। দাসীর ছেলে ব'লে আর আমাকে নিয়ে খেলা কর্‌বে না বলেছে।

শৈব্যা। কেঁদ না বাবা ! আর তাদের সাথে খেল্‌তে যেয়ো না।

রোহিতাশ্ব। হাঁ মা ! তবে কি তুই সত্যিসত্যিই দাসী ? আমি কি তবে দাসীর ছেলে। মামার বাড়ী ত মা, তবে ভাল নয় ; তুই এখানে কেন এলি, মা ?

শৈব্যা। [স্বগত] রোহিতের এখনও ধারণা যে, সে তা'র মামার বাড়ীতেই আছে; যথার্থই যে আমি এখন দাসী, তা' জান্‌তে পারে নি।

রোহিতাশ্ব। কৈ, উত্তর দিচ্ছিস্‌ নে যে, মা? তবে তুই দাসী হয়েছিস্‌? বাবার সঙ্গে দেখা হ'লে তাকে ব'লে দেবো যে, মা মামার বাড়ীতে এসে দাসী হয়েছে। বাবা শুন্‌লে দেখিস, তোকে কত বক্‌বে।

শৈব্যা। [স্বগত] সরল শিশুর অভিমানপূর্ণ তিরস্কারও মায়ের কাণে কত মিষ্ট লাগে!

রোহিতাশ্ব। মা! চল্‌, আমরা এ মামার বাড়ী ছে'ড়ে চ'লে যাই। বাবা, এতদিনে হয় ত নতুন বাড়ী ক'রে ফেলেছেন। এখানে তুই দাসীর কাজ কর্‌বি, আর দিদিমার বকুনী খাবি; দিদিমা আমাদের ভালবাসে না, খেতে বস্‌লে কত বকে, আমি পেট ভ'রে খেতে পারি নি।

শৈব্যা। [স্বগত] হায়! এ কষ্ট কি রাখ্‌বার আর স্থান আছে! মায়ের সাম্‌নে ছেলে পেট ভ'রে খেতে পায় না, এ দেখেও রাক্ষসী মা আমি স্থির হ'য়ে আছি।

রোহিতাশ্ব। মা! কাল রাত্তির বেলা দিদিমা আমায় এতগুলো পোড়া ভাত খেতে দিয়েছিল, আমি তা' খেতে পারি নি; দিদিমার বক্‌বার ভয়ে, লুকিয়ে সে ভাত ফেলে দিয়েছিলুম; ক্ষিধেয় সারা রাত্তির পেট জ্বলেছে, ঘুম হয় নি; তুই দুঃখু কর্‌বি ব'লে সে কথা আর তোকে বলি নি। আজ আর না ব'লে থাক্‌তে পার্‌লুম না, হাঁ মা, তুই বল্‌ দেখি, আমি কি পোড়া ভাত খেতে পারি?

শৈব্যা। [স্বগত] হায়, আজ হয় ত তাও জুট্‌বে না। হৃদয় বজ্র দিয়ে গ'ড়ে রেখেছি, কিছুতেই চূর্ণ হ'বে না। [প্রকাশ্যে] এস বাবা, কোলে এস। [রোহিতাশ্বকে ক্রোড়ে গ্রহণ]

[নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় দৃশ্য।

চণ্ডাল-প্রাঙ্গণ।

চণ্ডালবেশী হরিশ্চন্দ্রকে গলায় গামছা দিয়া টানিতে টানিতে ভুলুয়া ও নিলুয়ার প্রবেশ।

ভুলুয়া। আরে মারিয়ে ফেল্—মারিয়ে ফেল্—বজ্জাৎকে মারিয়ে ফেল্। কুত্তা লিলিয়ে দে, হাড় মাস ছিঁড়িয়ে ছিঁড়িয়ে খাক্।

নীলুয়া। [আঘাত করিয়া] আর চালাকী খেল্‌বি, সয়তান্?

হরিশ্চন্দ্র। কি দোষ করেছি, সর্দ্দার?

ভুলুয়া। শ্মশান-ঘাটে মুর্দ্দোর কড়ি মোদের, চুরি করিয়ে নিয়েছিস্, বজ্জাৎ! বেইমান্! [গণ্ডে চপেটাঘাত]

হরিশ্চন্দ্র। [সক্রোধে] কি?—[স্বগত] না, আমি যে দাস! [প্রকাশ্যে] সর্দ্দার, আমি চুরি করি নাই, চুরি কর্‌বার আমার কোন দরকার নাই; বৃথা আমাকে প্রহার কর্‌ছ।

ভুলুয়া। বোল্ বেটা, হামাদের বুলি বোল্, তুহার ঘরের বুলি মোরা শুন্‌বে নেহি।

হরিশ্চন্দ্র। বল্‌তে চেষ্টা করি, সর্দ্দার, কিন্তু মুখে বেরোয় না।

নীলুয়া। এ সব তুহার সয়তানি, বজ্জাৎ; ডাণ্ডার ঘা হরদম্ না চালালে তুঁ সোজা হবিনি। [প্রহার]

ভুলুয়া। একটা একটা ডাণ্ডার ঘা পাহাড় ভাঙ্গিয়ে যায়, তা' এ বজ্জাতের কিছু দরদ্ হয় না।

নীলুয়া। বেটা আচ্ছা ঝানু আছে।

হরিশ্চন্দ্র। বুকের ভিতর দিবানিশি যে প্রহার সহ্য কর্‌ছি, তার কাছে এ দাওার প্রহার অতি সামান্য, সর্দ্দার।

ভুলুয়া। দেখ নীলুয়া, আজ আমাবস্যার মঙ্গলবার রাত্তির আছে, দানাদত্তির কারখানা লাগিয়ে যাবে। করন্দি বাদন ফাঁক্ যাবে না, একটা একটা চিক্কুর হান্‌বে, আর কড়্ কড়্ বাজ ছুট্‌বে, এ বজ্জাৎকে আজ সেই সময় ঘাটে খাড়া রাখ্‌তে হোবে। বুঝে লিব, তখন বেটা কোত বোড় জোয়ান্ আছে!

নীলুয়া। শুন্‌লি, তুহার কামের ঠিকানা? একটা কাণাকড়ি যদি মুদ্দোওয়ালার চক্ষের পানি দেখে ছাড়িয়ে দিবি তো, মুণ্ড গর্দ্দান ছিঁড়িয়ে লিব।

ভুলুয়া। আর এক বাৎ শুনিয়ে রাখ্, রাত্তির কালে মুদ্দো পিছু তিনগুণ কড়ি গুণিয়ে লিয়ে তব্ মুদ্দো চুল্লীতে চড়াতে দিবি। আর যদি কোন্ শালা কি শালী আপন্ লেড়্‌কাকে জ্বালাতে আসে, সে যদি ঠিক্ মাফিক্ কড়ি গুণিয়ে দিতে না পারে, তব্ সে শালা কি শালীর পর্‌নীকা কাপ্‌ড়া-ওপ্‌ড়া যো কিছু থাক্‌বে, জোর হাতে কাড়িয়ে লিবি--- কান্না দেখে ভুলিয়ে যাবি না; গলার আওয়াজ খুব কড়া করিয়ে লিবি।

হরিশ্চন্দ্র। [স্বগত] হায়! পরাধীন জীবনে এ হ'তে কঠোর কর্ত্তব্য আর বুঝি কিছুই নাই; দয়া মায়া স্নেহ-প্রদর্শন, এ কার্য্যের মহাপাপ মধ্যে গণ্য; নিষ্ঠুরতা নৃশংসতা এ পৈশাচিক ব্যবসায়ের প্রধান অবলম্বন। মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতে পশুত্বের কঠিন বর্ম্মে মর্ম্মস্থল আবৃত করাই এ কার্য্যের পুরুষকার। বুঝ্‌লেম, এক জন্মের সাধনে এ কঠোর সিদ্ধিলাভ করা যায় না।

নীলুয়া। আচ্ছা বেটা, তুঁ হামাদের মত আওয়াজ কড়া করিয়ে বোল্ ত; মনে ভাবিয়ে লে তুঁ যেন শ্মশান-ঘাটে পাহারায় আছিস্, একটা ভদ্দর মাগী তার বেটাকে জ্বালিয়ে দিতে আসিয়েছে, তখন তুঁ তাকে কি বলিয়ে সুধাবি ?

হরিশচন্দ্র। বল্‌বে, ভদ্রে, তোমার ছেলের কি রোগে মৃত্যু হয়েছে ?

ভুলুয়া। আরে নেহি—নেহি—বল্‌বি আরে দুষ্ট মাগী, পাঁচ কাহন কড়ি গুণিয়ে দিয়ে তবে তুঁহার ও মড়া চুল্লীতে চড়া।

নীলুয়া। বোল্ না, রে বজ্জাৎ !

হরিশচন্দ্র। এই বল্‌ছি, পাঁচ কাহন—উহুঃ—না—হ'ল না—এই বল্‌ছি [পূর্ব্ববৎ] পাঁচ কাহন কড়ি—না এবারও হ'ল না। [কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া] পাঁচ কাহন কড়ি গুণিয়ে দিয়ে—না সর্দ্দার ! ক্ষমা কর, পারলেম না।

ভুলুয়া। দেখ্‌ছিস্ সয়তানটা, নীলুয়া ?

নীলুয়া। চুল্লীর কাঠ দিয়ে বেটার জিব্‌টে পুড়িয়ে দিলে তব্ ঠিক্ হোবে। বজ্জাৎ, এইবার ঘা সইয়ে লে। [সজোরে ঘন ঘন দণ্ডাঘাত]

হরিশচন্দ্র। উঃ, উঃ ! আর সহ্য কর্‌তে পার্‌ছিনে। মৃত্যু ! একবার তোর হিম-শীতল কোলে স্থান দে।

ভুলুয়া। এইবার ঘা ঠিক্ হ'য়েছে। চল্ নীলুয়া, বজ্জাৎকে ডাণ্ডা লাগাতে লাগাতে সহর ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।

[প্রহার করিতে করিতে হরিশচন্দ্রকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

নগর-প্রান্ত।

গীতকণ্ঠে অত্যাচার ও লাঞ্ছনার প্রবেশ।

নৃত্যগীত।

উভয়ে।— আমরা দু'জন জগৎ জয় করি।
মোদের দেখে যত লোকে কাঁপে থরথরি ॥

অত্যাচার।— কোলের ছেলে মেরে ফেলে করাই হাহাকার,
সতীর মুখে কালি ঢালি, আমি অত্যাচার ;—

লাঞ্ছনা।— তার পরেতে আমি আছি লাঞ্ছনা তোমার,
ছাড়িনে সহজে তারে, যারে গো ধরি ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

কর্ম্ম ও দৈবের প্রবেশ।

দৈব। এতদিনে কি বুঝলে, কর্ম্ম ?

কর্ম্ম। কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ।

দৈব। এখনও সে ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর হ'ল না ?

কর্ম্ম। আমি ভাব্‌ছিলেম, তোমার কেন হ'ল না।

দৈব। বৃথা তর্ক করাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তা' হ'লে সে পৃথক্ কথা।

কর্ম্ম। বৃথা তর্ক ক'রে কর্ম্ম কখনও আলস্যের প্রসার বৃদ্ধি ক'রে না ; কর্ম্মের সে অবসর কোথা ? যেখানে কর্ম্ম, বাক্য সেখানে সংযত ; কর্ম্ম আর বাক্য একাধারে থাকতে পারে না ; কর্ম্মবীর ও বাক্যবীর, দু'জন পৃথক্ ভিন্ন একজনে হয় না। কর্ম্মহীন অলস দৈবের সে কথা অজ্ঞাত থাকাই সম্ভব।

দৈব। দৈবের নিকটে কর্ম্মের সে অহঙ্কার চূর্ণ, বর্ত্তমানে এক হরিশ্চন্দ্র হ'তেই হয়েছে ; কেন না, হরিশ্চন্দ্র সর্ব্বস্ব বিশ্বামিত্রকে দান ক'রে গেছে ; সেই কর্ম্মফল পেলে কি না,—স্ত্রী-পুত্র বিক্রয় এবং নিজে অস্পৃশ্য চণ্ডালের দাস হ'য়ে অশেষবিধ লাঞ্ছনা ভোগ কর্‌ছে ; এ হ'তে আর কর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা কি হ'তে পারে ?

কর্ম্ম। ভবিষ্যৎ দৃষ্টি যা'র আছে, সে দেখ্‌ছে, এই ক্ষণিক দুঃখের প্রান্তভাগে কি এক নির্ম্মল নিত্যসুখ এসে অপেক্ষা কর্‌ছে ; অমাবস্যার দ্বারাই যে পূর্ণিমার শুভানুগমন সূচিত হ'য়ে থাকে, এ কথা কি তুমি অস্বীকার কর, দৈব ?

দৈব। তা' করি না সত্য, কিন্তু ভবিষ্যতের হস্তে কর্ম্ম চিরদিনই পরাস্ত। কালের ভবিষ্যৎ গর্ভে যা' লুক্কায়িত থাকে, তা'তে দৈবেরই একমাত্র অধিকার ; কেন না, ভবিষ্যৎ কখনও বর্ত্তমানে দৃষ্ট হয় না ; যা' দৃষ্ট হয় না, তাকেই অদৃষ্ট বলে ; আর সেই অদৃষ্টই হ'ল দৈব। অদৃষ্ট ত দৈবের নামান্তর মাত্র। এমন কি কর্ম্মপ্রসূত যে ফল, সে ফলও দৈবের করায়ত্ত, এবং কর্ম্মশূন্যও যে ফল, তাও সেই দৈবায়ত্ত, এ তত্ত্ব কি তোমার জানা নাই, কর্ম্ম ? ভিক্ষুকের মস্তকে রাজমুকুট, রাজার স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি ; গ্রীষ্মের পর শীত, শীতের পর বসন্ত ; এ সব ঘটনা কে সম্পন্ন করেছে, জান ? কেবল এক দৈবশক্তি। এই যে হরিশ্চন্দ্র এখন চণ্ডালের দাস, মহারাণী শৈব্যা এখন ব্রাহ্মণের দাসী, পরিণাম যে কি নিশ্চিত র'য়েছে, তা' তোমার জান্‌বার ক্ষমতা নাই, কর্ম্ম, কিন্তু আমি জানি, যে পরিণাম ফল এই দৈবের মুষ্টির মধ্যে বদ্ধ রয়েছে। যথা সময়ে—দেখো, আমিই সেই ফল প্রদান কর্‌ব। কিছুদিন অপেক্ষা কর, স্বচক্ষে দেখ্‌তে পাবে, এখন এস যাই।

[কর্ম্মের হস্ত ধরিয়া প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

গৃহ-প্রাঙ্গণ।

অঞ্চলাচ্ছাদিত নেত্রে শৈব্যার প্রবেশ।

শৈব্যা। কেন কাঁদি, কেন হাহাকার করি? কেউ ত আমার কান্না দেখে দুই ফোঁটা চোখের জল ফেলে না; কেউ ত আমার এই হাহাকার শুনে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসও ছাড়ে না; আমার ব্যথা—আমার কথা কেউ ত কাণ পেতে একবারও শোনে না; এত যে জ্বল্‌ছি—এত যে পুড়্‌ছি, এত যে পুড়ে পুড়ে খাক্ হ'য়ে যাচ্ছি, কিন্তু কই, তৃণগাছটীও দেখে ত মাথা নাড়ে না? তা নাড়্‌বে কেন? আমার দুঃখ—আমার কষ্ট—আমার বেদনা, তা'তে সংসারের কি? আমি সংসারের কে যে, আমার দিকে সংসার চেয়ে দেখ্‌বে? আমি দাসী কিঙ্করী; ঘৃণা উপেক্ষাই কণ্ঠ-ভূষণ, লাঞ্ছনা গঞ্জনা আমার সঙ্গের সাথী, বিক্রীত জীবনে সংসারের নিকট এ হ'তে আমার আর ন্যায্য দাবী কিছুই নাই। আমি কে? আমি কাঁদ্‌তে এসেছি, কেঁদে কেঁদেই চ'লে যাব; আমি পুড়্‌তে এসেছি, পুড়ে পুড়েই ভস্ম হ'ব। আমি সংসারের শতপদদলিত নিষ্পেষিত উপেক্ষিত বাত-বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা; ঘূর্ণীবাত্যায় কবে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে—আমার আবার সংসারের প্রয়োজন কি? তবে কাঁদি কেন? এ অরণ্যে তবে কেঁদে ফল কি? এত যে মনকে এ কথা বোঝাই, তবু ত মন আমার সে কথা বোঝে না; তবু ত প্রাণ আমার সে কথা শোনে না, যখনি রোহিতাশ্বের মুখের দিকে তাকাই, তখনি প্রাণ কেঁদে ওঠে

কেন? আমি যে দাসী, ছেলের জন্য কি দাসীকে কাঁদতে আছে? দাসীর উদরে কি ছেলে হয় যে, তার জন্য কান্না? দাসীর হৃদয়ে কি স্নেহ-মমতা থাকে যে, তার জন্য এত কান্না? এই যে যাদু আজ আমার, ছুটা শুধু ভাত নিয়ে খেতে বসেছিল; এক গ্রাস মুখে দিয়েই নুণ চাইলে, মা বল্‌লেন, দাসীর ছেলের আবার ভাত খেতে নুণ চাওয়া কেন; তাই শুনে বাবা আমার ছল্‌ছলে চোখে, আমার দিকে চেয়ে থাক্‌ল! কৈ, আমি ত তাকে একটু নুণ দিতে পার্‌লেম না? আমি যে দাসী, সে ক্ষমতা যে আমার নাই। তার পর ছেলে আমার সেই শুধু ভাত খেতে পার্‌লে না, মুখের ভাত ফেলে কাদতে কাঁদতে উঠে গেল, আমি ত মা হ'য়ে তা' দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে দেখ্‌লেম, কি কর্‌লেম? কেবল অঞ্চলে চক্ষু মুছ্‌লেম মাত্র, সেই যে ছেলে দুপুর বেলায় বেরিয়ে কোথায় গেছে, সন্ধ্যা হ'য়ে এল, এখনও ফিরে এলো না; যাবার সময়ে আমায় ডেকে চুপি চুপি ব'লে গেল, মা। আর আমি এ বাড়ীতে আসব না— আর এখানে ভাতও খাব না'। এ শুনে আমি তার দাসী মা, কি কর্‌লেম? সঙ্গে সঙ্গেও ছুটে গেলাম না! তবে প্রাণ, কেন তুই না বুঝে কেঁদে কেঁদে উঠিস্? ক্ষুধা তৃষ্ণা, হাসি কান্না, এ সব সংসারে যাঁরা প্রভু, তাদেরই থাকে, দাস-দাসীর এ সব থাকে না। দাসীর প্রাণ পাথর দিয়ে বাঁধতে হয়—বজ্র দিয়ে গড়্‌তে হয়। সেখানে পতিপুত্রের স্মৃতি-চিহ্ন অঙ্কিত থাক্‌তে পারে না। হা মহারাজ! না, আমার সে কথা কেন? দাসীর মুখে মহারাজ কেন? [রোদন]

টলিতে টলিতে বেগে রোহিতাশ্বের প্রবেশ।

রোহিতাশ্ব। [জড়িতকণ্ঠে] মা! মা! মলেম্ মলেম্—গেলেম্ গেলেম্—আমাকে ধর—ধর! [ঝাঁপ দিয়া শৈব্যার বক্ষে পতন]

শৈব্যা। [বক্ষে ধরিয়া] কি! কি! বাবা! কি হয়েছে—কি হয়েছে?

রোহিতাশ্ব। সাপে কেটেছে মা, সাপে কেটেছে! বাড়ীতে খেতে না পেয়ে ক্ষিধের জ্বালায় বনে ফল খেতে গিয়েছিলুম, কাল-গোখ্‌রো সাপে পায়ে ছোবল্ মেরেছে, উঃ—উঃ! মাগো। সব শরীর জ্ব'লে যাচ্ছে—মাগো! আর বুঝি বাঁচিনে—মলুম।

শৈব্যা। [রোহিতাশ্বকে ক্রোড়ে লইয়া উপবেশন] হায়! হায়! এখন কি কর্‌ব? পিতা বাড়ীতে নাই, কে আমাকে বিষবৈদ্য খুঁজে দেবে?

রোহিতাশ্ব। মা! মা! জ্ব'লে যাচ্ছে,—পুড়ে যাচ্ছে—ঠাণ্ডা জল গায়ে ঢেলে দে!

শৈব্যা। বাবা—বাবা আমার। বড় জ্ব'লে যাচ্ছে, না? আহা হা! এখন কা'রে ডাকি—কে আমার যাদুর বিষ ঝেড়ে দেবে?

রোহিতাশ্ব। উঃ হু হুঃ—মা! কথা কইতে পার্‌ছি নে, জিভ্ জড়িয়ে আস্‌ছে, মা! আর বুঝি বাঁচ্‌লুম না।

শৈব্যা। ভয় নেই বাপ—ভয় নেই! এখনি সেরে যাবে! কোথায় বিষহরি হরি, রক্ষা কর—রক্ষা কর—অভাগিনীর আর মা ব'লে ডাক্‌বার কেউ নাই। তুমিই দিয়েছ—তুমিই রক্ষা কর। হরিবোল! হরিবোল! বাবা আমার! হরিবোল বল, বিষহরি হরি, তোমার সকল বিষ হরণ কর্‌বেন।

রোহিতাশ্ব। হরিবোল—হরিবোল। কৈ মা, হরিনামে ত বিষ যাচ্ছে না? আরও জ্বল্‌ছে—আরও পুড়্‌ছে—আর যে সহ্য কর্‌তে পার্‌ছিনে—মা! মা! মাগো! গোপালকে আর বাবাকে একবার দেখ্‌ব; আর বুঝি দেখ্‌তে পাব না! উঃ—উঃ! প্রাণ যায় যে মা!

শৈব্যা। এই যে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সোণার অঙ্গ কালী মাখা হ'য়ে গেল! চোখ্ বুজে এলো! হায়—হায় রে! বুঝি, অভাগিনীর কপাল ভাঙ্‌ল। বাবা! বাবা আমার! কথা কও—কথা কও—

রোহিতাশ্ব। আর যে পার্‌ছিনে মা! উহু হুঃ!

শৈব্যা। বিশ্বনাথ মহাদেব! তোমার কাশীতে এসে, তোমার নাম নিয়ে প'ড়ে আছি, অকূলে ভাসিও না, দেব; অনাথিনীকে পুত্রহারা করো না! এই যে রোহিত আমার! কথা নাই যে? সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হ'য়ে আস্‌ছে যে, আর বুঝি রক্ষা হ'ল না—আর বুঝি বাঁচাতে পার্‌লেম না। হায় হায়! কোথায় যাব গো! কি উপায় কর্‌ব গো! বাবা—বাবা রে, একবার মা ব'লে ডাক্।

রোহিতাশ্ব। মা? মা—গো—[অশ্রুমোচন]

শৈব্যা। চোখের জলে যাদুর বুক ভেসে যাচ্ছে—আহা হা! কি কষ্ট হচ্ছে—কি যন্ত্রণা হচ্ছে, বাবা আমার? কথা কইতে পার্‌ছে না? আরে কালসর্প! তুই আমাকে দংশন না ক'রে, কা'কে দংশন কর্‌লি? আয়—আমাকে সহস্র ফণায় দংশন কর্ [রোহিতাশ্বের চোখ্ মুছাইয়া দিয়া] কেঁদ না—কেঁদ না, হরি হরি বল—বাবা, হরি রক্ষা কর্‌বেন।

রোহিতাশ্ব। হরি, হ—রি—মা—মা—ই—[মৃত্যু]

শৈব্যা। কি হ'ল—কি হ'ল! আর যে কথা কয় না, এই যে নিঃশ্বাস বন্ধ! কই—কই—দুঃখিনীর ধন দুঃখিনীকে ফে'লে কোথায় চল্‌লি! মুখের অন্ন ফেলে, অভিমান ভরে তোর কাঙ্গালিনী মাকে ফেলে কোথায় চল্‌লি? চল্—চল্ বাবা, মহারাজের কাছে যাই, তিনি যে আমার কাছে তোমাকে গচ্ছিত রেখে নিশ্চিন্ত আছেন; আমি তাঁর গচ্ছিত ধন আজ কা'র কাছে সঁপে দিলেম। [স্বীয় কপালে করাঘাত করিয়া] হা পোড়াকপালি! আজ তুই তোর কি সর্ব্বনাশ কর্‌লি?

সত্বর ব্রাহ্মণীর প্রবেশ।

[ব্রাহ্মণীর প্রতি] ওমা, দেখ—দেখ—আমার কি সর্ব্বনাশ ঘটেছে!

ব্রাহ্মণী। তাই হোক্, আমি ভাব্‌লুম বুঝি, বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে। মাগো, ভর্‌সন্ধ্যেবেলা এমন ধারা চীৎকার—এতে কি আর লক্ষ্মী সে বাড়ীতে তিষ্ঠেন্!

শৈব্যা। মা গো! তুমি একবার ভাল ক'রে দেখ গো! আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে, পায়ে ধরি, দেখ ছেলে আমার বেঁচে আছে কি না।

ব্রাহ্মণী। বেঁচে নাই ত মর্‌বে আবার কিসে? অমন ছেলের আবার মরণ আছে!

শৈব্যা। ওগো! না গো! সাপে কেটেছে—সাপে কেটেছে।

ব্রাহ্মণী। সাপে আর কাট্‌বার জায়গা পেলে না, তাই তোমার অমন রত্নের কাছে এসেছে। আহা, মাগী কি রত্নগর্ভা গো!

শৈব্যা। এই দেখ মা! বিষে সর্ব্বাঙ্গ কালী মে'ড়ে দিয়েছে—সোণার ছেলে কালি হ'য়ে গেছে!

ব্রাহ্মণী। আহা হা। কেমন সোণা গো, যেন দাঁড়কাকের ছানা!

শৈব্যা। তাই মা—তাই, তাই আমার সোণা, তাই আমার সাত রাজার ধন, তাই আমার অন্ধের যষ্টি! তুমি মা তোমার পা একবার যাদুর মাথায় দাও, ব্রাহ্মণের পদধূলিতে যদি বাছা আমার বেঁচে ওঠে।

ব্রাহ্মণী। ও সব কিছু না, ভির্‌কুটী ক'রে প'ড়ে আছে, দু'গালে দুই চড়্ মার, অমনি ও ভির্‌কুটী ভেঙ্গে যাবে।

শৈব্যা। তাই হ'ক্ মা—তাই হ'ক্, তোমার আশীর্ব্বাদে তাই হ'ক্। আমার আর আমার বল্‌তে যে কেউ নাই, মা! ওরে বাবা!

বাবা আমার! একবার তোর চাঁদমুখে মা ব'লে ডাক্। আমি সব ছেড়ে এক তোকে বুকে ক'রে যে অকূল সাগরে ঝাঁপ দিয়েছিলেম, তোর চাঁদমুখ দে'খে আমি যে, সকল যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেম; আর তুই আমাকে কোথায় রেখে যাস্, বাপ্?

ব্রাহ্মণী। দেখ বাছা, গেরস্তের বাড়ী, তুমি অমন কান্না কাঁদ্তে পারে না। ছেলে যদি ম'রেই থাকে, তা' কি হয়েছে? দাসী-বাঁদীর আবার ছেলের এত সখ্ কি?

শৈব্যা। মা! তুমি কখনও ছেলে পেটে ধর নাই, ধর্লে আজ আমার ব্যথা—আমার কষ্ট বুঝ্তে পার্তে।

ব্রাহ্মণী। দেখ্ দেখি, মাগী আবার শাসাচ্ছে, এতদূর আস্পর্দ্ধা। কেবল ঐ বুড়ো মিন্সের জন্যই এত বাড় বেড়েছে। দেখ্ মাগী, এখনও আমি ভালয় ভালয় বল্ছি, ছেলে নিয়ে বাড়ী থেকে বেরো, মড়া নিয়ে ব'সে থাক্তে পার্বিনে; মড়া প'চে গন্ধ হ'লে আমার মাথার অসুখ আরও বাড়্বে; এই যে, এরি মধ্যে দুর্গন্ধ ছেড়েছে—উঃ—উঃ—মাথা কেমন ক'রে উঠ্লো যে—

শৈব্যা। ও গো—না গো, এখনও গা গরম আছে, মরে নাই গো মরে নাই।

ব্রাহ্মণী। গন্ধে বাড়ী টেকা যাচ্ছে না, আবার বলে যে ম'রে নাই! বেরো বল্ছি—বাড়ী থেকে।

শৈব্যা। বেরোচ্ছি—বেরোচ্ছি—আর কা'রে নিয়ে এ শ্মশানে থাক্ব? হা মহারাজ! কোথায় তুমি, একবার এসে দেখে যাও, তোমার অভাগিনী শৈব্যার কি দুর্গতি।

ব্রাহ্মণী। ওমা, আবার মহারাজকেও ডাকা হচ্ছে, রাজ-রাজড়াও দেখ্ছি বাদ যায়নি—

শৈব্যা। শত বজ্র! একবার একসঙ্গে ভেঙ্গে পড়, আমি মাথা পেতে দিচ্ছি। পৃথিবি, তুমি দ্বিধা বিভক্ত হও, আমি তোমাতে প্রবেশ করি।

ব্রাহ্মণী। এ যে দেখ্‌ছি শক্ত বালাই—ন'ড়্‌বেও না—চ'ড়্‌বেও না। ছেলে মরেছে? যা, শ্মশানে নিয়ে পুড়িয়ে আয় গে, না হয় ভাগাড়ে ফেলে দেগে, শেয়াল কুকুরে টানা-হেঁচ্‌ড়া ক'রে খাক্ গে, তার আবার এত ভঙ্গিমা কেন? বলি, তোর ছেলে মরেছে, তা' আমার কি? ভাতের কাঁড়ি বাড়ার দায়ে বেঁচে গেলুম্। যা বল্‌ছি শোন্, এখনও ওঠ্—না উঠিস্ ত এই ঝেঁটিয়ে তাড়াচ্ছি, বোস্ ত আগে ঝাঁটা নিয়ে আসি।

[দ্রুত প্রস্থান।

শৈব্যা। যাই—এইবার যাই—কোথায় যা'ব? শ্মশানে? যাদুর মুখে আগুন জেলে দিতে? না, তা' পার্‌ব না, মা হ'য়ে তা' কখনও পার্‌ব না, আঁ্যা! রোহিত কি আমার সত্যসত্যই বেঁচে নাই? শুনেছি, সর্প দংশনে সহসা মৃত্যু হয় না; বিষে আচ্ছন্ন হ'য়ে রোগী মৃতের মত প'ড়ে থাকে। তবে কি তাই? তা' হ'লে ত চিকিৎসার সময় আছে; কোথায় তবে চিকিৎসক পাব? চিকিৎসক অভাবে তা' হ'লে বাপ্ আমার আর চোখ মেল্‌বে না? তবে কি হবে? এই অমাবস্যার অন্ধকারের সঙ্গে আমার মনের অন্ধকার মিশে গেছে; এ অন্ধকার বুঝি আর আমার দূর হবে না। এই যে বাবা আমার, ঘুমিয়ে আছে; এ ঘুম—বড় শক্ত ঘুম, এ ঘুমে ঘুমালে আর ঘুম ভাঙ্গে না, এ ঘুমে অচেতন হ'তে পার্‌লে—তার আর কোন কষ্ট, কোন দুঃখই থাকে না। এই রোহিত আমার ঘুমিয়েছে, খিদের জ্বালা, জঠর-জ্বালা, একেবারে সব জ্বালা জুড়িয়েছে—জুড়োও! জুড়োও—দুঃখিনীর ধন আমার! জুড়োও—আর তোমাকে কষ্ট দেবো না, আর তোমাকে পোড়াভাত খেতে হবে না।

ঝাঁটা লইয়া ব্রাহ্মণীর প্রবেশ।

ব্রাহ্মণী। এখনও বেরোস্ নি? বেরো বল্‌ছি, নইলে এই দেখ ঝাঁটা। [ঝাঁটা প্রদর্শন]

শৈব্যা। [রোহিতাশ্বকে কোলে লইয়া উত্থান] এই বেরোচ্ছি, আর থাক্‌ছিনে, আয়—আয়—আঁধার! আরও গাঢ় হ'য়ে আয়, ভীষণ বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তিতে আরও ঘনিয়ে আয়, শৈব্যা-রাণী আজ পুত্র ল'য়ে শ্মশানে ছুটেছে, শ্মশানের মহা যজ্ঞানলে আজ তার হৃদয়-রত্ন রোহিতাশ্বকে আহুতি দেবে ব'লে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছে! মা হ'য়ে স্বহস্তে কেউ আমার মত নিজ পুত্রকে চিতা-কুণ্ডে নিক্ষেপ করেনি। আজ শৈব্যা-রাণী তাই কর্‌বে—মা হ'য়ে ছেলের মুখে কেমন ক'রে আগুন জে'লে দেয়, তাই আজ শৈব্যা দেখাবে; তোরা কে কোথায় আছিস্, ছুটে আয়, আজ নূতন দৃশ্য দেখাব। যাই—যাই—আর সময় নাই! ওই যে—ওই যে, শ্মশানের প্রেতগণ বিকট হাস্য করছে, আর আমাকে ডাক্‌ছে—এই যে মহাকাল বেতাল সঙ্গে ক'রে তাণ্ডব আরম্ভ করেছে, আর আমাকে ডাক্‌ছে! আয়—আয়, ঝটিকার সাহস, বজ্রের কঠিনতা, মরুভূমির শুষ্কতা, আজ শৈব্যার বুকে আয়! শৈব্যা আজ মৃতপুত্র বুকে ল'য়ে শ্মশানে ছুটে যাচ্ছে! ভগবন্! তোমারই দান তুমিই কেড়ে নিলে! নাও, দুঃখ নাই—কষ্ট নাই—শোক নাই—তাপ নাই—কিছু নাই—শুষ্ক চক্ষে এক ফোঁটা জলও নাই—কক্ষ বক্ষে একটুও স্নেহ নাই! দেখ্‌লে না, মহারাজ, তোমার শৈব্যারাণী আজ কি সাজে সেজেছে? ডাক্ বাবা, একবার শেষ মা' বলে ডাক্, আর ত ডাক্‌বি নি আর ত তেমনি ক'রে কথা কইবি নি, ডাক্—ডাক্ যাদু, আর অভিমান করিস্‌নে।

[রোহিতাশ্বকে ক্রোড়ে লইয়া প্রস্থান

ব্রাহ্মণী। এতক্ষণে দূর হ'ল, বাঁচলেম, আর বাড়ীতে ঢুকতে দিচ্ছিনে ; বুড়ো মিন্‌সে এইবার জব্দ হবে—মাগো মাঃ! মাগী যেদিন থেকে এসেছে, সেইদিন থেকে আর একদণ্ড কাল স্থির হ'য়ে ঘুমুতে বস্‌তে পারিনি ; মাগীকে দেখে অবধি হিংসেয় সর্ব্বশরীর জ্ব'লে-পুড়ে মরেছি ; আজ যেন হাড় জুড়লো! বাবা বিশ্বনাথকে পূজা দেবো মানত করেছিলেম, তা' বাবা এইবার মুখ তু'লে চেয়েছেন। যাই, যেখানে মাগী মড়া নিয়ে ব'সে ছিল, ছড়া-ঝাঁট দিতে হবে।

[নিষ্ক্রান্ত।

ক্রোড় অঙ্ক।

কাশী—শ্মশান।

প্রজ্বলিত চিতা সজ্জিত, পার্শ্বে দগ্ধাবশিষ্ট বংশদণ্ড হস্তে
চণ্ডালবেশে হরিশ্চন্দ্র দণ্ডায়মান।
চতুর্দ্দিকে প্রেতাত্মাগণের আবির্ভাব।

প্রেতাত্মাগণ।—

গান।

আরে থিয়া থিয়া তাথিয়া ঝিহি ঝিহি।
আরে হো হো হো হো, আরে হি হি হি হি ॥
কালারাত্তি মারা চলে গাঁ গাঁ গাঁ,
ঝড়্ ঝড়্ ঝড়্ হাঁকে বাজ খাঁ খাঁ খাঁ,
মড়া বড়া মিঠা, যেন তাজা পিঠা,
মাথা ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্,
খাণ্ডা ড্যাং ড্যাং ড্যাং,
খাই ছ'টো পোড়া ঠ্যাং,
ঠ্যাং ঠ্যাং হো—হো—হি ॥

[অন্তর্দ্ধান।

হরিশ্চন্দ্র। এই দেহ—ভস্ম পরিণাম।
কিংবা তায় টেনে খায় শৃগাল কুক্কুরে।
কষিত কাঞ্চন-কান্তি—
উড়ে যায় চিতা-ধূম সহ।

কত আশা, কত আকিঞ্চন
আজীবন হৃদয়ে পুষিয়া—
করে নর জীবনান্তে চিতায় শয়ন।
ভ্রান্ত নর! না করে বিশ্বাস তবু—
এ সংসার এমনি অসার!
দেখি নিত্য, কত নর নারী,
আসি' এ শ্মশান মাঝে,
স্বহস্তে হৃদয়-ধনে,
চিতানলে আহুতি প্রদানি'
সংসার-বৈরাগ্যভাব মুহূর্ত্তের তরে
ধরে নিজ শুষ্ক বক্ষ মাঝে।
কিন্তু রে মানব!
কতক্ষণ—কতক্ষণ থাকে সেই ভাব?
যতক্ষণ চিতা-বহ্নি না হয় নির্ব্বাণ।
পরক্ষণে সেই আশা, সেই হাসি,
সেই শূন্যে কুসুম-কল্পনা,
ফুটে ওঠে মানব-হৃদয়ে—
ভুলে যায় মায়ার ছলনে!
নাহি ভাবে একদিন পুনঃ
এই যে শ্মশান তার হইবে আশ্রয়—
ওই চিতা-শয্যা তার শেষের আশ্রয়—
হে শ্মশান!
গাম্ভীর্য্যের মূর্ত্তি তুমি বিরাট মহান্।
কত অশ্রু—কত হাহাকার,

বুক পাতি' নিরন্তর করেছ ধারণ।
অচল অটল তুমি প্রশান্ত সুস্থির।
ধীর তুমি—ধৈর্য্যবল অসীম তোমার।
কত রাজ-শিরোমণি
তোমারি বক্ষেতে নিত্য হয় বিলুণ্ঠিত।
উদার-প্রকৃতি তুমি, হে মহাশ্মশান।
ভেদ-জ্ঞানহীন তুমি সাম্য সংস্থাপক,
মানব-জীবনে তুমি শেষ-মীমাংসক ;
রাজা, প্রজা, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল,
ধনী, দীন কুষ্ঠব্যাধি-নর,
সমভাবে পায় তব বক্ষ'পরি স্থান।
যেই পুত্র মৃত বলি' ত্যজিছে জননী,
তারে তুমি করিতেছ সাদরে গ্রহণ।
হেন সাম্য-নীতি শিক্ষা আছে অন্য কার ?
তাই হে শ্মশান, তোমা করি নমস্কার।

অদূরে রোহিতাশ্বকে বক্ষে লইয়া আলুলায়িতকেশা
উন্মাদিনীবেশা শৈব্যার প্রবেশ।

শৈব্যা। [প্রবেশপথ হইতে] নিয়ে এসেছি! নিয়ে এসেছি! ঘোর অন্ধকারের জমাট দু'হাতে সরিয়ে ফেলে, শ্মশান! তোর কাছে—এই দেখ্, নিয়ে এসেছি! তুই যে চেয়েছিলি; এমন সোণার চাঁদকে আর ত কখনো বুকে করিস্ নি, তাই বুকে ক'রে রাখ্‌বার জন্য আমার কাছে চেয়েছিলি, তাই চুপি চুপি এই অন্ধকারের মধ্যে ঘুমন্ত ছেলেকে আমার, কোলে ক'রে নিয়ে এসেছি।

হরিশ্চন্দ্র। [স্বগত] ওই আবার কোন পুত্রহারা পাগলিনী, যেন তার পুত্রটিকে শ্মশানের কোলে ঘুম পাড়াতে নিয়ে এসেছে। সর্দ্দারের আদেশ, পাঁচ কাহন কড়ি ভিন্ন দাহন কর্‌তে দেওয়া নিষেধ; দাঁড়াই, ঠিক হ'য়ে দাঁড়াই, ঠিক্ পাঁচ কাহন কড়ি গুণে নিয়ে তবে আজ ছাড়্‌ব।

শৈব্যা। এই যে ছেলে আমার, এখনও ঘুমিয়ে আছে, কিছুতেই জাগাতে পার্‌ছিনি।

হরিশ্চন্দ্র। [নিজ মনে] ও ঘুম ঘুমালে আর সে জাগে না! ও বড় চমৎকার ঘুম—পাগলিনি, ও বড় চমৎকার ঘুম!

শৈব্যা। ঘুমের ঘোরে আগে ত কত মা ব'লে ডেকে উঠ্‌তিস্, আজ যে একবারও সাড়া নাই!

হরিশ্চন্দ্র। [নিজ মনে] তা' থাকে না—পাগলিনি, থাকে না। ও ঘুমে ঘুমালে সাড়াও থাকে না—আর কখনও 'মা' ব'লেও ডেকে ওঠে না, ঐ ত ঘুমের মজা!

শৈব্যা। ছেলে ভাব্‌ছে, এই ঘোরতর আঁধারের মধ্যে, মা আমায় কোথায় নিয়ে এলো, তাই বুঝি ভয়ে কোন কথা কইছে না। হাঁ যাদু, তাই কি ভয়ে কথা কইছ না? তুমি যে, সে বাড়ীতে থাকৃতে চাইলে না, পোড়াভাত তুমি মুখে তুল্‌তে পার্‌বে না ব'লে, তোমাকে যে রাজ-ভোগ খাওয়াতে নিয়ে এসেছি, এখন একবার উঠে বসো। ওই দেখ, তোমার জন্য রাজ-সিংহাসন পাতা রয়েছে।

হরিশ্চন্দ্র। [নিজ মনে] রাজ-সিংহাসনই বটে, পাগলিনি, ও সিংহাসনে একবার বস্‌লে, আর নাম্‌তে হয় না; ও সিংহাসনে বস্‌লে তার আর প্রজা-বিদ্রোহের সম্ভাবনা থাকে না—ও বড় শান্তির রাজ্য, রে পাগলিনি—ও বড় শান্তির রাজ্য!

শৈব্যা। অ্যাঁ—এ কোথায় এলেম! এ যে শ্মশান! এখানে ত জনমানবের সমাগম নাই; কেবল প্রেতগণের বিকট হাস্য, শৃগাল কুক্কুরের কঠোর চীৎকার, দূরে চিতাকুণ্ড হ'তে ধিকি ধিকি আগুন জলছে, আকাশে মেঘ কড়্ কড়্ করছে, ঝড়ের সোঁ সোঁ শব্দের সঙ্গে ভীষণ বজ্রের ধ্বনি হচ্চে, এখানে কেন এলেম? কিছুই স্থির ক'রে উঠতে পারছিনে, এ আমি কে? জন্মাবধি পরের দাসী হ'য়ে রয়েছি; না—না—মিছে কথা, তা' কেন হবে? আমি ত রাজরাণী ছিলেম, শেষে অদৃষ্ট যখন ফিরে গেল, তখন দাসী হয়েছি; সে ত এই সেদিনকার কথা!

হরিশ্চন্দ্র। [নিজমনে] হাঁ পাগলিনি, সে সেদিনকার কথাই বটে, কিন্তু সে কথা ভুলে গিয়েছিলেম, পাগলিনী; সহসা আজ তোমার কথা শুনে সে কথা আমার মনে প'ড়ে গেল, পাগলিনি! তুমি পুত্রশোকে আজ পাগলিনী হয়েছ, আর সে হয় ত এখন পতিশোকে পাগলিনী হয়েছে; কে জানে, সে কোথায় কি ভাবে রোহিতকে নিয়ে কালযাপন করছে; রোহিতাশ্ব এখন আরও একটু বড় হ'য়েছে, হয় ত আমাকে কত স্থানে খুঁজে বেড়াচ্ছে। শৈব্যা কি এখনও—থাক্, সে একটা প্রকাণ্ড উপন্যাস, একটা রহস্যময় স্বপ্নের বিকট লীলা-খেলা—এখন আর প্রয়োজন নাই; এখন নিজের কাজ করি; ওই উন্মাদিনীর নিকট থেকে কড়ি গুণে নিতে হ'বে; না দিতে পারে ত পরবার কাপড় টেনে—আরে ছিঃ ছিঃ, কি বলছি আমি। শুনি, পাগলিনীর প্রলাপ-কাহিনী কাণ পেতে শুনি, : বড় মিষ্টি শোনাচ্ছে।

শৈব্যা। এ আমি কি করলেম! লোকের ঘুমন্ত ছেলেকে অমাবস্যার রাত্রিতে এ শ্মশানঘাটে নিয়ে এলেম কেন? কিছুই যে মনে করতে পারছিনে। [কিঞ্চিৎ চিন্তার পর] বিষবৈদ্য—বিষবৈদ্য—খুঁজতে



হরিশ্চন্দ্র। আমার বুকে যেন বজ্রের মত আঘাত করেছে!

[হরিশ্চন্দ্র, ৫ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য— [illegible] পৃষ্ঠা।

E. A. P. Syndicate, Calcutta.

[চীৎকার করিয়া] ওগো ওগো, সাপে কেটেছে—সাপে কেটেছে—ওগো, বাবা আমার আর নাই রে—নাই! ওরে বাবা! তোরে আমি এ কোথায় নিয়ে এসেছি! [রোদন]

হরিশ্চন্দ্র। [স্বগত] আহা, কি মর্ম্মস্পৃক্ বিলাপ! হা নিষ্ঠুর বিধাতঃ! এখন বোধ করি, এ বিলাপ তোমারও অসহ্য হ'য়ে উঠেছে! পাগলিনীর রোদনটা আমার বুকে যেন বজ্রের মত আঘাত কর্‌ছে! ভুলুয়া জান্‌তে পার্‌লে যে, দাওয়ার প্রহার কর্‌বে, এইবার বুক বেঁধে ঠিক্ হ'য়ে দাঁড়াই!

শৈব্যা। [সরোদনে] ওরে, আর নাই রে—নাই, বাবা আমার বিষের জ্বালায় প্রাণত্যাগ করেছে, না—না—বাবা আমার দু'টী খেতে না পেয়ে ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণত্যাগ করেছে! ওহো হো—আর নাই রে নাই!

হরিশ্চন্দ্র। [স্বগত] তবুও কেমন বুকে লাগ্‌ছে, রোদনের ধর্ম্মই ঐ, পরের কান্না শুন্‌লেও মানুষের প্রাণ কেঁদে ওঠে; কিন্তু মানুষের প্রাণ কাঁদে কাঁদুক্, কিন্তু এ চণ্ডালের প্রাণ কাঁদে কেন? না—না—আর ওদিকে কাণ দেওয়া হবে না। খুব কড়া ভাবে কড়ি চাইতে হবে।

শৈব্যা। আর নাই রে—আর নাই রে নাই, আর পাব না—সমস্ত সংসার পাঁতি পাঁতি ক'রে খুঁজলেও আর আমার হারাধন মিল্‌বে না; আঁা! তবে আমি কা'রে বুকে ক'রে কা'র মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌ব? না—না—বাবা! থাক্‌তে পার্‌ব না! চল্—চল্ রোহিত, তোর সঙ্গে যাই।

হরিশ্চন্দ্র। [চমকিয়া] রোহিত নাম শুনে চম্‌কে উঠ্‌লেম কেন? হায় রে মায়া! তোর এমনি বন্ধন যে, রোহিত নাম শুনে রোহিতাশ্বের স্মৃতি ক্ষণপ্রভার ন্যায় হৃদয়ে উদিত হ'য়ে উঠ্‌ল। যাক্—সে একটা প্রকাণ্ড উপন্যাস! এখন সে সময় নয়, নিজের কাজ করি, আর সময়

নষ্ট কর্‌ব না; এইবার কড়ারূপে চণ্ডালের ভাষায় পাগলিনীর সঙ্গে দেনা-পাওনা ঠিক্ ক'রে নিই। [কিঞ্চিৎ নিকটে গিয়া] বল্, কে রে তুই শ্মশানঘাটে ছেলে জালাতে এসিয়েছিস্ ?

শৈব্যা। [সভয়ে] আঁ্যা! কে তুমি ? কে তুমি ? এদিকে এসো না, তোমায় দেখে আমার ছেলে ভরাবে।

হরিশ্চন্দ্র। মড়া ছেলে আবার ডরাবে কি রে ?

শৈব্যা। না—না—মরে নি গো—মরে নি, এখনও গা গরম রয়েছে, বাবা আমার বিষেতে আচ্ছন্ন হ'য়ে রয়েছে।

হরিশ্চন্দ্র। [স্বগত] অসম্ভব নয়, সর্পবিষে মানুষের সহসা মৃত্যু ঘটে না; একবার না হয় পরীক্ষা ক'রে দেখি। সর্দ্দার ত জ্যান্ত ছেলে পোড়াতে বলে নি; তবে আর পরীক্ষা কর্‌তে দোষ কি ? [প্রকাশ্যে] আচ্ছা, তুঁহার পুত্রকে [জিভ কাটিয়া] না—না—তুঁহার ছেলিয়াকে কোথন্ সাপে কাটিয়েছে রে, বোল্‌ত ?

শৈব্যা। এই সন্ধ্যাবেলা।

হরিশ্চন্দ্র। কোন্ রোজা দেখিয়েছিলি ?

শৈব্যা। ওগো, কেউ দেখে নাই—কেউ দেখে নাই। কে দেখ্‌তে দেবে ? বাবা বিনা চিকিৎসায় আমার কোলে ঢ'লে পড়েছে; এখনও আছে, ম'রে নাই গো—ম'রে নাই। তুমি চণ্ডাল বুঝি ? ওগো, তুমি একবার আমার ছেলেকে ভাল ক'রে দেখ।

হরিশ্চন্দ্র। এ আঁধার রাতি, মুখ চোখ ত নজর হবে না। তু এক কাম কর্, তুঁহার বেটাকে ভুঁয়ের উপর রাখিয়ে সরিয়ে বস্— পরখ করিয়ে দেখি।

শৈব্যা। [তথাকরণ] এই দেখ, আমি স'রে বসেছি।

হরিশ্চন্দ্র। [সর্ব্বাঙ্গে হাত দিয়া ও নিঃশ্বাস পরীক্ষা করণ।]

শৈব্যা। ওগো, বল গো—বল, কি দেখ্‌ছ? আছে ত? বল—বল—চণ্ডাল! একবারটী বল, রোহিত আমার বেঁচে আছে?

হরিশ্চন্দ্র। [স্বগত] আমার সেই নাম, থাক্—এখন যা' দেখ্‌ছি, তা'তে ত কোনই আশা নাই, সর্ব্বাঙ্গ শীতল, শ্বাসপ্রশ্বাস কিছুমাত্র নাই, অনেকক্ষণ মৃত্যু হ'য়েছে।

শৈব্যা। কথা বল্‌ছ না যে, চণ্ডাল? চুপ্ ক'রে রৈলে কেন? বল কি দেখ্‌ছ?

হরিশ্চন্দ্র। হইয়ে গিয়েছে, পাগ্‌লি! হইয়ে গিয়েছে। এখন পাঁচ কাহন কড়ি গুণিয়ে দিয়ে তব্ চুল্লীতে চড়া। [পূর্ব্বস্থানে আগমন]

শৈব্যা। বল কি চণ্ডাল! তবে নাই? রোহিত আমার নাই? না—না—মিছে কথা বল্‌ছ, চণ্ডাল! বল চণ্ডাল, একবার দয়া ক'রে বল যে, রোহিত আমার বেঁচে আছে; না হয়, একবার মিথ্যে ক'রে বল, বাছা আমার মরে নি—বেঁচে আছে। [রোদন]

হরিশ্চন্দ্র। [স্বগত] হায় কুহকিনী আশা! ধন্য কুহকজাল বিস্তার ক'রে মানুষকে জড়িয়ে রেখেছিস্। মানুষ সর্ব্বস্ব ত্যাগ কর্‌তে পারে, কিন্তু আশা! তোকে বুঝি ত্যাগ কর্‌তে পারে না। [প্রকাশ্যে] শুন্ পাগ্‌লি, আর কান্না করিস্ না, এখন দে, কড়ি গুণিয়ে দিয়ে কাম্ হাসিল্ করিয়ে লে।

শৈব্যা। ওগো, আমি ভিখারিণী, আমার কিছুই নাই! যা' ছিল, তাই বুকে ক'রে ছুটে এসেছি। তোমায় মিনতি করি, চণ্ডাল! তুমি আমার সেই বুকের মাণিককে জোর ক'রে কেড়ে নিয়ো না।

হরিশ্চন্দ্র। [স্বগত] সর্দ্দারের আদেশ, কড়ি দিতে না পার্‌লে পরণের কাপড় কেড়ে নিতে হবে। না, তা' কথনো পার্‌ব না, বরং সহস্র দাণ্ডার প্রহার পিঠ পেতে নেব, কিন্তু স্ত্রীলোকের বস্ত্রে হস্তক্ষেপ

করতে পারব না। [প্রকাশ্যে] শুন্ পাগ্‌লি, হামার সর্দারের হুকুম, পাঁচ কাহন কড়ি বই মুদ্দো জ্বালাতে দিবে না।

শৈব্যা। ও গো! আমি ভিখারিণী; চণ্ডাল, আমার কাছে কিছুই নাই।

হরিশ্চন্দ্র। আচ্ছা, এ জগৎ-সংসারে তুঁহার কি আর কেউ নাই? তুঁহার স্বোয়ামী কত দিন মারা গিয়েছে?

শৈব্যা। অমন কথা ব'ল না, চণ্ডাল; এখনও আমার সীঁথের সিন্দুর আছে।

হরিশ্চন্দ্র। এ তুঁ কি বলিস্, পাগ্‌লি! স্বোয়ামী বাঁচিয়ে আছে, তুঁ বল্‌ছিস্ তুঁ ভিখারিণী, আবার ছেলিয়া জ্বালাতে এসেছিস্, স্বোয়ামী আসে নাই, তবে কেমোন কথা হ'ল?

শৈব্যা। হাঁ চণ্ডাল—পতি থাক্‌তেও আমি পতিহারা ভিখারিণী, ব্রাহ্মণের নিকট বিক্রীত দাসী।

হরিশ্চন্দ্র। [কাঁপিয়া উঠিয়া স্বগত] আবার চম্‌কে উঠলেম, সে-ও আমার ব্রাহ্মণের ক্রীতদাসী, সে-ও তার পতি থাক্‌তে পতিহারা, এই অনন্ত সংসারে একই অবস্থাপন্ন কত মনুষ্যই দৃষ্ট হয়। দূর হোক্, সে স্বপ্নের কথা—[প্রকাশ্যে] আচ্ছা পাগ্‌লি, তুহার স্বোয়ামী এখন কোথায় আছে?

শৈব্যা। কোথায় তিনি, তা' আমি জানি না, চণ্ডাল।

হরিশ্চন্দ্র। [স্বগত] এটাও মিলে গেল! চমৎকার ঘটনার সামঞ্জস্য! [প্রকাশ্যে] আচ্ছা তু কেন বিক্রী হ'লি?

শৈব্যা। ঋণ গো ঋণ, পতিকে ঋণমুক্ত কর্‌বার জন্য।

হরিশ্চন্দ্র। [স্বগত] জগতে কি আবার দ্বিতীয় শৈব্যা কেউ আছে না কি, যে পতিকে ঋণমুক্ত করতে পারে? আশ্চর্য্য মিলে যাচ্ছে; না,

আর কিছু জিজ্ঞাসা করব না—কথাবার্ত্তায় ক্রমেই ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে সহানুভূতি এলে নিজের কর্ত্তব্য বজায় রাখ্‌তে পারব না; তবে ওই পাগলিনীর নামটা একবার শুন্‌ব, শুনে দেখি, শৈব্যা নাম আর কারও আছে কি না। [প্রকাশ্যে] পাগ্‌লি, তুহার নাম কি আছে রে, বোল্‌ ত ?

শৈব্যা। সে নামে তোমার কাজ নাই, চণ্ডাল; সে পাপ নাম করলে সংসার পুড়ে যায়—পেটের ছেলে ম'রে যায়, সে নাম শুন না, চণ্ডাল, সে নাম শুন না!

হরিশ্চন্দ্র। দেখ পাগ্‌লি, তুহার মত আমার এক জানা মানুষ ছিল, তাহার নাম শৈব্যা ছিল, সে-ও তুহার মত বিক্রী হ'য়ে তার স্বোয়ামীকে ঋণ থেকে বাঁচিয়েছে।

শৈব্যা। তবে তুমি সেই পাগলিনীর নাম জান ? চণ্ডাল, আমিই সেই মহাপাপিনী শৈব্যা।

হরিশ্চন্দ্র। [বিচলিতচিত্তে] আঁ্যা! কি—কি বল্‌ছ ? তুমি কি বল্‌ছ ? তুমিই সেই শৈব্যা ? বল—বল—আবার বল—তুমিই কি সেই আদরিণি শৈব্যা ?

শৈব্যা। ওঃ! কি শুন্‌ছি—কি শুন্‌ছি! এ কা'র কণ্ঠস্বর শুন্‌ছি, চণ্ডালের মুখে ও কা'র ভাষা শুন্‌ছি ?

হরিশ্চন্দ্র। [স্বগত] আর সন্দেহ নাই, শৈব্যাই বটে! ভগ্নকণ্ঠস্বরে এতক্ষণ চিন্‌তে পারি নি। তা' হ'লে আমার সেই রোহিতাশ্বের মৃতদেহ সৎকার করতে আমার সেই শৈব্যা এই শশ্মানে এসেছে! রোহিতাশ্ব চ'লে গেছে, হোঃ—জগদীশ, তোমার ইচ্ছা!

শৈব্যা। ওগো! কে তুমি, চুপ্‌ ক'রে রইলে যে ? কি জিজ্ঞাসা করছিলে, কর, আমি উত্তর দিচ্ছি।

হরিশ্চন্দ্র। [স্বগত] আত্মগোপনেই বা আর ফল কি ? [প্রকাশ্যে] আর আমার কিছুমাত্র জিজ্ঞাস্য নাই। আমার পরিচয় ? না, তা' শুনতে চেও না ; শৈব্যা, তা' হ'লে তোমার ওই ভাঙ্গা বুকে দ্বিগুণ কুঠার আঘাত হ'বে।

শৈব্যা। না—না, বল—বল, আমি কোথায় ? কা'র সঙ্গে এই শ্মশানে কথা বল্‌ছি—না এ স্বপ্ন দেখ্‌ছি ?

হরিশ্চন্দ্র। এ-ও এক স্বপ্নই বটে, শৈব্যা ! স্বপ্ন ব্যতীত এরূপ অসম্ভব ঘটনার সমাবেশ হয় না ! সমস্ত জীবনটা যখন ভেবে দেখি, তখন মনে হয়, আগে যা' দেখেছি—তাও স্বপ্ন, এখন যা' দেখ্‌ছি—তাও স্বপ্ন, মানব-জীবনটাই একটা মহাস্বপ্ন—সেই মহাস্বপ্নে জীবের পরীক্ষা চলেছে ! কত শিক্ষা কর্‌লেম, কতই পরীক্ষা দিলেম,—পরীক্ষার পর পরীক্ষা—* পরীক্ষায় ভয় কর্‌লে চল্‌বে না ; যতই কঠোর হ'ক, উত্তীর্ণ হওয়াই চা'ই। শৈব্যা ! আরও কি পরিচয় চাও ? তবে শোন, শুনে বিচলিত হ'য়ো না, ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছাকে নিন্দা ক'রো না—হরিশ্চন্দ্র আজ চণ্ডালের ক্রীতদাসরূপে তোমারই সম্মুখে দাঁড়িয়ে, চেয়ে দেখ !

শৈব্যা। কি ? কি ? প্রভু ! মহারাজ ! [পতন ও মূর্চ্ছা]

হরিশ্চন্দ্র। ঐ ভাবে কিছুক্ষণ শান্তিলাভ কর, শৈব্যা ! তোমার মূর্চ্ছা থাক্‌তে থাক্‌তে আমি রোহিতাশ্বের সৎকার সাধন করি। [চিতা-কুণ্ডে অগ্নিপ্রদান করিয়া] এস রোহিতাশ্ব, অনেকদিন পরে তোমাকে একবার বক্ষে ধারণ করি, পরে ওই চিতা-শয্যায় শয়ন করাব।

[রোহিতাশ্বকে উত্তোলন চেষ্টা]

---

* যাঁহারা রাজা হরিশ্চন্দ্র জীবনের সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা "শ্মশানে মিলন" নাটক পাঠ করুন, তাহাতে অনেক অজানিত নূতন বিষয়ের অবতারণা দেখিতে পাইবেন।

শৈব্যা। [চেতনা পাইয়া রোহিতকে জড়াইয়া ধরিয়া] না, তা' কিছুতেই দিব না—এই বুকের মধ্যে জড়িয়ে রেখেছি, কিছুতেই বাবাকে আমার ছাড়্‌ব না।

হরিশ্চন্দ্র। এখন উঠে ব'স, শৈব্যা! রোহিতাশ্বকে ছেড়ে দাও।

শৈব্যা। [উঠিয়া বসিয়া] কে তুমি? এই নাও মহারাজ, তোমার গচ্ছিত ধন, তোমাকে দিচ্ছি—এই নাও, [রোহিতাশ্বকে প্রদান] আমি তোমার ধন তোমাকে দেবো ব'লে, তোমাকে কত খুঁজে বেড়িয়েছি; আজ শ্মশানে এসে দেখা পেলেম; এমন দেখা আর হবে না, এরূপ আশ্চর্য্য মিলন আর ঘটবে না, দাসী এমন শুভসুযোগ আর পাবে না! ঐ যে চিতা সাজিয়েছ, বেশ ক'রেছ—বেশ ক'রেছ, তোমার ধন তোমাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি—এখন বিদায় দাও, মহারাজ, জন্মের মত চ'লে যাই।

হরিশ্চন্দ্র। চ'লে যেতে কা'র না সাধ হয়, শৈব্যা? কিন্তু ইচ্ছা করলেই ত তা' পারা যায় না; তা' যদি হ'ত, তা' হ'লে শৈব্যা, তোমায় এ শ্মশান পর্য্যন্তও আস্‌তে হ'ত না, রোহিতের প্রাণবায়ু উড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তুমিও চ'লে যেতে। তাই বল্‌ছি, বোঝ শৈব্যা, বেশ ক'রে বোঝ, জন্ম মৃত্যু সংসারের নিত্য নিয়ম; জন্মের পরেই মৃত্যুর অধিকার, তুমি বল্‌বে—সময় আর অসময়, কিন্তু শৈব্যা! কোন্‌টা সময়, আর কোন্‌টা অসময়, তা' যে আমরা এখনও ঠিক্ বুঝ্‌তে পারি না; আর ভেবে দেখ দেখি, যে রোহিতাশ্বের মৃত্যুতে এত শোক প্রকাশ করছ, সে রোহিতাশ্ব তোমার কে? যথার্থই যদি তোমার হ'ত, তা' হ'লে ত তুমি জোর ক'রে রাখ্‌তে পারতে; তবে দেখ শৈব্যা, যার উপর কোন জোর চলে না, সে তোমার নিজের হ'ল কিসে? দু'দিনের জন্য অপরের ধন তোমার কাছে গচ্ছিত ছিল, সেই পরের গচ্ছিত ধন তুমি এতদিন

রক্ষণাবেক্ষণ করেছ; আজ আবার সেই যার ধন, যিনি তোমার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন, তিনিই নিয়ে গেছেন; তার জন্য কাঁদলে তোমার চলবে কেন? বরং যার ধন, তাঁরে আজ হাতে ক'রে দিতে পেরেছ ব'লে দগ্ধ প্রাণে শান্তিলাভ কর। রোহিতাশ্ব মরে নাই, শৈব্যা! সে তার প্রবাসী পিতা মাতার কোল ছেড়ে, এখন আপনার বাড়ী— আপনার পিতামাতার কোলে গিয়ে বসেছে—এর জন্য দুঃখ কি? এর জন্য এত হাহাকার কেন? এখন রোহিতাশ্বের ভৌতিক দেহ সৎকার ক'রে তোমার প্রভু পিতার আশ্রমে গমন কর। ওই পূর্ব্বদিকে ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তের অরুণচ্ছটা বিকাশ হ'চ্ছে, আর কালবিলম্বের প্রয়োজন নাই।

শৈব্যা। রোহিতাশ্ব আমার পুত্র নয়, এ কথা ভাবতে যে পারি না, নাথ! যাকে দশ মাস দশ দিন উদরে ধারণ করেছি, সে আমার পুত্র নয়, একথা ভাবতে গেলে, সংসার যে অন্ধকার দেখি, মহারাজ! তবে এক কাজ করি, নাথ! আমি ওই জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ি, শেষে তুমি রোহিতাশ্বকে ওই চিতায় শয়ন করাবে, আমি বেঁচে থাকতে কিছুতেই সে দৃশ্য দেখতে পারব না।

হরিশ্চন্দ্র। ভুলে যাচ্ছ, শৈব্যা, তুমি যে এক ব্রাহ্মণের ক্রীতদাসী, তাঁর অনুমতি ভিন্ন তোমার প্রাণত্যাগেও তোমার অধিকার নাই।

শৈব্যা। হায় কপাল! কিছুতেই যন্ত্রণার হাত হ'তে উদ্ধার নাই! আমি কেমন ক'রে শূন্যপ্রাণে শূন্য বুকে সেই শ্মশান সমান গৃহে ফিরে যাব? হা রোহিতাশ্ব! হা জীবন-ধন! হা অন্ধের নয়ন! বাপ আমার! আজ তোর দুঃখিনী জননী দেখ্, কি ভাবে রোদন করছে! যাদু রে! তুই যে আমার চোখের জল দেখতে পারতিস্ না; আজ দেখে যা, চোখের জলে শ্মশান ভাসিয়ে দিচ্ছি! ওরে বাবা! তোর মনে কি এই ছিল? [রোদন]

গীতকণ্ঠে সাপুড়িয়া বালক বেশে গোপালের প্রবেশ।

গোপাল।—

গান।

ওগো হামি বেদিয়ার ঘরের ছেলে।
হামার বিষহরি নামটি বাবা বিশ্বনাথজী দিলে॥
হামি দিয়ে থুৎকুড়ি—কাল্‌সাপের বিষ ঝাড়ি,
হামি বিষ ঝাড়িয়ে যাই চলিয়ে, লিনে গো কড়ি,
হামার বাপ বেদে, আর মা বেদেনী সাপ নিয়ে খেলে॥

গোপাল। হেঁ মায়ী? তুঁহাব ছেলেকে সাপে কাটিয়ে মারিয়েছে? হামি ঝাড়িয়ে দিব, হামি ভাল মন্তর জানি, তু কান্না করিস্ না।

শৈব্যা। কে বাবা তুমি? এতক্ষণ যদি আস্‌তে, তা' হ'লেও একবার চেষ্টা ক'রে দেখ্‌তেম, কিন্তু আর যে সে সময় নাই, বাবা; বাবা আমার বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে, এ দুঃখ রাখ্‌বার কি আর স্থান আছে?

গোপাল। হামি যে সাপে কাটা সাত দিনের মড়া জিয়িয়ে দিতে পারি—হামি কি যেমন তেমন রোজা আছি? হামার নাম তুঁহারা শুনিস্‌নি বুঝি? হামি সাপের মাথায় চড়িয়ে নাচ্‌না করি, সাপের মাথা বালিশ করিয়ে হামি যে ঘুম করি। আচ্ছা তুঁহারা বসিয়ে দেখ্‌, হামি কেমন ক'রে তুঁহার ছেলের বিষ ঝাড়িয়ে দি।

[রোহিতাশ্বের সর্ব্বাঙ্গে হস্ত দিয়া ঝাড়ন]

হরিশ্চন্দ্র। [স্বগত] ওই কণ্ঠস্বর, মনে পড়ে,
একদিন শুনেছিনু গোপালের মুখে;
আর একদিন মনে পড়ে,
ওই কণ্ঠস্বর শুনেছিনু

বন মাঝে ব্যাধ-শিশু সুখে,
নিশ্চয় সেই বহুরূপী গোপাল আমার
আসিয়াছে আজি এই বিপ্র বৈদ্যবেশে।

গোপাল। একবার চাহিয়ে দেখ্‌ত, মামী।

শৈব্যা। [দেখিয়া] ওই—ওই যে, বাবা আমার, চোখ্ মেলেছে, মহারাজ। চেয়ে দেখ। চেয়ে দেখ।

গোপাল। এইবার থুৎকুড়ি দিব, আর কথা কহিয়ে ছাড়্‌ব।

[রোহিতাশ্বের মুখে থুৎকার প্রদান]

রোহিতাশ্ব। [চৈতন্য পাইয়া] মা। মা।

শৈব্যা। এই যে—এই যে, বাবা।

গোপাল। কোলে নিয়ে বোস্, মামী, আর কিছু ভয়্ নেই।

শৈব্যা। [রোহিতাশ্বকে কোড়ে গ্রহণ] একি স্বপ্ন। না সত্য-সত্যই যাদু আমার বেঁচে উঠেছে? মহারাজ। এই দেখ, যাদু আমার বেঁচে উঠেছে। [গোপালের প্রতি] কে বাবা তুমি, বল—বল, তুমি কখনই মানুষ নও, তুমি নিশ্চয়ই সেই বিশ্বছবি হরি আজ বালকবেশে আমার রোহিতের মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার ক'রে দিলে।

রোহিতাশ্ব। মা। মা। বড় ঘুমুচ্ছিলেম, আর ঘুমের ঘোরে বেশ একটা স্বপন দেখেছি। দেখলেম, যেন গোপাল এসে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, আর বাবাকেও যেন আমার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেম; কিন্তু মা, বাবার যেন আর সে বেশ নাই।

শৈব্যা। ওই চেয়ে দেখ বাবা রোহিত, কে দাঁড়িয়ে আছেন।

রোহিতাশ্ব। [উঠিয়া] এই যে, এই যে বাবা। কখন এলে বাবা? এমন বেশ ধ'রেছ কেন, বাবা? নূতন বাড়ী তৈরী হয়েছে, বাবা। তাই বুঝি আমাদের নিতে এসেছ? নিয়ে চল, বাবা, এখানে আমরা

থাক্‌তে পারি না। অঁ্যা। এ কোথায় এসেছি, মা? এ ত সে বাড়ী নয়—[গোপালকে দেখিয়া] ও দাঁড়িয়ে কে, মা?

গোপাল। হামি বেদিয়ার ছেলে আছি, তুঁহার সাথে হামি খেল্‌না করিতে আসিয়েছি।

হরিশ্চন্দ্র। [স্বগত] মুহূর্ত্তের মধ্যে কি কাণ্ড হ'য়ে গেল। ধন্য লীলাময় হরি, ধন্য তোমার খেলা! শৈব্যা, একবার উচ্চৈঃস্বরে হরিবোল বল।

সকলে। হরিবোল। হরিবোল। হরিবোল।

ভুলুয়া ও নীলুয়ার প্রবেশ।

ভুলুয়া ও নিলুয়া। আবার বল হরিবোল। হরিবোল। হরিবোল।

সকলে। হরিবোল। হরিবোল। হরিবোল।

নীলুয়া। এতদিনে—হরিশ্চন্দ্র, তোমার পরীক্ষার শেষ হ'ল, চেয়ে দেখ একবার—কে আমরা।

[সহসা ভুলুয়ার শিবমূর্ত্তি ও নীলুয়ার ধর্ম্মমূর্ত্তি ধারণ]

ধর্ম্ম। আমি ধর্ম্ম। আমিই ধর্ম্মদাসরূপে তোমার বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেম, আর ঐ দেখ, স্বয়ং কাশীপতি বিশ্বনাথ চণ্ডালবেশে তোমায় এতদিন কঠোর পরীক্ষা করেছেন। আর ওই দেখ, স্বয়ং নারায়ণ আজ বিষবৈদ্যবেশে কুমার রোহিতাশের মৃতদেহে প্রাণদান করেছেন; উনিই গোপালবেশে অযোধ্যায় কুমারের সখা হ'য়েছিলেন, এবং বনমধ্যে ব্যাধ-বালকবেশে উনিই ফল দিয়ে রোহিতাশের প্রাণরক্ষা করেছিলেন এবং কাশীতে মাণ্‌কে নাম ধারণ ক'রে উনিই আবার প্রভুভক্ত সেনাপতি বীরেন্দ্রসিংহকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেছেন। ধর হরি, এখন আপন বেশ ধর, ভক্ত দেখে চরিতার্থ হ'ক্।

[গোপালের নারায়ণমূর্ত্তি ধারণ]

অদূরে বীরেন্দ্র সিংহের হস্ত ধরিয়া বালিকাবেশে অন্নপূর্ণার প্রবেশ।

আর ওই দেখ, মহারাজ! তোমার বীরেন্দ্র সিংহের হস্ত ধারণ ক'রে বালিকাবেশে স্বয়ং মা অন্নপূর্ণা এসে উপস্থিত হলেন।

অন্নপূর্ণা। [বীরেন্দ্রের প্রতি] ওই দেখ চেয়ে, তোমার রাজা আজ এই শ্মশানে কি স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'রে ফেলেছেন। যাও ছেলে, যার সেনাপতি, তার কাছে যাও।

বীরেন্দ্র! কে তুমি মা বালিকা-রূপিণী? আমাকে আজ তুমি কি দৃশ্য দেখালে, মা!

ধর্ম্ম। প্রভুভক্ত! উনি স্বয়ং কাশীশ্বরী মা অন্নপূর্ণা, আর ওই দেখ, তোমার মাণ্‌কে আজ কি মূর্ত্তি ধারণ ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন! আর ও ছদ্মবেশে কেন মা, একবার তোর রাজরাজেশ্বরী অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে ওই রাজরাজেশ্বর বিশ্বেশ্বরের পাশে দাঁড়া, মা! দেখে আমরা নয়ন মন সার্থক করি।

[সহসা বালিকার অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তি ধারণ, শিবের পার্শ্বে অবস্থান]

বেগে বিষ্ণুশর্ম্মার প্রবেশ।

বিষ্ণুশর্ম্মা। এ যে স্বর্গ! স্বর্গ! কৈ, আমার মা-লক্ষ্মী কই?

শৈব্যা। এই যে পিতা, আমি এখানে।

রোহিতাশ্ব। এই যে বুড়ো দাদা, তুমি এসেছ?

শৈব্যা। মা'কে নিয়ে আসেন নি?

বিষ্ণুশর্ম্মা। সহসা বজ্রাঘাতে ব্রাহ্মণীর মৃত্যু হয়েছে।

উন্মত্তভাবে বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র। মহারাজ! মহারাজ! কোথা তুমি? ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, মহাপাপী বিশ্বামিত্রকে ক্ষমা কর, অনুতাপে বিশ্বামিত্র ভস্মীভূত হয়েছে, ক্রোধ-রিপুর তাড়নায় বিশ্বামিত্র হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়েছিল; এতদিনে জ্ঞানচক্ষুঃ ফুটেছে। ক্ষমা কর, মহারাজ, ক্ষমা কর।

হরিশ্চন্দ্র। আসুন, আসুন প্রভু।

সহসা লক্ষ্মীর আবির্ভাব।

লক্ষ্মী। বেশ ত, সকলি এখানে এই মহামিলনে উপস্থিত; কেবল লক্ষ্মী বুঝি বাদ যাবে? [নারায়ণের বামে দণ্ডায়মান।]

ধর্ম্ম। আজ স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতালবাসী একবার নয়ন উন্মীলন ক'রে দেখ, কাশীর মহাশ্মশানে কি অপরূপ মহামিলন সংঘটন হয়েছে! হে ত্রিশঙ্কু-তনয়। হরিশ্চন্দ্র! আর তুমি মহারাজ নও—তুমি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ—তোমার অসাধারণ দানশক্তি এবং অমানুষিক ধৈর্য্য-বলের সঙ্গে কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা দর্শনে দেবগণ পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হয়েছেন। আর মা মহাসাধ্বী শৈব্যা, তোমার পাতিব্রত্য এবং কঠোর সংযম চিরদিন জগতের আদর্শ হ'য়ে থাকবে। যাও মা, পতিসনে হাসতে হাসতে নিত্যধামে যাও, আর এ সংসারে আসতে হবে না। সেনাপতি বীরেন্দ্র, তোমার রাজভক্তি অতুলনীয়—তুমিও মহাপুরুষ; অনন্ত স্বর্গ তোমার বাসের জন্য স্থির রয়েছে, মহানন্দে চ'লে যাও। ব্রাহ্মণ!

* যাঁহারা হরিশ্চন্দ্রের পিতার অপূর্ব্ব চরিত্র, চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি, বিশ্বামিত্রের যোগবলে সশরীরে স্বর্গলাভ ও হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যাভিষেক ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী জীবনের নানা বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ মনোহর বৃত্তান্ত অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা "ত্রিশঙ্কুর স্বর্গলাভ" নাটক পাঠ করুন।

সতীকে আশ্রয় দানের পুণ্যফলে, আজ তুমি এই অপূর্ব্ব মহামিলন নয়নভরে দর্শন করতে পেলে। যাও, তোমার স্থানও অক্ষয়-স্বর্গে। বিশ্বামিত্র! তুমি মহাসাধক হ'লেও এখনো রিপু জয় করতে পার নি ব'লেই তোমার এই পতন। আজ হ'তে মহাসাধনায় নিযুক্ত হও গে, আজ জগৎ চেয়ে দেখুক, ধর্ম্মের নিকট অধর্ম্ম পরাজিত হ'ল কি না, ধর্ম্মের বিজয় দুন্দুভি আজ গগন ভেদ ক'রে বেজে উঠ্‌ল কি না।

সকলে। জয় ধর্ম্মের জয়, জয় ধর্ম্মের জয়।

শিব। একবার সকলে প্রেমানন্দে হরিধ্বনি কর।

সকলে। হরিবোল। হরিবোল!! হরিবোল!!!

[দক্ষিণপার্শ্বে শিব ও অন্নপূর্ণা, বামপার্শ্বে নারায়ণ ও লক্ষ্মী, মধ্যে ধর্ম্ম, সম্মুখে হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যা ও তন্মধ্যে রোহিতাশ্ব এবং সর্ব্বসম্মুখে জানু পাতিয়া যুক্তকরে বীরেন্দ্রসিংহের উপবেশন, এবং উভয়পার্শ্বে বিষ্ণুশর্ম্মা ও বিশ্বামিত্রের অবস্থান।]

দেব-বালক-বালিকাগণের প্রবেশ।

বালক-বালিকাগণ।—

গান।

লীলাময়ের লীলা বুঝা ভার।
লীলাতে সৃজেন কত, লীলাতে সংহার।
লীলা নীরে ভাসে রবি-শশী,
লীলাতে নিত্য আছে কালশশী,
লীলার লহরী ছুটে, লীলা অকূল-পাথার॥

[যবনিকা পতন।

হরিশ্চন্দ্র।

(অতিরিক্ত গীতাবলী।)

১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্যে—ধর্ম্মের উক্তি, "ধর্ম্ম-সিন্ধুনীরেই নিবৃত্ত হয়' পংক্তির বা লাইনের পরে নিম্নোক্ত গানটী হইবে। [৬ পৃষ্ঠা ৫ পংক্তি দেখ।]

১নং গীত।

শুন ভ্রান্ত, অভ্রান্ত মম সত্য সার-বচন।
ধর্ম্মসিন্ধু-বিন্দু পানে ধার্ম্মিকের পিপাসা বারণ॥
যে জন ব'সে সুধারসে,
সে কি বারি পাবার আশে থাকে গো ব'সে,
বরিত-কাঞ্চন ত্যজি' কে কবে কাচে আকিঞ্চন॥
ফুল্ল পারিজাত সুশোভিত যে উপবন,
বসে কি সে কিংশুক-কাননে অলিগণ,
সুধাকরে পরিহরি' বঞ্ছু কি চকোর চকোরী
মেঘের বারি চায় কি গো মেঘের বারি।
সেই রসের রসিক সে, সে রসে মজেছে যে জন॥

---

* এই "হরিশ্চন্দ্র' নাটক প্রখ্যাতনামা শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত ভাণ্ডারী মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত আদি আর্য্য সারস্বত নাট্য সমাজে অভিনীত হয়। সে জন্য জুড়ী ও বালক গায়ক দিগের জন্য অতিরিক্ত যে সকল গীত গ্রন্থকার কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল, তাহা নাটকের সৌন্দর্য্য অব্যাহত রাখিবার জন্য স্বতন্ত্র ভাবে পরিশেষে মুদ্রিত হইল। বালকদিগের গান গুলির শেষে * চিহ্ন দেওয়া হইল।

১ম অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্যে—শৈব্যার উক্তি, আনন্দময় কাননকে শোভাহীন করো না।" পংক্তির পরে নিম্নোক্ত গান হইবে। [২২ পৃষ্ঠা, ৯ পংক্তি দেখ।

২নং গীত।

আনন্দ-ভবনে আনন্দ-কাননে আনন্দের ফুল ফুটেছে।
আনন্দময়ীর এ পুরীতে কেমন আনন্দের হাট ব'সেছে॥
আনন্দের হাসি হাসে দশ দিশি,
আনন্দ-লহরী ছোটে দিবানিশি,
আনন্দ-স্রোতে ভাসে পুরবাসী,
কেমন আনন্দের তুফান উঠেছে।
এ মিনতি হরি, তব রাঙ্গা পদে,
ভেঙ্গে এ আনন্দ ফেল না বিপদে,
বিষাদের ধারা ঢেল না এ সাধে,
আমার উভরায় প্রাণ কাঁদিছে॥

---

১ অঙ্ক, ৫ম দৃশ্যে—হরিশ্চন্দ্রের উক্তি, "আর কূলের দিকে ফিরে চাইব না।" পংক্তির পরে নিম্নোক্ত গান হইবে। [৩৪ পৃষ্ঠা, ৮ পংক্তি দেখ।

৩নং গীত।

র'ব না, ফিরে চাব না, ওই অতলের তলে ডুবে যাব।
অকূলে ভেসেছি যখন, কূলে ফিরে আর না চাব॥
ভক্তি-কমল তুলে, স্নেহ-শতদল তুলে,
স্নিগ্ধ সরসী-সলিলে গেঁথে মালা ভাসাইব।
স্বপ্ন-কল্পনালোকে সুখের ছবি দেখ্‌বে লোকে,
সে সুখের সুখ বুঝ্‌বে বা কে, কা'রে বল বুঝাইব॥ *

২য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্যে—হরিশ্চন্দ্রের উক্তি, "র'বে মাত্র নির্ব্বাপিত শেষ ভস্মরাশি।" পংক্তির পরে নিম্নোক্ত গান হইবে। [৪৩ পৃষ্ঠা, ২ পংক্তি দেখ।

৪নং গীত।

র'বে মাত্র নির্ব্বাপিত শেষ ভস্মরাশি।
এই ভূতদেহ পঞ্চভূতে যাবে রে, যাবে রে মিশি॥
ঐশ্বর্য্য সাম্রাজ্য বীর্য্য, তেজঃ পরাক্রম শৌর্য্য,
নিয়তির সেই অনিবার্য্য প্রবাহে যাবে রে ভাসি॥
কোথায় যা'বে অস্ত্রশস্ত্র, কোথায় যাবে রাজ-ছত্র,
কোথায় র'বে পত্নী-পুত্র, সর্ব্বসূত্র ছিন্ন হবে;—
কেবা রাজা, কেবা প্রজা, কেবা উড়ায় কীর্ত্তি-ধ্বজা,
এ সংসারে সং সাজা, ভাব্‌লে মনে পায় রে হাসি॥

৩য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্যে—বিশ্বামিত্রের উক্তি, "রক্ষা করে কেবা আজি তোরে।" পংক্তির পরে নিম্নোক্ত গান হইবে। [৭৭ পৃষ্ঠা, ২ পংক্তি বা লাইন দেখ।

৫নং গীত।

দেখিব রে তোরে আজি কেবা রক্ষা করে।
দুরাচারী অহঙ্কার, সবংশে সংহার,
আজি করিব রে তোরে॥
তুচ্ছ করিলি ফণীপুচ্ছ করিয়ে ধারণ,
পাবকে পতঙ্গসম হারাবি রে জীবন;
জ্বলে দাবানল সম মম এ ক্রোধানল,
আজ জ্বালিব প্রলয়-চিতা, কে রাখিতে পারে॥

৩য় অঙ্কে ৪র্থ দৃশ্যে—হরিশ্চন্দ্রের উক্তি, "গোপাল, গোপাল দেখ কি সুখের দিন।" পংক্তির পরে নিম্নোক্ত গান হইবে। [৮৯ পৃষ্ঠা, ২১ পংক্তি দেখ।

৬নং গীত।

চিরমুক্ত আজি আমি কারাগার হ'তে।
উন্মুক্ত বিহঙ্গ সম, স্বাধীন জীবন মম,
এসেছি জনমের মত আজি বিদায় ল'তে॥
রাজত্বের গুরুভার, সহিতে হ'বে না আর;
চিন্তা-বিষে জর জর, হবো না নিরন্তর,
অশান্তির আগার ছাড়ি' যাব রে সেই শান্তির পথে।
আমার এ সংসার-খেলা, বিচিত্র এ নাট্য-লীলা,
হ'য়ে এল যাবার বেলা, আর কেন এ মিছে খেলা,
এখন হরিপদ-ভেলা ধরি' হবে রে ওই পারে যেতে॥

৩য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্যে—বীরেন্দ্রের উক্তি, "ভাঙ্গিলি সুখের হাট এতদিন পরে।" পংক্তির পরে নিম্নোক্ত গান হইবে। [১০১ পৃষ্ঠা, ১০ পংক্তি দেখ।

৭নং গীত।

হায় বিধি, কেন বাদী, সুখের হাট মোর ভেঙ্গে দিলি।
শান্তির কানন কেন মরুভূমি ক'রে গেলি॥
ছিল যে পূর্ণিমা-নিশি, পূর্ণ করি' পূর্ণশশী,
কাল রাহুতে গ্রাসিল আসি, আঁধারে সব ডুবাইলি।
হায় বিধি কি করিলি, পলকে প্রলয় ঘটালি,
সুখের প্রদীপ নিভাইলি, আশার স্বপন ভেঙ্গে দিলি॥
চারিদিকে হাহাকার, সব যেন শবাকার,
হৃদয় মাঝে সবাকার কেন রে চিতা জ্বালালি॥

৩য় অঙ্ক, ৫ম দৃশ্যে—বীরেন্দ্রের উক্তি, "পূজাতে বঞ্চিত না হই।" পংক্তির পরে নিম্নোক্ত গান হইবে। [১১৩ পৃষ্ঠা, শেষ পংক্তি।

৮নং গীত।

কোথা মহারাজ হরিশ্চন্দ্র আজ,
হৃদে হানি' বাজ গেলে গো কোথায়।
হে অযোধ্যাপতি, দেখ হে সম্প্রতি,
হয়েছে কি গতি তোমা বিনে হায়॥
অযোধ্যা-আকাশে ছিলে ধ্রুবতারা,
তোমা হারা মোরা যেন দিশেহারা,
হায় পাগল পারা;—
জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে
তব ওই চরণে ল'য়েছি শরণ,
তুমি হে জীবনাধার হৃদয়ের সারাৎসার,
তোমা বিনা অন্ধকার নিখিল ভুবন;—
তব পদ হৃদে ধরি' তব নাম জপ করি'
অযোধ্যা পরিহরি' করিনু গমন;
ক'র না হে বঞ্চিত, কিছু নাহি সঞ্চিত,
কর কৃপা কিঞ্চিত বাঞ্ছিত রতন;—
হৃদয়-আসনে বসাব যতনে,
ভক্তি-পুষ্প দানে পূজিব তোমায়।

৪র্থ অঙ্ক, ১ম দৃশ্যে—রোহিতাশ্বের উক্তি, "তোমরা বুকের মাঝে আপেট ধর।" পরে নিম্নোক্ত গান হইবে। [১৩৫ পৃষ্ঠা, ৮ পংক্তি।]

৯নং গীত।

ওই যায়, যায় গো আমার, প্রাণের গোপাল চ'লে যায়।
তোমরা ধর ধর, ওরে কোলে কর,
ওতো কাঙ্গালবেশে পথে পথে ধায়॥
একা রেখে প্রাণসখারে মোরা চ'লে এসেছি,
কত কেঁদে ছিল গো মায়ের আঁচল ধ'রে,
ফেলে যেও না, যেও না, যেও না ব'লে,
তখন কেউ ত শুনেনি, কেউ ত ডাকেনি,
'গোপাল, আয় আয় আয়' ব'লে ;
তাই অভিমান ক'রে, এসে চ'লে গেল ফিরে,
কই, কেউ রাখ্‌লে না ত ধ'রে, আমার প্রাণসখারে ;—
আর বুঝি সখা, দেবে নাকো দেখা,
এই দেখা বুঝি শেষ দেখা,
হায় কেমনে বাঁচি জীবনে,
গোপাল একবার ফিরে আয় রে আয়।।

৪র্থ অঙ্ক ১ম দৃশ্যে—বীরেন্দ্রের উক্তি, "তবেই জীবের মহাঘুম ভেঙ্গে যাবে।" পরে নিম্নোক্ত গান হইবে। [১৪১ পৃষ্ঠা, ৭ পংক্তি।

১০নং গীত।

কবে ভেঙ্গে যাবে ভুল।
এ ভবের ভুলে ভুলে ভুলে সব হয়েছে ভুল॥

ভুলে জীব ভুলের ঘোরে,
ভুলের ঘুম অন্ধকারে অন্ধ করে,
রেখেছে গো ভুল-বিকারে ;—
তুমিই যদি ভাঙ ভুল, তবেই জীবের ভাঙ্‌বে ভুল,
ভুল ভেঙে মূল পাবে, তোমার চরণ রাতুল।

৪র্থ অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্যে—বিশ্বামিত্রের উক্তি, "মনে থাকে যেন আমি বিশ্বামিত্র।" পরে নিম্নোক্ত গান হইবে। [১৬২ পৃষ্ঠা, ২১ পংক্তি।

১১নং গীত।

জেন পরিণাম, যাবে নরকধাম
বিশ্বামিত্র নাম, থাকে রে মনে।
ঋণপাপে পাপী, তুই মহাপাপী
না পাবিরে ত্রাণ জীবনে॥
দানের দক্ষিণা না কর অর্পণ,
এ পৃথিবীতে তুই না করিস্ পদার্পণ,
এখনি দক্ষিণা কর সমর্পণ,
ঘুষিবে রে যশ ভুবনে।
শোন্ দুরাচার, ওরে কুলাঙ্গার,
করিব রে তোরে সবংশে সংহার,
না পাবি নিস্তার, ওরে পাপাচার,
যাবি ছারখার, বলি বারংবার,
তুই যে পাষণ্ড ভণ্ড দণ্ডধারী,
মদমত্ত তুই সত্যভঙ্গকারী,
আমি বিশ্বামিত্র, হয়েছি রে অরি,
পাঠাব রে শমন-ভবনে॥



বিশ্ব-বিমোহন অভিনব নাটক

শিল্পি-চরিত্র প্রবীণ কবি ৺প্রমথনাথ কাব্যতীর্থ বিরচিত ও সতীশ মুখার্জ্জির দলের অতীব যশের অভিনয়; ইহাতে সেই বিকর্ত্তন, জয়সেন, সুষেণ, চণ্ডবিক্রম, পৃথুপাল, কীর্ত্তি সিংহ, শক্তি ও শান্তি, সুশীলা প্রভৃতি সবই আছে। [সচিত্র] মূল্য ১॥০ মাত্র।

জয়দেব ইহাও উক্ত প্রমথ বাবুর রচিত এবং সতীশ মুখার্জ্জির দলের অভিনয়ে কহিনুর মণি; ইহাতে সেই সত্যানন্দ, ধীরানন্দ, হলায়ুধ, লক্ষ্মণসেন, বিক্রমসেন, অনঙ্গসেন, কীর্ত্তিসেন, কমলিনী, পদ্মাবতী, লক্ষ্মী প্রভৃতি সকলেই আছে। [সচিত্র] মূল্য ১॥০ মাত্র।

হরিশ্চন্দ্র প্রবীণ কবি শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ কৃত, যামিনী ভাণ্ডারীর দলের কীর্ত্তিস্তম্ভ, সেই বিশ্বামিত্রের ঋণ শোধার্থ রাজার পত্নীপুত্র বিক্রয়, নিজে চণ্ডালের দাসত্ব, রোহিতাশ্বের সর্পাঘাত, সেই ভীষণ শ্মশান-দৃশ্য, শৈব্যার হৃদয়ভেদী করুণ বিলাপ, সেই গোপাল, অন্নপূর্ণা সবই আছে। [সচিত্র] মূল্য ১॥০।

চন্দ্রকেতু উক্ত অঘোর বাবুর কৃত, শশিভূষণ হাজরার দলের যশের অভিনয়। বিক্রমকেতু, ধর্ম্মকেতু, ভবানন্দ, জয়সিংহ দুর্জ্জনসিংহ, রস-সাগর, রঞ্জনলাল, অলকা, যমুনা, জয়ন্তী, রঙ্গিণী সবই আছে; [সচিত্র] মূল্য ১॥০ মাত্র।

সংসার-চক্র উক্ত অঘোর বাবুর কৃত। ভূষণ দাসের দলের নব প্রথম অভিনয়। ইহাতে চন্দ্রহাস, দুষ্টবুদ্ধি, মদনকুমার, ভুজঙ্গ কেতন, দুলাল, মুরঞ্জন, তদাবতী বিষয়া, শান্তি, মধুরা সবই পাইবেন। মূল্য ১॥০ মাত্র।

সতী বা দক্ষযজ্ঞ, উক্ত শ্রীযুক্ত অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ কৃত এবং যামিনী ভাণ্ডারীর দলের ইহা অতীব যশের অভিনয়। সেই দর্পান্ধ দক্ষের শিবদ্বেষ শিবহীন যজ্ঞানুষ্ঠান, দশমহাবিদ্যার আবির্ভাব, পিতৃমুখে পতিনিন্দা শ্রবণে যজ্ঞস্থলে সতীর প্রাণত্যাগ, শিবানুচরগণ কর্ত্তৃক যজ্ঞভঙ্গ, সতীর মৃতদেহস্কন্ধে শিবের হৃদয়োন্মাদকারী বিলাপ প্রভৃতি ঘটনায় হৃদয় মথিত করিয়া নয়নে অজস্রধারে অশ্রুধারা বিগলিত হইবে। [সচিত্র] মূল্য ১॥০ মাত্র।

কুলকলঙ্ক সুকবি শ্রীভোলানাথ রায় রচিত, শশী অধিকারীর শ্রেষ্ঠ অভিনয়, সেই চন্দ্রনাথ, কমলাপতি, দুর্ম্মুখ, শাস্তিচাঁদ-পাগলা, ভক্তানন্দ, বীরেন্দ্র, প্রতিভা, বাসন্তী, রঙ্গিলা রঙ্গিণী, ভিখারিণী সবই আছে। প্রধান নবরসের আকর, ভক্তির উচ্ছ্বাসপূর্ণ করুণরসের প্রস্রবণ নাটককে নাট্য জগতের পরিণতির বিকাশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। [সচিত্র] মূল্য ১॥০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—৭ নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা।